সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 12
31 March - 06 April 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ১২
১৭ চৈত্র ১৪২৩
০২ রজব ১৪৩৮ হিজরী

পপলারে চাঞ্চল্যকর রিফাত হত্যা

হত্যাকারী বাবা মা'র কারাদণ্ড

দেশ রিপোর্ট: শিশুপুত্র রিফাতকে হত্যার দায়ে পূর্ব লন্ডনের পপলারের বাসিন্দা বাংলাদেশী মুহাম্মদ মিয়াকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ওলড বেইলি আদালত। শিশুর মা রেবেকা নাজমিনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও হত্যায় সহায়তা ও শিশুর উপর নির্যাতন করার সম্মতি দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাঁচ ছেলে-মেয়ের পিতা মুহাম্মদ মিয়ার বিরুদ্ধে অপর দুই শিশুর উপরও নির্যাতনের অভিযোগ আনা হলেও সেই অভিযোগ থেকে আদালত তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত এই বাংলাদেশী স্বামী-স্ত্রী পপলারের সেন্ট লিওনার্ডস স্ট্রিটের ক্যারাডাল হাউজে বসবাস করতেন। তাদের বাড়ি সিলেটে।

পিতা মুহাম্মদ মিয়া

মা রেবেকা নাজমিন

মাত্র ১৩ সপ্তাহ বয়সের রিফাত মুহাম্মদকে হত্যার দায় অপর এক অটিস্টিক শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল মুহাম্মদ মিয়া। অথচ বাবা-মায়ের আশ্রয়ে থেকেই ধীরে ধীরে পদ্ধতিগতভাবে (সিস্টেমেটিক) অত্যাচারিত হয়ে মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে মৃত্যু হয়েছে রিফাতের। শিশু রিফাতের পক্ষের আইনজীবীরা মামলার শুনানীতে দাবি করেছিলেন যে, তার মা রেবেকা নাজমিন (৩২) এবং 'মাত্রাতিরিক্ত মোটা' শয্যাশায়ী পিতা মুহাম্মদ মিয়া (৩৭) একই ঘরের অপর এক অটিস্টিক শিশুর উপর রিফাতের মৃত্যুর দায় চাপিয়ে দিতে চাইছে। বিচারের জুরিরাও অটিস্টিক শিশুর বিরুদ্ধে আনা মুহাম্মদ মিয়ার অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন। ১১-১ ভোটে জুরিরা ওই সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

২৯ মার্চ বুধবার মামলার বিচারক জাস্টিস স্পেন্সার মুহাম্মদ মিয়াকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে তাঁর রায়ে বলেছেন, প্রায় ১৪৪ কেজি শারিরীক ওজনের মুহাম্মদ মিয়াই কেবল বলতে পারবে কেন সে তার শিশু সন্তানের উপর অত্যাচার করেছিল– হতে পারে সারাদিন শুয়ে থাকার কারণে পিঠের ব্যথা

পৃষ্ঠা ২৮

২শ হাজার পাউন্ড স্কলারশীপ

এমআইটিতে পড়তে যাচ্ছে তাফসিয়া

দেশ রিপোর্ট: ব্রিটিশ-বাংলাদেশী মেয়ে তাফসিয়া শিকদার স্কলারশীপ পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রী নিতে যাচ্ছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) তে। টাইমস সংবাদপত্র প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে র‍্যাংকিং তালিকা প্রকাশ করে থাকে তাতে গত সাত বছর যাবতই দেখা যাচ্ছে এমআইটি বিশ্বের শীর্ষ দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে থেকেছে। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ-বাংলাদেশী কিশোর কাশিফ কামালী ব্রিটেনের বিখ্যাত ইটোন কলেজে স্কলারশীপ নিয়ে পড়তে যাওয়ার খবরে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সুখবরের রেশ কাটতে না কাটতে পূর্ব লন্ডনের নিউহ্যাম কাউন্সিল এলাকার ওয়েস্টহামের বাসিন্দা তাফসিয়া

পৃষ্ঠা ২৮

'এক্সেলসিয়র সিলেট' নিয়ে দুই বিনিয়োগকারীর সংবাদ সম্মেলন

সাঈদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ

দেশ রিপোর্ট: এক্সেলসিয়র সিলেট-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাঈদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও বিনিয়োগের অর্থ ফেরত না দেওয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল বারী ও কয়সর খান। গত ২৪ মার্চ পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এই অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্য বিনিয়োগকারীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেএমজি এয়ার কার্গোর চেয়ারম্যান মনির আহমদ, এটিএন

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য মানহানী মামলা করা হবে - সাঈদ চৌধুরী

পৃষ্ঠা ২৩

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!
100% Free ESOL courses for taxi drivers
Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.
To book your ESOL exam please call 0207096188
EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning
Training Venue: Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ABDUL HAQUE CHOWDHURY
M: 07539 316 742
221 Whitechapel Road, (2nd Floor) London E1 1DE
34 Cont...

simplecall
Cheap International Calls
• No contract
• No hidden fees
• Keep your number
• View full call history
• Printed call statement on order
• Setup Call-Direct for easy dialing
• Share one account with many phone numbers
simplecall.com
02035 700 700
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Download Free App

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

প্রধান বিচারপতিকে রাজাকার বলায় মামলা

শামসুদ্দিন মানিককে আদালতে হাজিরের নির্দেশ

ঢাকা, ২৯ মার্চ : প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে রাজাকার বলার ঘটনায় দায়ের করা মানহানির মামলায় আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরীকে আগামী ২২ মে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

গত ২৯ মার্চ বুধবার ঢাকার মহানগর হাকিম এ কে এম মঈন উদ্দীন সিদ্দিকী এই আদেশ দেন।

সকালে এই আদালতে মামলাটি করেন ঢাকা মহানগর বারের সাবেক

সভাপতি আরফান উদ্দিন খান। বিচারক মঈন উদ্দীন বাদীর

পৃষ্ঠা ২৮

ইইউকে তেরেসা মে'র আনুষ্ঠানিক নোটিশ

বৃটেনের বিদায় ঘণ্টা

দেশ ডেস্ক, ৩১ মার্চ : নতুন এক পথে যাত্রা করেছে বৃটেন। প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে'র আনুষ্ঠানিক নোটিশ প্রদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেছে ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া। লিসবন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৫০ অনুযায়ী ২৯ মার্চ বুধবার থেরেসা মে ইইউ থেকে বেরিয়ে আসতে নোটিশ দিয়েছেন। এর ফলে বৃটেনের সামনে এখন দু'বছর সময়। এর মধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছ থেকে তাদেরকে যতটুকু সম্ভব সুবিধা আদায় করে নিতে হবে। তারপর দৃশ্যত

২০১৯ সালের ২৯ মার্চ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বৃটেনের বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। এই যে অনুচ্ছেদ

স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা প্রশ্নে দ্বিতীয় গণভোট অনুমোদন

পৃষ্ঠা ২৩

৫০ এটি আসলে কি এ নিয়ে অনেকের মনে সংশয় থাকতে পারে। অনুচ্ছেদ ৫০ আসলে একটি পরিকল্পনা, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কোনো দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে অনুসরণ করতে

পৃষ্ঠা ২৩

লন্ডন হামলার ঘটনায় মুসলিম নারীদের সংহতি সমাবেশ

সন্ত্রাসী খালিদের প্রতি মা ও স্ত্রীর ঘৃণা

দেশ ডেস্ক, ৩১ মার্চ : লন্ডনে সন্ত্রাসী হামলাকারী খালিদ মাসুদের কর্মকান্ডের নিন্দা জানিয়েছেন তার স্ত্রী রোহিয়া হায়দায়। বলেছেন, খালিদের ওই হামলায় তিনি বেদনাহত। একই সঙ্গে

পৃষ্ঠা ২৮

মাত্র পাঁচদিনে বৃটিশ ভিসা সেবা চালু হচ্ছে

লন্ডন, ৩১ মার্চ : যুক্তরাজ্য আগামী জুন মাস থেকে বাংলাদেশিদের ব্রিটিশ ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে ভিসা পাওয়ার সেবা চালু করবে। যুক্তরাজ্য নিশ্চিত করেছে, বাংলাদেশিদের ব্রিটিশ ভিসা আবেদন ব্রিটিশ কর্মকর্তারাই পর্যালোচনা করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশিদের 'সেটলমেন্ট

পৃষ্ঠা ২৩

জমজমাট আয়োজনে কেইটারিং সার্কেল'র দ্বিতীয় 'লন্ডন বিজনেস কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত

শিহাবুজ্জামান কামাল, লন্ডন : বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৃটেনের কারি শিল্পের নানাবিধ সংকট মোকাবেলায় ও এর সৃজনশীল সমাধান তুলে ধরতে 'কেইটারিং সার্কেল'র দ্বিতীয় 'লন্ডন বিজনেস কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৮ মার্চ মঙ্গলবার নর্থ লন্ডনের 'মেরেডিয়ান গ্র্যান্ড ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক রেস্টুরেন্ট, টেইকওয়ের সফল ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

পৃষ্ঠা ২৮

MADISON
STEAK & LOBSTER

FREE PARKING AVAILABLE

Tel: 020 7247 0679
51 Raven Row, London E1 2EG
www.madisonsteakandlobster.com

حلال HALAL

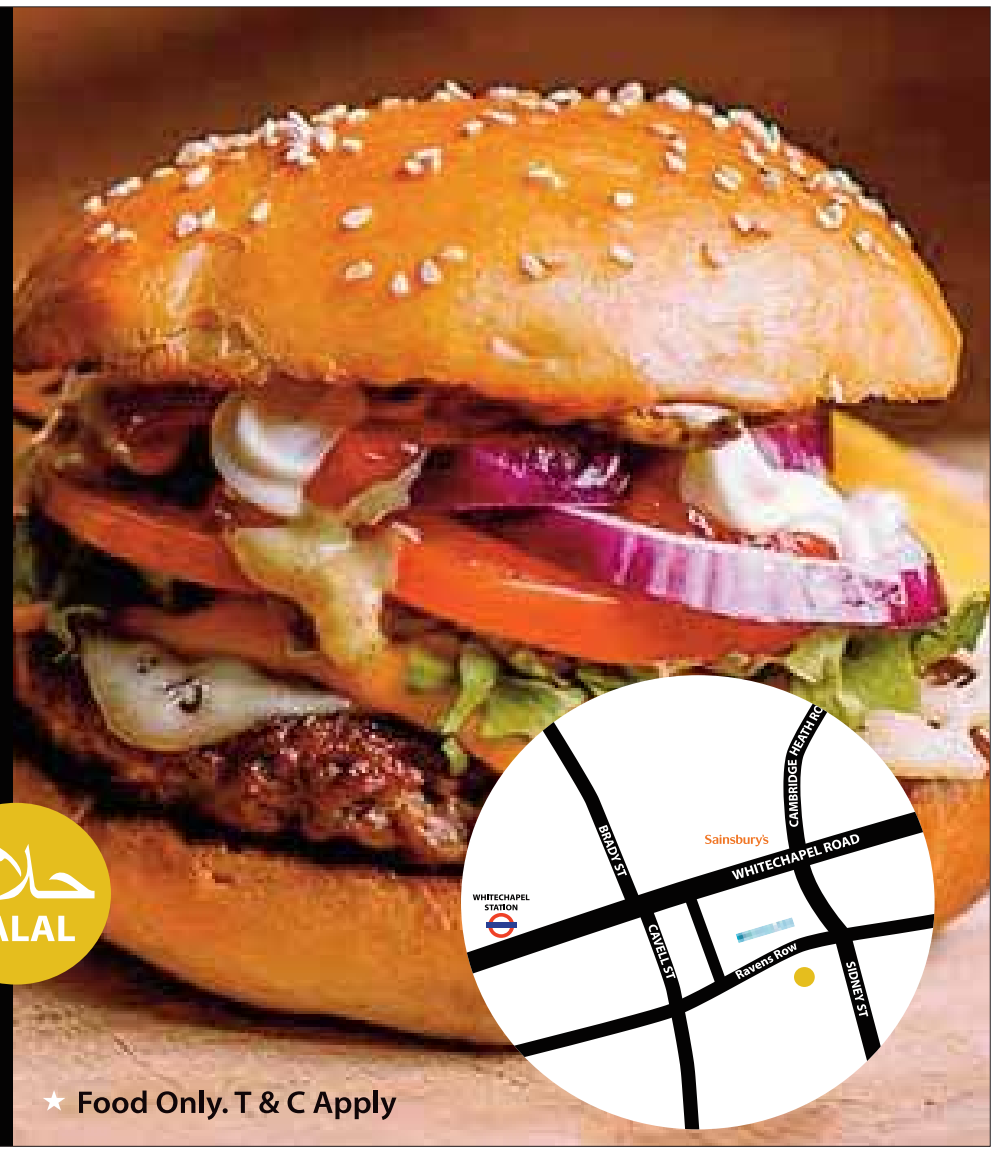

★ Food Only. T & C Apply

হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

শিক্ষকের হাত ভেঙে দেওয়া হলো, জখম আরও ৩

ঢাকা, ২৯ মার্চ : ঝালকাঠিতে সদর উপজেলায় এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তাঁর ছোট বোন ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে পিটিয়ে আহত করা হয়। এ ছাড়া পিটিয়ে একজন শিক্ষকের হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে গত সোমবার রাতে তাঁদের ওপর দুই দফায় এ হামলা চালানো হয়।

শহরের কীর্ত্তিপাশা মোড়-সংলগ্ন পুরাতন পুলিশ বক্স ও কীর্ত্তিপাশা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের অভিযোগ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) ও দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতির নির্বাচনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পছন্দের প্রার্থীকে তাঁরা সমর্থন করেননি। এর জেরে চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুলতান হোসেন খান উপস্থিত থেকে এবং তাঁর নির্দেশে এ হামলা চালানো হয়।

আহত ব্যক্তিরা হলেন গোবিন্দধবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ. লতিফ মিয়া, কীর্ত্তিপাশা বাজারের তেল ব্যবসায়ী উত্তম দাস, তাঁর বোন রিনা দাস ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী অঞ্জনা দাস। লতিফ মিয়া ও উত্তম দাস বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং রিনা দাস ও অঞ্জনা দাস ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের সবার বাড়ি কীর্ত্তিপাশা বাজারে।

আ. লতিফ প্রথম আলোকে বলেন, 'সোমবার রাতে সুলতান হোসেন কথা বলার জন্য আমাকে মুঠোফোনে ফায়ার সার্ভিস মোড়ে আসতে বলেন। সেখানে যাওয়া মাত্রই তাঁর নির্দেশে তাঁর লোকজন আমাকে ধরে টেনেহিঁচড়ে চেয়ারম্যানের উপজেলা পরিষদের গাড়িতে তোলেন। গাড়িতে বসিয়ে চেয়ারম্যান তাঁর পিস্তল দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করেন। তাঁর লোকজন আমাকে বেধড়ক মারধর শুরু করেন। একপর্যায়ে কীর্ত্তিপাশা মোড়-সংলগ্ন পুরাতন পুলিশ বক্সের কাছে মাঠের মধ্যে নিয়ে হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে আমার হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে কীর্ত্তিপাশা বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ব্যবসায়ী উত্তম দাসকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে। আনুমানিক রাত ১০টার দিকে আমাদের দুজনকে সেখান থেকে গাড়িতে সদর থানায় নিয়ে আসে। সুলতান খানকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে থানার ওসিকে আমাদের আটক করতে বলেন। আমাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পুলিশ চিকিৎসার জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে পাঠায়।'

উত্তম দাস বলেন, 'আমি আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বসে ছিলাম। সোমবার রাত নয়টার দিকে সুলতান হোসেনের নেতৃত্বে তাঁর লোকজন অতর্কিতে হামলা চালায়। কীর্ত্তিপাশার ইউপির চেয়ারম্যান শুক্কুর মোল্লার ছেলে রেভেন, উপজেলা চেয়ারম্যানের দেহরক্ষী বাশার, কীর্ত্তিপাশা বাজারের বাবলু আমাকে কুপিয়ে জখম করেন। আমার বোন ছোট ও ভাইয়ের স্ত্রী বাঁচাতে এগিয়ে এলে তাঁদেরও পিটিয়ে আহত করা হয়।'

ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের চিকিৎসক এস এম হাসান মাহমুদ বলেন, উত্তমের গলায় আটটি সেলাই দেওয়া হয়েছে। তাঁর গায়ে জখম আছে। শিক্ষক লতিফ মিয়ার ডান হাত ভাঙা ও পায়ের হাড়ে ফাটল আছে। তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

তবে সুলতান হোসেন খান বলেন, 'আ. লতিফ ও উত্তম দাস কীর্ত্তিপাশা বাজারে এক চায়ের দোকানে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। তাঁদের কথোপকথনের রেকর্ড আমার কাছে আছে। এই ঘটনা শুনে আমাকে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা সামান্য মারধর করেছেন। এ ঘটনায় আমার কোনো হাত নেই।'

ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহে আলম বলেন, 'গতকাল রাতে চেয়ারম্যান আহত দুজনকে আমাদের কাছে সোপর্দ করেন। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় আমরা তাঁদের ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে পাঠাই। কোনো পক্ষই আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেনি।'

খালেদা জিয়ার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হাইকোর্টে স্থগিত

ঢাকা, ২৯ মার্চ : মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে মন্তব্য করায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট।

ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

খালেদা জিয়ার পক্ষে করা এ সংক্রান্ত এক আবেদন শুনানি শেষে হাইকোর্টের বিচারপতি মিফতা উদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি এএনএম বশির উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

একইসাথে মামলার কার্যক্রম কেন স্থগিত করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত।

আদালতে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট এজে মোহাম্মদ আলী ও ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন।

এর আগে ২০১৬ সালের ২১ জানুয়ারি অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন আহমদ মেহিদী এ মামলা করেন।

গত ২১ ডিসেম্বর ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের এক সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে খালেদা জিয়া বলেছিলেন, 'আজকে বলা হয়, এত লাখ লোক শহীদ হয়েছে। এটা নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে।'

পরে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার আবেদন করলে গত ২১ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই মামলা করার অনুমতি দেয়।

সাংবাদিক আফতাব হত্যা

পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড একজনের সাত বছর জেল

ঢাকা, ২৯ মার্চ : একুশে পদকপ্রাপ্ত ফটো সাংবাদিক আফতাব আহমেদকে হত্যার দায়ে পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক আবদুর রহমান সরদার এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন আফতাব আহমেদের গাড়িচালক মো. হুমায়ুন কবির মোল্লা, তাঁর সহযোগী বিল্লাল হোসেন ওরফে কিসলু, মো. রাজু মুন্সী, মো. রাসেল ও হাবিব হাওলাদার। অন্য আসামি মো. সবুজকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। জরিমানার টাকা দিতে না পারলে তাঁকে আরো এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

আসামিদের মধ্যে রাজু ও রাসেল পলাতক। তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

তবে মামলার আরেক আসামি নিজামের ঠিকানা অস্পষ্ট থাকায় তাঁকে অভিযোগপত্র থেকেই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। ৭৯ বছর বয়সী আফতাব আহমেদ দৈনিক ইত্তেফাকের ফটো সাংবাদিক ছিলেন। তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ও পরবর্তী সময়ে অসংখ্য দুর্লভ ছবি ধারণ করেন। ফটোগ্রাফিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৬ সালে তিনি একুশে পদক পান।

ট্রাইব্যুনাল রায়ে বলেন, এ ধরনের একজন খ্যাতিমান সাংবাদিককে ডাকাতির সময় নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যার বিষয়টি আদৌ মেনে নেওয়া যায় না। দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের ঘটনায় আসামিদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ট্রাইব্যুনাল থেকে দয়া বা অনুকম্পা পেতে পারেন না।

সিঙ্গাপুরে লাইফ সাপোর্টে র‍্যাবের গোয়েন্দাপ্রধান

ঢাকা, ২৯ মার্চ : জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন র‍্যাবের গোয়েন্দাপ্রধান লে. কর্নেল আবুল কালাম আজাদ। সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে তাঁকে। গত বুধবার সকালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছে।

গত শনিবার সিলেটের আতিয়া মহলের জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালাতে গিয়ে বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন সেনাবাহিনীর দুঃসাহসী এই প্যারা কমান্ডো। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে রাতেই ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নিয়ে আসা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।

র‍্যাবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনে লে. কর্নেল আবুল কালাম আজাদের সাহসী ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। গত বছর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে কমান্ডোদের অপারেশন থান্ডারবোলডেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রাজধানীর আশকোনায় পুলিশ চেকপোস্টে বোমা বিস্ফোরণে এক যুবক নিহত হওয়ার পর সারা রাত দেশের বিভিন্ন এলাকায় র‍্যাবের অভিযান সমন্বয় করেন লে. কর্নেল আবুল কালাম আজাদ। সিলেটের আতিয়া মহলের জঙ্গি আস্তানায় অভিযানে সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডোরা দায়িত্ব নেওয়ার পর সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান তিনি। র‍্যাবের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর দ্রুত সেখানে পৌঁছান। সারাদিন সেখানে অবস্থান শেষে রাতেই তাঁর ঢাকায় ফেরার কথা ছিল। সে অনুযায়ী ঘটনাস্থল ত্যাগ করার প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। গাড়িতে ওঠার সময়ই তাঁর নজরে পড়ে অসতর্কভাবে পুলিশের তল্লাশির চালানোর দৃশ্য। তাদের ডেকে এভাবে তল্লাশি না করার পরামর্শ দেন তিনি। বোমা নিষ্ক্রীয়কারীদের সাহায্য নিতে বলেন। কথা শেষ না হতেই প্রচণ্ড শব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এতে দুই পুলিশ পরিদর্শক ও লে. কর্নেল আজাদসহ অন্তত ১০ জন মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের নেওয়া হয় সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই দুই পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু হয়। সেখান থেকে অবস্থা গুরুতর অবস্থায় লে. কর্নেল আবুল কালাম আজাদকে ঢাকায় সিএমএইচে নিয়ে আসা হয়।

প্রসঙ্গত, লে. কর্নেল আজাদ বিএমএ ৩৪ লং কোর্সের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ২০১১ সালের অক্টোবরে মেজর থাকা অবস্থায় তিনি র‍্যাবে যোগ দেন। র‍্যাবে কর্মরত অবস্থাতেই লে. কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি পান। ২০১৩ সালের ৯ ডিসেম্বর র‍্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেন। সম্প্রতি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে (বিজিবি) তাঁর পোস্টিং হয়। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর র‍্যাব থেকে বিজিবিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল।

FOR LOCAL PEOPLE | DISTANCE LEARNER | ONSITE

GREEN VISION TRAINING

GREEN VISION TRAINING CENTRE, LONDON

২০১২ সাল থেকে কমিউনিটিতে সুপরিচিত গ্রীন ভিশন ট্রেনিং সেন্টার এর সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- B1 (ISE 1) English courses for Private Hire Drivers
- B1 English courses for British citizenship and ILR
- A2 English courses for Spouse visa extension
- Property Inspection Report for Immigration Purpose
- Life in the UK Test Preparation & Training

Please Contact:
Tel: 0203 129 2648 | Mob: 07912 351 329 / 07883 087 170
Email: info@gvec.co.uk | Web: www.gvec.co.uk
241A Whitechapel Road, 3rd Floor, Unit 2, (Above Ponchokhana Restuarant), London, E1 1DB

06 cont

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965
Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

ড্রাইভার হতে অস্টম শ্রেণী পাস লাগবে মহিলা সিটে পুরুষ বসলে শাস্তি

ঢাকা, ২৮ মার্চ : ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হলে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে। আর চালকদের সহযোগীরা (কন্ডাক্টর) কমপক্ষে ৫ম শ্রেণি পাস হতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালালে ছয় মাসের কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। এমন আরো কিছু বিধান যুক্ত করে 'সড়ক পরিবহন আইন-২০১৭' খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। দুর্ঘটনার জন্য শাস্তি আগের মতোই দণ্ডবিধি অনুযায়ী দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। খসড়া আইনে নতুন ব্যবস্থা হিসেবে চালকদের পয়েন্ট নির্ধারণ করে দিয়ে অনিয়মের জন্য ওই পয়েন্ট কাটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া নতুন আইন অনুযায়ী ফুটপাথ দিয়ে মোটরসাইকেল চালালেও শাস্তির মুখে পড়তে হবে। এছাড়া বাড়ছে পরিবহন ক্ষেত্রের নানা অপরাধের শাস্তি। নতুন আইনে দুর্ঘটনায় হতাহতের ক্ষেত্রে চালকদের কোনো শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণের কথা খসড়া আইনে বলা হয়েছে। মন্ত্রিসভা বৈঠকের পর মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম আইনটি অনুমোদনের কথা জানিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, দি মোটর ভেহিক্যাল অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ আছে। এটা যেহেতু অর্ডিন্যান্স ও মার্শাল ল আমলের করা সে জন্য আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী নতুনভাবে আইনে পরিণত করার বাধ্যবাধকতা আছে। সেজন্য এটি নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে বেশ বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। তিনি বলেন, পরিবহন সেক্টরটা অনেক ভাইব্র্যান্ট, অনেক এজেন্সি কাজ করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের অনেক লিঙ্ক রাখতে হয়। আমাদের রিজিওনাল কানেকটিভিটি, আন্তর্জাতিক অনেক বিষয়-আশয় এর মধ্যে চলে আসে। শাস্তির মধ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে ও সময়ের ধারাবাহিকতায় যে পরিবর্তন হয়েছে সে জিনিসগুলো আইনে নিয়ে আসা হয়েছে। গাড়ি চালনার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহারের বিষয়টি তো আগে ছিল না জানিয়ে শফিউল আলম বলেন, বিষয়টি নতুনভাবে আইনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। গাড়ি চালানোর সময় কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। গাড়ি চালনার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ এক মাসের কারাদণ্ড বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ড পেতে হবে। খসড়া আইন অনুযায়ী, সড়কের ফুটপাথের উপর দিয়ে কোনো ধরনের মোটরযান চলাচল করতে পারবে না। যদি করে তবে তিন মাসের কারাদণ্ড বা ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা গুনতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, গাড়ি চালকের বয়সসীমা আগে ছিল কমপক্ষে ১৮ বছর, পেশাদার হলে কমপক্ষে ২১ বছর বয়স হতে হবে। নতুন আইনে এ বিষয়টি আগের মতোই রয়েছে। আগে গাড়ি চালকদের লেখাপড়ার বিষয়ে কিছু ছিল না জানিয়ে তিনি বলেন, নতুন আইনে এ বিষয়টি নিয়ে আসা হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে। কন্ডাক্টর বা চালকের সহযোগীকে কমপক্ষে লেখার ও পড়ার সক্ষমতা থাকতে হবে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত তার লেখাপড়া থাকতে হবে। পরিবহন শ্রমিকরা যেভাবে চেয়েছেন আইনটি সেভাবে করা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আইনটি প্রণয়নে যথেষ্ট পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের ক্ষেত্রে যে বিধানগুলো দরকার সবই আনার চেষ্টা করা হয়েছে। শফিউল আলম বলেন, প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, ছয় মাস বা এর বেশি কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা বা এর বেশি জরিমানার অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় আসামি গ্রেপ্তার করতে পারবে। অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা পারবে না। যদি কেউ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালায় তবে সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে। কেউ এই অপরাধ করলে তাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যাবে। আগে এক্ষেত্রে ৩ মাসের কারাদণ্ড বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা ছিল। চালকের সহকারীর লাইসেন্স লাগবে জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, কন্ডাক্টরের লাইসেন্স না থাকলে এক মাসের কারাদণ্ড বা ২৫ হাজার টাকা জরিমানা হবে। জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার করলে আগে শাস্তি ছিল সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা। প্রস্তাবিত আইনে মূল শাস্তি কারাদণ্ড আগের মতোই আছে, জরিমানা ৩ লাখ টাকা করা হয়েছে। ফিটনেস না থাকা মোটরযান চালালে আগে শাস্তি সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা ছিল জানিয়ে তিনি বলেন, সেখানে এখন শাস্তি সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা জরিমানা। এ শাস্তি পাবে মূলত গাড়ির মালিক। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দণ্ডবিধিতে যে শাস্তি রয়েছে সেই শাস্তি প্রযোজ্য হবে জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, দণ্ড বিধিতে তিন রকমের বিধান রয়েছে। (দুর্ঘটনা) যদি (ইচ্ছাকৃতভাবে) নরহত্যা হয়, তবে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা হবে। এটার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। (দুর্ঘটনায়) হত্যা না হলে, ক্ষেত্রে ৩০৪ ধারা প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে শাস্তি যাবজ্জীবন। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনা হলে ৩০৪ এর (বি) অনুযায়ী ৩ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। নতুন আইনে শুধু পরিবহন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দণ্ডগুলো আনা হয়েছে। তিনি বলেন, গাড়ি ওজনসীমা অতিক্রম করলে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড বা ৩ লাখ টাকা জরিমানা। এখানে মালিক ও ড্রাইভার দুই গ্রুপকেই যুক্ত করা হয়েছে, তারা দায়ী হবে। এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে মানুষ আহত বা নিহত হলে তা দণ্ডবিধিতে চলে গেছে। বেপরোয়া গাড়ি চালানো, দুই গাড়িতে পাল্লা দেয়ার কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ৩ বছরের কারাদণ্ড বা ২৫ লাখ টাকা জরিমানা হবে। বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং এতে দুর্ঘটনা না ঘটলেও ২ বছরের কারাদণ্ড বা ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত আইনে। খসড়া আইনে সাধারণ নির্দেশাবলি নামে একটি ধারা যুক্ত করা হয়েছে জানিয়ে শফিউল আলম বলেন, এখানে ১৪টি অনিয়মের জন্য সর্বোচ্চ ৩ মাস কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ১১টি অনুশাসন না মানলে সর্বোচ্চ এক মাসের কারাদণ্ড বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ড পেতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, সিটবেfi না বাঁধা, মহিলা শিশু বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে অন্য কোনো যাত্রী বসলে বা বসার অনুমতি দিলে সর্বোচ্চ এক মাসের জেল বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। মদপান বা নেশাদ্রব্য পান করে গাড়ি চালানো, মদপান বা নেশাদ্রব্য পান করে মোটর শ্রমিকদের গাড়িতে অবস্থান করা, মোটরযান চালক কোনো অবস্থাতেই হেল্পারকে গাড়ি চালাতে দেয়া, সড়ক বা মহাসড়কে নির্ধারিত অভিমুখ ছাড়া বিপরীত দিক থেকে গাড়ি চালানো, সড়ক বা মহাসড়কের নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে বা রং সাইডে মোটরযান থামিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তিন মাস কারাদণ্ড বা ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা হবে। তিনি বলেন, একই সঙ্গে মোটরসাইকেলে চালক ছাড়া একজনের বেশি যাত্রী বহন, মোটরসাইকেলের চালক ও যাত্রীর হেলমেট ব্যবহার না করা, চলন্ত অবস্থায় চালক বা কন্ডাক্টর কোনো যাত্রীকে গাড়িতে ওঠাতে বা নামাতে পারবেন না, প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুকূল সুযোগ-সুবিধা না রাখা, ঝুঁকিপূর্ণভাবে গাড়িতে কোনো যাত্রী বা পণ্য বহন করা যাবে না, কোনো সড়ক বা মহাসড়কে গাড়ি মেরামতের জন্য যন্ত্রাংশ ও মালামাল রেখে যানবাহন বা পথচারী চলাচলে বাধা সৃষ্টি করলেও একই শাস্তি পেতে হবে। শফিউল আলম বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে গাড়ি চালকদের অপরাধের জন্য পয়েন্ট কাটার ব্যবস্থা আছে। নতুন আইনেও সেই পদ্ধতিটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ড্রাইভিং সংক্রান্ত বিধি-বিধান অমান্য করলে আস্তে আস্তে চালকদের পয়েন্ট কমতে থাকবে। ১২টি পয়েন্ট দেয়া থাকবে, দোষের কারণে পয়েন্ট কর্তন হতে থাকবে। কোন অপরাধ করলে কত পয়েন্ট কাটা যাবে তাও আইনে বলা হয়েছে। পয়েন্ট জিরো হয়ে গেলে তার আর লাইসেন্স থাকবে না। এদিকে প্রায় ৫৬ বছর পর নতুন করে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৭ করা হচ্ছে। আইনটি সম্পর্কে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টরা জানান, সর্বশেষ খসড়া আগের চেয়ে আকারে যেমন ছোট হয়েছে তেমনি কমেছে সাজা। সড়কে প্রাণহানির বিচার বিদ্যমান আইনের মতোই ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি অনুযায়ী করার কথা বলা হয়েছে। আইনটির খসড়া কার্যক্রম শুরুর পর থেকে বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতামতের জন্য কয়েক দফা বৈঠক করে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়। আইনটি জনবান্ধব ও কার্যকর করতে অন লাইনেও মতামত নেয়া হয়। পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা ছাড়া অন্য সবাই অন্তত সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার মতামত দিয়েছিলেন। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, চূড়ান্ত খসড়ায় ২০১১ সালে বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে প্রণীত খসড়া থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারা বাদ দেয়া হয়েছে। এমনকি বাদ পড়েছে ২০১৩ সালে মন্ত্রণালয়ের গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ২০১১ সালে প্রণীত সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক আইনের খসড়ায় বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সাজা ১০ বছর কারাদণ্ড করার সুপারিশ করা হয়। পরে ওই খসড়া পর্যালোচনায় ২০১৩ সালে গঠিত কমিটির সুপারিশেও আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিধান রাখা হয়। তবে সাজা কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কঠোর সাজার দাবি জানানো হলে এর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে আন্দোলনে নামে নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের নেতৃত্বাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। আশির দশকে মালিক-শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলনে সড়কে মৃত্যুর সাজা ১৪ বছর থেকে তিন দফায় কমিয়ে তিন বছর করা হয়। আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার পর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের অতিরিক্ত সুপারিনটেনডেন্ট সমমর্যাদার কর্মকর্তা দুই পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারবেন।

প্যারাডাইস টাওয়ার সিলেট শহরে প্রশান্তির ছায়া...

সিলেট শহরের মেজরটিলা মোহাম্মদপুর রোডে গড়ে ওঠেছে
আন্তর্জাতিকমানের ও শৈল্পিক ডিজাইনের বহুতল আবাসিক ভবন

যা থাকছে ফ্ল্যাটে:
- ১২ তলা বিল্ডিং
- প্রতি ফ্ল্যাট ১৫২০ স্কোয়ার ফুট,
- বেড রুম ৩টি, বারান্দা ৩টি,
- ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথরুম ৩টি
- দেশী ও আন্তর্জাতিকমানের ফিটিংস
- শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধান
- ২টি লিফট, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কারপার্কিং
- সার্বক্ষণিক জেনারেটর

যে কারণে বুকিং দেবেন:
- সাড়ে ১৬ ডেসিমেল নিজস্ব দলিলকৃত জায়গা
- প্রোপার্টি ব্যবসায় সফল ও বিশস্ত গ্রুপের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- বৃটেন ও বিভিন্ন দেশের প্রবাসী এবং সিলেটের ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বিশিষ্টজন যুক্ত
- শহরেই, কোলাহলমুক্ত মনোরম পরিবেশ
- প্রত্যেক ফ্ল্যাটই আলাদা ও স্বতন্ত্র
- রয়েছে তিন বছরে ৩৬ কিস্তির সুব্যবস্থা
- প্রয়োজনে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা
- মেজরটিলা বাজারের কাছেই
- পাশেই মসজিদ ও স্কলার্সহোমসহ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং এমসি কলেজ
- সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা

যুক্তরাজ্যে যোগাযোগ:
লন্ডন: 020 3540 0941
মতিউর রহমান চৌধুরী - 07932 963 935
তাইসির মাহমুদ- 07940782 876
মোহাম্মদ জুবায়ের - 07944 792 624
বার্মিংহাম: মাফিজ খান - 07948 546 465
ওল্ডহ্যাম: মোহাম্মদ শামিম - 07877 500 846
ফ্রান্স: ফায়সাল আইয়ুব +33 75 310 7129

Rab Miah
(Hanslow/ West london)
M: 07525 185972
Nasir Uddin Kukon
Tooting, South London
M: 07944 833840
Faroque Uddin (Devon)
M: 07701 021248
Latif Miah (Oldham)
M: 07810 647158

প্যারাডাইস টাওয়ার, মেজর টিলা, সিলেট
ফোন: আলমগীর হোসাইন 0088 017 11820 236

আতিয়া মহলে দুর্ধর্ষ জঙ্গি মুসার লাশ!

ঢাকা, ২৯ মার্চ : সিলেটের দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ীর আতিয়া মহলে নিহত জঙ্গিদের মধ্যে নব্য জেএমবির অন্যতম শীর্ষ নেতা মাঈনুল ইসলাম মুসাও রয়েছেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট এ ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত বলে জানিয়েছে।

সিটিটিসির উপকমিশনার মহিবুল ইসলাম গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সিলেটের জঙ্গিঘাঁটি থেকে উদ্ধার করা লাশগুলো ক্ষতবিক্ষত, অনেক অংশ পুড়েও গেছে। তাই চেহারা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে আমাদের কাছে থাকা মুসার ছবির সঙ্গে একটি লাশের অনেক মিল রয়েছে। ডিএনএ টেস্টের পর পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, তাঁরা অনেকটাই নিশ্চিত যে আতিয়া মহলে নিহত জঙ্গিদের একজন মাঈনুল ইসলাম মুসা।

গতকাল আরো কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, আতিয়া মহলে নিহত জঙ্গিদের একজনের সঙ্গে মুসার চেহারার যথেষ্ট মিল পাওয়া গেছে। তার মুসা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিশেষ করে মুসা যে ছবি দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন সে ছবির সঙ্গে পুলিশের কাছে থাকা ছবির অনেক মিল পাওয়া গেছে।

ওই কর্মকর্তারা বলেন, আতিয়া মহলে অভিযানের আগে তাঁদের কাছে তথ্য ছিল, ওই জঙ্গি আস্তানায়ই মুসা অবস্থান করছেন। তবে তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে লাশের ডিএনএ পরীক্ষা এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। তাঁর পরিবার রাজশাহীর বাগমারার গ্রামের বাড়িতে থাকে।

গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, মুসার প্রকৃত নাম মাঈনুল ইসলাম। তাঁর একাধিক ছদ্ম নাম রয়েছে। নব্য জেএমবির সমন্বয়ক তামিম চৌধুরী নিহত হওয়ার পর থেকে তাঁকে খোঁজা হচ্ছিল। কারণ তখন থেকে সংগঠনটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি। গত ২৪ ডিসেম্বর তাঁর নেতৃত্বে রাজধানীর আশকোনার 'সূর্য ভিলা'য় ঘাঁটি গেড়েছিল নব্য জেএমবি। ওই বাসা ইমতিয়াজ পরিচয়ে ভাড়া নিয়েছিলেন মুসা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের আগে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। মুসা গুলশান হামলার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। আশকোনার আগে রাজধানীর বারিধারা, আজিমপুর ও উত্তরা এলাকায়ও বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি। মুসা তাঁর সাংগঠনিক ছদ্ম নাম হয়ে থাকতে পারে।

সিটিটিসির কর্মকর্তারা জানান, তাঁদের কাছে তথ্য ছিল, আশকোনার আস্তানা থেকে পালিয়ে মুসা চট্টগ্রামে চলে যান। সেখানেও তাঁর জঙ্গি আস্তানা ছিল। চট্টগ্রামে কয়েকটি

জঙ্গিঘাঁটির সন্ধান পাওয়া যায়। সেসব ঘাঁটি থেকে অনেক জঙ্গি সদস্যকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তবে মুসাকে পাওয়া যায়নি। এরপর মুসা সিলেটে চলে যান।

পুলিশ সদর দপ্তরের একটি টিম ১৫ দিন ধরে চেষ্টা করে সিলেটে মুসার খোঁজ পায়। এরপর তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে তারা। পাশাপাশি সিটিটিসির কর্মকর্তারাও তৎপরতা চালান। তাঁরা আতিয়া মহলে মুসার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হন। এরপর ওই বাড়ি কড়া নজরে রাখা হয়। অন্য জঙ্গিদের সন্ধানও পাওয়া যায়।

আরো জানা গেছে, মুসা ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায়ও জড়িত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট মামলায় তাঁকে আসামি করা হয়। ভারতের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনআইএ) তাঁকে খুঁজছে। ২০১৪ সালের ১ এপ্রিল রাজশাহীর বাগমারায় সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাইয়ের হাত ধরে জেএমবিতে যোগ দেন তিনি। তখন বাগমারার তাহেরপুর ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র ছিলেন মুসা। পরে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হলেও বেশি দিন থাকেননি। একপর্যায়ে সেখান থেকে ঢাকা কলেজে এসে ভর্তি হন। ইংরেজিতে মাস্টার্স করেন। এরপর রাজধানীর উত্তরার লাইফ স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর আগে মিরপুরের রূপনগরে জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিহত সাবেক মেজর জাহিদের হাত ধরে নব্য জেএমবিতে যোগ দেন তিনি।

মাঈনুল ইসলাম মুসার গ্রামের বাড়ি রাজশাহীর বাগমারার গণিপুর রনিপাড়ায়। বাবার নাম আবুল কালাম মোল্লা। ১৯৮৮ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন মসজিদের মুয়াজ্জিন। বাগমারার বাসুপাড়া ইউনিয়নের সাঁইপাড়া গ্রামের আব্দুস সামাদের মেয়ে তৃষামনিকে বিয়ে করেন মুসা। বিয়ের পর প্রথমে উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের একটি বাড়িতে ওঠেন। ওই বাড়িতে তখন ভাড়া থাকতেন সাবেক মেজর জাহিদ। তিনি জাহিদের সন্তানদের পড়াতেন।

সিলেটের আতিয়া মহলে নিহত চার জঙ্গির লাশই পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। নিহতদের একজনের নাম মর্জিনা বেগম ওরফে মর্জিনা। তিনি মুসার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। নিহত অন্য দুজনের একজনের নাম সোহেল ওরফে ফাহিম। আরেকজন কাউসার। ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে তাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চলছে।

মুসার মৃত্যু স্বস্তিদায়ক

চট্টগ্রাম থেকে কালের কণ্ঠ'র নিজস্ব প্রতিবেদক জানিয়েছেন, সিলেটের আতিয়া মহলে নিহত চার জঙ্গির মধ্যে নব্য জেএমবির সমন্বয়ক মাঈনুল ইসলাম মুসাও রয়েছেন বলে জানা গেছে। আর নিহত নারী বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের মোনজি আরা (অন্য সূত্রে জানা গেছে তাঁর নাম মর্জিনা বেগম ওরফে মর্জিনা)।

এ খবর স্বস্তিদায়ক বলে মন্তব্য করেছে চট্টগ্রামের পুলিশ। কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, মুসা যদি নিহত হয়ে থাকেন তাহলে তা অবশ্যই স্বস্তিকর সংবাদ। তবে ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষার জন্য বলেছেন তাঁরা।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা বলেন, নব্য জেএমবির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কয়েকজন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানে মারা যাওয়ার পর হাল ধরেছিলেন মুসা। তিনি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি গিয়ে বেশ কয়েকজনকে দলে টানেন। চট্টগ্রামসহ কয়েকটি জেলায় জঙ্গিদের আস্তানাও গড়েন তিনি। এমন তথ্য পুলিশের কাছে আছে।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সাধন কুটির ও ছায়ানীড়ের জঙ্গি আস্তানা দুটিও মুসার তত্ত্বাবধানে জঙ্গিরা তৈরি করেছিল বলে পুলিশ জেনেছে। এ দুটি আস্তানা গুঁড়িয়ে দিলেও মুসার নাগাল পায়নি চট্টগ্রামের পুলিশ। চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে সিলেটে গিয়ে আস্তানা গেড়েছিলেন মুসা এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জেনেছে পুলিশ। তবে ডিএনএ পরীক্ষার আগে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না বলে জানান কর্মকর্তারা।

চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার নুরে আলম মিনা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অভিযান সিলেটে হয়েছে, আমরা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। আমরাও আপনাদের (সাংবাদিক) মতো জেনেছি, ওই আস্তানায় মুসা ও এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তারা সত্যিই মুসা ও মোনজি আরা কি না তা নিশ্চিত করবে সেখানকার পুলিশ।'

সিলেট অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণ সুরমার আতিয়া মহলে সেনাবাহিনীর কমান্ডো অভিযানে নিহত চার জঙ্গির মধ্যে নব্য জেএমবির শীর্ষ নেতা মাঈনুল ইসলাম ওরফে মুসাও রয়েছেন বলে ধারণা করছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এখন পর্যন্ত উদ্ধারকৃত দুটি লাশ ঝলসে বিকৃত হয়ে যাওয়ায় শনাক্ত করা যাচ্ছে না। তাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ডিএনএ নমুনা ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় আতিয়া মহল পুলিশকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভবনের ভেতর থাকা দুই জঙ্গির লাশও পুলিশকে বুঝিয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনী। মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার এস এম রোকন উদ্দিন বলেন, 'বিকেল ৫টায় কাগজপত্রে আমরা ভবনটি বুঝে পেয়েছি। লাশ দুটি এখনো ভবনের ভেতর রয়েছে। সেখানে প্রচুর বিস্ফোরকও রয়েছে। বোমা নিষ্ক্রিয়করণ টিম এগুলো নিষ্ক্রিয় করার পর আমরা ভেতরে যাব এবং পরবর্তী ব্যবস্থা নেব।'

সিলেট পুলিশ জানায়, আগের লাশ দুটি কাউসার আলী ও মর্জিনা বেগমের। তারা তিন মাস আগে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ওই ভবনের নিচতলা ভাড়া নেয়। তবে নাম সঠিক নয় বলেই তাঁদের ধারণা। ফলে অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে লাশ দুটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে বলে জানান কোতোয়ালি থানার ওসি সোহেল আহাম্মদ। তিনি জানান, লাশ দুটি ওসমানী হাসপাতালের হিমাগারে রাখা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্র জানায়, কাউসার আলী পরিচয়ে যে ব্যক্তি আতিয়া মহলে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি জঙ্গি নেতা মুসা। বাসা ভাড়া নেওয়ার সময় যে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে সেই ছবির সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে থাকা মুসার ছবির অনেক মিল রয়েছে। লাশ দেখে শনাক্ত করার মতো অবস্থা নেই বলে তাঁরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছেন না। এ জন্য ডিএনএ নমুনা ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে।

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্ত
TAJ ACCOUNTANTS
HM Revenue & Customs
Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843
Our Popular Services
- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

69 Vallance Road
London E1 5BS
Mr. Abul Hyat Nurujjaman
E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk
We are registered licence holder in public practice

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!
Paying too much?
Example, আমাদের অনেক কাস্টমার 8/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।
Serving for last 8 years
আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।
Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com
(We do not help CAB/TRADE Insurance)
TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

79159 ATOL PROTECTED
IMRAN TRAVELS
IATA
Established Agent serving the community since 1996
Appointed Agent
bangladesh
Direct Sylhet from £390+Tax
From January 2017
QATAR AIRWAYS القطرية
Dhaka return from £475
Terms & Conditions apply
We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj
- Umrah fare from £330
- Complete package from £595
(Minimum 4 person, 5 nights)
We are open 7 days a week
Low cost travel agent
Hajj & Umrah Specialist
T: 0207 375 0800
M: 07984 959 885
07828 235 600
273A Whitechapel Road, Londopn E1 1BY
www.imrantravels.co.uk, E: imrantravels@hotmail.com
36/03-Cont...

বাংলাদেশ ব্যাংকে আগুনে ৮০ লাখ টাকার ক্ষতি

ঢাকা, ২৯ মার্চ : বাংলাদেশ ব্যাংকে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে ৮০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র শুভঙ্কর সাহা। তিনি জানান, যে স্থানে আগুন লেগেছিল সেখানে একটি ইলেট্রিক কেটলি পাওয়া গেছে।ভবিষ্যতে যাতে অফিসে এ ধরনের কেটলি ব্যবহার করা না হয় সে ব্যাপারে সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত তদন্ত কমিটি। শুভঙ্কর সাহা আরো জানান, আগুনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাগজপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

শাহজালাল বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় যৌথ সমীক্ষা করবে ঢাকা-লন্ডন

ঢাকা, ২৯ মার্চ : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নিরাপত্তার একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির বিষয়ে যৌথ সমীক্ষায় সম্মত হয়েছে ঢাকা ও লন্ডন। ওই অ্যাকশন প্ল্যান মোতাবেক নিরাপত্তা নিয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি এলেই ঢাকা থেকে সরাসরি লন্ডনগামী ফ্লাইটে কার্গো পরিবহনে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে পদক্ষেপ নেবে বৃটেন। বাংলাদেশ ও বৃটেনের মধ্যকার প্রথম স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ বা কৌশলগত সংলাপে এ সিদ্ধান্ত হয়। রাজধানীর রমনাস্থ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনা'য় অনুষ্ঠিত সংলাপে এভিয়েশন সিকিউরিটি, সন্ত্রাসবাদের অভিন্ন চ্যালেঞ্জ, বৃটেনের ভিসা নিয়ে ভোগান্তি-জটিলতা, বৃটেনে ইইউ'র আদলে বাংলাদেশি পণ্যের বিশেষ বাজার সুবিধা, দেশে বৃটিশ বিনিয়োগ বাড়ানো, বাংলাদেশের ওপর বড় বোঝা মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং বৃটেনে অবৈধ হয়ে পড়া বাংলাদেশিদের দ্রুত ফিরিয়ে আনাসহ দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সংলাপে বৃটেনের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সফররত বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী আন্ডার সেক্রেটারি স্যার সাইমন ম্যাকডোনাল্ড। আর বাংলাদেশ দলের নেতৃত্বে ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব এম শহিদুল হক। বৈঠক শেষে গণমাধ্যমে পাঠানো যৌথ ঘোষণায় সংলাপের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। এভিয়েশন সিকিউরিটির গুরুত্বের বিষয়টি আমলে নিয়ে যৌথ ঘোষণায় বলা হয়- হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদারে বাংলাদেশ ও বৃটেন আগামী দিনে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে বৃটেন বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়ার আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করে। এ বিষয়ে আরো কি কি পদক্ষেপ নেয়া জরুরি তা চিহ্নিত করতে এবং এ নিয়ে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরিতে জয়েন্ট অ্যাসেসমেন্ট বা যৌথ সমীক্ষার বিষয়ে সংলাপে দুই পক্ষ সম্মত হয়। ঘোষণায় স্পষ্ট করেই বলা হয়, দুই পক্ষের গৃহীত উদ্যোগ এবং প্রয়োজনীয় অগ্রগতি যখন আসবে তখনই ঢাকা থেকে সরাসরি লন্ডনগামী ফ্লাইটে কার্গো পরিবহনে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে পদক্ষেপ নেবে বৃটেন। সংলাপে সন্ত্রাসবাদের উৎস চিহ্নিত করতে বৈশ্বিক সহযোগিতা জরুরি বলে মনে করে দুই পক্ষই এ ক্ষেত্রে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকার সমুন্নত রাখার ওপর জোর দেয়। সংলাপে বাংলাদেশ ও বৃটেনে সংঘটিত সব সন্ত্রাসী আক্রমণের নিন্দা জানানো হয়। একই সঙ্গে দুই দেশের সব ভিকটিমের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। সংলাপে রোহিঙ্গা ইস্যুকে বাংলাদেশের ওপর দীর্ঘ দিনের বোঝা উল্লেখ করে বলা হয়, মিয়ানমারে এ সংকটের একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজতে বৃটেনের তরফে সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে। বাংলাদেশি নাগরিকদের বৃটেনের ভিসা পেতে হাই কোয়ালিটি ভিসা সার্ভিস চালুর বিষয়ে অবহিত করে বলা হয়, বাংলাদেশি ভিসা আবেদনকারীদের জন্য ৩-৫ দিনে ভিসা দেয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সংক্রান্ত প্রায়োরিটি ভিসা সার্ভিস প্রদানে সম্মত হয়েছে বৃটেন। বৃটেনে অবৈধ হয়ে পড়া বাংলাদেশিদের দ্রুত দেশে ফেরত আনার বিষয়ে বাংলাদেশ সম্মত হয়েছে বলে যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। এর আগে সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বৃটিশ ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসের ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসের প্রধান, পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি স্যার সাইমন ম্যাকডোনাল্ড। সেগুনবাগিচায় মন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে'র একটি চিঠি হস্তান্তর করেন তিনি। ওই বৈঠক শেষে এবং স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগের আগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে দুই দেশের ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসের প্রধানদ্বয়ের মধ্যে প্রতি বছর এমন ডায়ালগ আয়োজনের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। সেখানে যৌথ ব্রিফিংয়ে বৃটেনের কর্মকর্তা ম্যাকডোনাল্ড বলেন, 'অল্প আগে আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর লেখা চিঠিটি হস্তান্তর করেছি। ওই চিঠিতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বৃটেন ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এবং শক্তিশালী সম্পর্কের বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। দুই দেশের এ সম্পর্ক আগামী দিনে আরো ঘনিষ্ঠ করার বিষয়ে তিনি জোর দিয়েছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় রয়েছেন জানিয়ে ম্যাকডোনালড বলেন, আমরা কমনওয়েলথ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আশা করি ওই সম্মেলনের (সাইড লাইনে) দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকটি হবে। বাংলাদেশ ও বৃটেন- কমনওয়েলথের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ব্রেক্সিটের প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে বৃটেনের কর্মকর্তা বলেন, ২৯শে মার্চ আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইইউ ত্যাগের বিষয়টি জানাবো।

বিয়ানীবাজারে স্কুলছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু

সিলেট, ২৯ মার্চ : স্কুলছাত্রী রেহানা আক্তার ইভার মৃত্যু নিয়ে বিয়ানীবাজারে তোলপাড় চলছে। সে উপজেলার ঘুঙ্গাদিয়া-বড়দেশ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলাকালে তার মৃত্যু হয়। ইভার মৃত্যু নিয়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। তার পরিবারে চলছে শোকের আর্তনাদ। সহপাঠী ও শিক্ষকরা মুখ খুলছেন না। দশম শ্রেণির ছাত্রীদের উপস্থিতিও অনেক কমে গেছে।

জানা যায়, গত সোমবার বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ না নিলেও ইভা সকাল থেকে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। দুপুরের দিকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। এ সময় শিক্ষকরা তার বাড়িতে খবর পাঠান। খবর পেয়ে তার বড় ভাই আলী আহমদ ছুটে এসে তাকে বিয়ানীবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ইভাকে মৃত ঘোষণা করেন। সে ঘুঙ্গাদিয়া ফুলআলা গ্রামের ফখর উদ্দিনের মেয়ে। সোমবার রাতেই পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ফাতেমা খাতুন বলেন, 'এ সময় মেয়েদের শারীরিক কিছু সমস্যা থাকে। সেরকম কিছু হলে মেয়েরা ঘাবড়ে যায় এবং যন্ত্রণা অনুভব করে। বিষয়টি সেরকম কিছু বলে আমাদের ধারণা। তবে তার শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক মনে না হওয়ায় আমরা বাড়িতে খবর দেই।' তিনি বলেন, 'ইভা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ছুটি দেয়া হয়। কিন্তু কাউকে সঙ্গে না পেয়ে সে হয়তো একা যেতে ভরসা পায়নি।'

এলাকায় আবার জিনের আছরে তার মৃত্যু হয়েছে বলে গুজব রটেছে। বিদ্যালয়ের একটি অংশে নাকি জিনের বসবাস। এই অংশ দিয়ে কোন ছাত্রী হাঁটাচলা করতে নিষেধ রয়েছে- এমন তথ্যও জানান গ্রামবাসী অনেকে।

WESTMINSTER LAW CHAMBERS

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক
সুদীর্ঘ ২৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে আইনী সেবা দিয়ে আসছেন।

FOR FAST, FRIENDLY & PROFESSIONAL SERVICES

PROPERTY LAW
- ব্যবসা ও লীজ ক্রয় বিক্রয়
- বাড়িঘর ট্রান্সফার
- ল্যান্ডলর্ড ও টেন্যান্ট সমস্যা
- বাংলাদেশে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ

IMMIGRATION LAW
- ইমিগ্রেশন সমস্যা যত জটিল হোক না কেন
- সব ধরণের APPLICATIONS APPEALS, JUDICIAL REVIEW
- EU SETTLEMENT & CITIZENSHIP
- কাজে গ্রেফতার হলে জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা
- LITIGATION

FAMILY LAW
- ডিভোর্স, প্রপার্টি ও আর্থিক বিষয়
- বাচ্চাদের বিষয়
- ইসলামিক তালাক
- যেকোন ধরনের কেইস

BUSINESS LAW
- Company, Commercial, পার্টনারশীপ ও অন্যান্য Civil Cases
- Motoring & Other Criminal Cases
- সব ধরণের এফিডেভিড, পাওয়ার অব এটর্ণি ও Statutory Declarations

243A WHITECAPEL ROAD, LONDON, E1 1DB
TEL: 020 7247 8458
Email: info@westminsterchambers.com
www. westminsterchambers.com
Mobile: 077 1347 1905

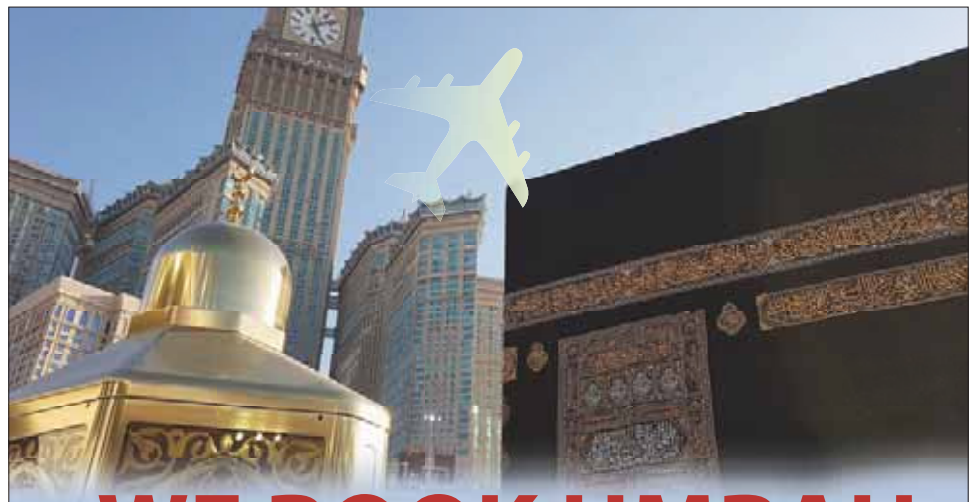

WE BOOK UMRAH FULL PACKAGE

TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA

TAKING BOOKINGS FOR UMRAH SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS
MONEY TRANSFER AND CARGO

388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP
0208 470 1155
zamzamtravelsuk@gmail.com

ইইউ'র ছয় দশক ও ব্রেক্সিট

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) প্রতিষ্ঠার ছয় দশক পূর্ণ হয়েছে শনিবার। ইউরোপের জন্য ঐতিহাসিক এই দিনটির স্মরণে ইতালির রাজধানী রোমে আয়োজিত অনানুষ্ঠানিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ সংহতি, শান্তি ও ঐক্যের উপরে গুরুত্বারোপ করেছেন। এই তিনের মধ্যে ইউরোপ মহাদেশের কল্যাণময় ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। এইদিকে, ইইউ দিবসে ইইউতে ব্রিটেনের থেকে যাওয়ার পক্ষে বড় ধরনের বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়েছে ব্রিটেনে। উল্লেখ্য, ব্রেক্সিটের বরাতে ইইউ হতে ব্রিটেনের বাইর হয়ে যাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা বুধবার শুরু হয়েছে।

এবারের 'রোম ঘোষণা' মতে, ইইউ-এর বদৌলতে ইউরোপের দেশগুলি একটি দৃঢ়-সমন্বিত মূল্যবোধ, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন, অর্থনৈতিক শক্তিমত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এমতাবস্থায় ইউরোপের মধ্যেই মহাদেশের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের ভবিষ্যৎ নিহিত আছে বলে মনে করছেন ইইউ নেতৃবৃন্দ। ইইউ নেতৃত্বের এবারের সমন্বিত বক্তব্য বিদ্বেষবাদী ও লোকরঞ্জনী জাতীয়তাবাদের তোড়ে ভেসে যেতে থাকা মহাদেশীয় উদারপন্থিদের মনোবল চাঙ্গা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি মার্চের মাঝামাঝিতে নেদারল্যান্ডসের নির্বাচনে বিদ্বেষবাদীদের পরাজয়ে মহাদেশজুড়ে গণতন্ত্রী শিবির কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রেক্সিটের সূচনা না হলেও, ইইউ-এর ছয় দশক পূর্তির অনুষ্ঠানে ব্রিটেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। ইইউ হতে ব্রিটেনের বাইর হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকেও এই পর্বে তেমন গুরুত্বের সাথে উত্থাপন করা হয়নি। কেবল ইতালির প্রধানমন্ত্রী পাওলো জেনতিলোনি ব্রেক্সিট তথা ব্রিটেনের ইইউ ত্যাগের সিদ্ধান্তকে অতীতকালের 'দ্বারবন্ধ জাতীয়তাবাদ' হিসাবে সমালোচনা করেছেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে আমন্ত্রণ না জানানো কিংবা জেনতিলোনির পর্যবেক্ষণকে ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দের ব্রিটেন বিষয়ক ভাবনার প্রতিফলন হিসাবে দেখাই সঙ্গত হবে। ব্রেক্সিটের আলাপ-আলোচনায় যে এতটুকু ছাড় দেওয়া হবে না, ইতোমধ্যেই প্রকাশ্যে ব্রিটেনকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ইইউ'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের দিনটিতে ব্রিটেনের নানা স্থানে ব্রেক্সিটবিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়েছে। ব্রেক্সিটবিরোধীরা ব্রেক্সিটকে ব্রিটেনের জন্য আত্মঘাতী এক সিদ্ধান্ত হিসাবে সবসময় সমালোচনা করে এলেও অর্থনৈতিক মন্দা ও অভিবাসনবিরোধীতা তীব্র হাওয়ার যুগে খুব একটা সুবিধা করতে পারছেন না।

উল্লেখ্য, ইইউ-এর ২০০৯ সালের লিসবন চুক্তির ৫০ নম্বর ধারার ব্যবহার ঘটিয়ে বুধবার ইইউ হতে ব্রিটেনকে বাইর করার তথা ব্রেক্সিটের সূচনা ঘটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। ব্রেক্সিটবিরোধীরা দিনটিকে 'কালো বুধবার' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে বাস্তবতা এই যে, কট্টর রক্ষণশীল ও অতি-উগ্র ইংলিশ জাতীয়তাবাদীরা গোটা ইউরোপ মহাদেশের সাথে মিলে-মিশে থাকার ব্যাপারে যে ধরনের ভীতি ও আপত্তিগুলি দীর্ঘদিন ধরে ছড়িয়ে আসছে সেগুলিই বর্তমানে ব্রিটিশ রাজনীতির বলতে গেলে মূলধারাতে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় ক্ষোভ-বিক্ষোভ যাই থাকুক না কেন, ব্রেক্সিটই হচ্ছে ব্রিটেনের পরিণতি। ডোনালড ট্রাম্পের 'কেবল আমেরিকা' নীতির কারণে পূর্বেকার মতো সকল বিষয়ে আমেরিকার সাহচর্য লাভের সুযোগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা এবং ইউরোপ ত্যাগ করে একাকী চলার নীতি নিয়ে ভবিষ্যতের ব্রিটেন কোনদিকে হাঁটে তাই এখন দেখার বিষয়।

সহজিয়া কড়চা

অবস্থা ও ব্যবস্থা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ থেকে ১১০ বছরেরও বেশি আগে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার শিরোনাম 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'। তাতে তিনি বলেছিলেন:

'আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, সুতরাং উত্তেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা আমি মনে করি না। বসন্তকালের ঝড়ে যখন রাশি রাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে তখন সে বোলগুলি কেবলই মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেমনি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজস্র বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।'

সেকালে উপদেশের বোল ছড়াতেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ঠাকুর মহাশয় নিজেও খুব বিনয়ের সঙ্গে ওই রচনায় যথেষ্ট উপদেশ উপস্থাপন করেছেন। এখন নানা রকম মিডিয়ার যুগ। টেলিভিশন টক শোতে এবং সংবাদপত্রের উপসম্পাদকীয় কলামে প্রতিদিন অজস্র উপদেশ বর্ষিত হয়ে থাকে। কলাম রচয়িতার সব উপদেশ যদি সরকার বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে সরকারের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তারপরও উপদেশ দেওয়া বন্ধ থাকবে না। উপদেশ দেওয়া বন্ধ হওয়াও উচিত নয়। উপদেশ আছে বলেই জগৎ-সংসার আজও চলছে এবং কিছু লোক বাধ্য হয়ে উপদেশ শুনছে বলেই পৃথিবীটা বসবাসযোগ্য আছে।

আজ বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে তার জনগণের উদ্বেগের অন্ত নেই। মা-বাবা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে উদ্বেগে থাকেন। কেউ কর্মস্থলে গেলে বাড়ির লোক উদ্বেগে থাকে, যতক্ষণ না ঘরে সে ফিরে আসে। মসজিদ, মন্দির, বিহার, গির্জায় যাচ্ছে মানুষ ভয়ে ভয়ে। সুপারমার্কেটে ঢোকার সময় মানুষ দেখে নেয় বেরোনোর দরজা কোন দিকে। বিয়ের বরযাত্রী অথবা বউভাতের অনুষ্ঠানে ভয়, সভা-সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা বাদই দিলাম। যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠান এবং মাওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভায় বোমা হামলার পর থেকে সভা-সমাবেশ আর নিরাপদ মনে করে না কেউ। তারপর একুশে আগস্ট শেখ হাসিনার সভায় যে নারকীয়তা ঘটে যায়, তারপরও যে মানুষ জনসভায় আজও যায়, তাতে বোঝা যায় বাঙালির সাহস শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু বছরখানেক

যাবৎ সন্ত্রাসের যেসব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, তাতে শুধু উদ্বেগ নয়, আতঙ্কগ্রস্ত আজ সমগ্র জাতি। এখন এই অবস্থার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে বাংলাদেশ বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। বলতে গেলে আংশিক অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছেও।

গত চার দশকে বাংলাদেশের দৃষ্টিগ্রাহ্য আর্থসামাজিক উন্নতি হয়েছে। সে জন্য সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। ৪০ বছর আগে সকালের দিকে গ্রামের পথে দেখা যেত কিছু বালক হাফপ্যান্ট বা ময়লা পায়জামা-শার্ট পরে স্কুলে যাচ্ছে, তাদের বই-খাতা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেই স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে দেখা যেত একজন কি দুজন বালিকা। আজ কোনো প্রত্যন্ত পল্লিতে গেলে দেখা যায়, শত শত ছেলেমেয়ে একসঙ্গে কোলাহল করতে করতে স্কুলে যাচ্ছে। তাদের গায়ের কাপড় ময়লা বা ছেঁড়া-ফাটা নয়। পরিষ্কার স্কুলের পোশাক। বই-খাতা মায়ের শাড়ির ছেঁড়া পাড় বা দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়। প্রায় সবারই পিঠে রেক্সিনের স্কুলব্যাগ। আমি সম্প্রতি সীমান্ত এলাকার দূরবর্তী গ্রামে গিয়েও এই দৃশ্য দেখেছি। বুকটা ভরে যায়। চোখে পানি আসে, যখন দেখি দরিদ্র পরিবারের বাচ্চা মেয়েদের স্কুলে গিয়ে পড়ার আগ্রহ।

সেটা গেল একদিক। অন্যদিকে শিল্প অঞ্চলগুলোতে সকাল সাড়ে সাতটা বা রাত সাড়ে আটটা থেকে ১১টা পর্যন্ত যে দৃশ্য দেখা যায়, সে দৃশ্য বেগম রোকেয়ার সুলতানা স্বপ্নেও দেখতে পাননি। এমনকি মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট পর্যন্ত হতবাক হয়ে যেতেন আমাদের তৈরি পোশাকশিল্পসহ বিভিন্ন কলকারখানায় নারীর অংশগ্রহণ দেখে। তাঁরা অবদান রাখছেন নারী প্রগতিতে এবং অর্থনীতিতে। কিন্তু প্রগতিকামী নারীদের প্রধান শত্রু ধর্মীয় মৌলবাদ এবং দ্বিতীয় শত্রু বখাটে-লম্পট পুরুষ। মৌলবাদ ও বখাটেপনাকে হেদায়েত একমাত্র কোনো প্রগতিশীল রাষ্ট্রই করতে পারে। তবে সামাজিক চাপেরও খুব বেশি প্রয়োজন।

বহুদিনের চেষ্টায় এই যে সামাজিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জিত হয়েছে, তা তো শেষ হয়ে যাবে, যদি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ আরও ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কের মধ্যে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। সন্ত্রাসবাদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমান্তরালভাবে চলতে পারে না।

আজ পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যে উন্নতি, যার ফল ভোগ করছি আমরা উন্নয়নশীল দেশের মানুষ, যারা বিজ্ঞানে বিশেষ কোনো অবদান রাখিনি, সে জন্য পশ্চিমের অবদান ৯৫ শতাংশ। সেখানকার উঁচু মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থার অবদান ১০০ শতাংশ। কিন্তু সেই পশ্চিমই পৃথিবীতে এমন কিছু রোগ ছড়িয়েছে, যার দ্বারা আজ আমরা আক্রান্ত। তারাও আক্রান্ত। তফাত হলো তারা অন্যায় করে আক্রান্ত, আর আমরা দোষ না করে আক্রান্ত। পুরো পৃথিবীই আজ জঙ্গিবাদ দ্বারা আক্রান্ত। এখন সেই রোগের প্রতিষেধক কী? আমাদের বাঁচার জন্য প্রতিষেধক আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। প্রতিষেধকের জন্য পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না।

> সমাজকে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদমুক্ত করা না গেলে আর্থসামাজিক উন্নতির গতি থেমে যাবে। বিশেষ করে, নারী প্রগতি থেমে যাবে। সেটা এই যুগে খুব বড় ক্ষতি। ভবিষ্যৎ হবে তমসাচ্ছন্ন। যে মেয়ে আজ মাধ্যমিক পাস করল, তার মেয়ে বা ছেলেকে সে অন্তত বিএ, বিএসসি, বিকম পাস করানোর স্বপ্ন দেখবে। মেয়েদের উন্নতির পথে যেসব বাধা আছে, তা অপসারণের ব্যবস্থা করলে তারা নির্বিঘ্নে নিজেরাই পথ চলতে পারবে। সমাজ থেকে সন্ত্রাসবাদী ভয় দূর করার দায়িত্ব সরকারের।

সেই প্রতিষেধক হলো প্রাচ্যের নৈতিকতা। প্রাচ্যের নৈতিকতার উৎস এশিয়ার প্রবর্তিত ধর্মগুলো ও সামাজিক আচার ও রীতিনীতি। অহিংসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা–এসব হলো আমাদের প্রাচ্যের নৈতিক বৈশিষ্ট্য। হাজার হাজার বছর আগে, এমনকি সেই ঋগ্‌বেদেরও আগে, ঋক্‌, সাম প্রভৃতি পবিত্র বেদে যে অনর্ঘ বাণী উচ্চারিত হয়েছে, বস্তুত তা সেকালের মুনি-ঋষিদের মুখনিঃসৃত। তার অর্থ সেই ধরনের মহাজ্ঞানী মানুষ এই উপমহাদেশে চার-পাঁচ হাজার বছর আগেও ছিলেন।

যে ভূখণ্ডে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে মহাজ্ঞানী মানুষ ছিলেন, সেখানকার মানুষের নৈতিকতার তুলনা পশ্চিমের কোনো দেশে নেই। আজ আমাদের এতটা নৈতিক অধঃপতন হবে কেন? আর্থসামাজিক উন্নয়ন আর সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদ ও নৈতিক অধঃপতন একসঙ্গে চলতে পারে না। এর যেকোনো একটা জয়লাভ করবে।

সমাজকে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদমুক্ত করা না গেলে আর্থসামাজিক উন্নতির গতি থেমে যাবে। বিশেষ করে, নারী প্রগতি থেমে যাবে। সেটা এই যুগে খুব বড় ক্ষতি। ভবিষ্যৎ হবে তমসাচ্ছন্ন। যে মেয়ে আজ মাধ্যমিক পাস করল, তার মেয়ে বা ছেলেকে সে অন্তত বিএ, বিএসসি, বিকম পাস করানোর স্বপ্ন দেখবে। মেয়েদের উন্নতির পথে যেসব বাধা আছে, তা অপসারণের ব্যবস্থা করলে তারা নির্বিঘ্নে নিজেরাই পথ চলতে পারবে। সমাজ থেকে সন্ত্রাসবাদী ভয় দূর করার দায়িত্ব সরকারের। কখনো সেটা করতে গেলে লাঠির সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন হবে, কিন্তু লাঠিই সব সমস্যার সমাধান নয়। রাষ্ট্রে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও সমাজে উচ্চতর নৈতিক মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সবকিছু সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। নৈতিকতা একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় নয়। জঙ্গিবাদের পথে যারা গেছে তারা ব্যক্তিগতভাবে গেছে, পারিবারিকভাবে যায়নি। একই পরিবারের সব সদস্য একসঙ্গে সৎ হবেন বা একটি সরকারি প্রশাসন বিশেষ একটি দিন বা সপ্তাহ থেকে দুর্নীতিমুক্ত হবে, তা অবিশ্বাস্য। সৎ ও নীতিমান হওয়ার জন্য বংশগত ও জন্মগত স্বভাবের ভূমিকা আছে বটে, তবে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত খুব বড় ব্যাপার।

আজ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের যে প্রকোপ দেখা দিয়েছে, এর জন্য প্রধানত বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর নেতারা দায়ী। তাঁদের পাপের বোঝা বইতে হচ্ছে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষকে। কোথাকার আলাই-বালাই আজ আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

দুর্নীতির কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। তার সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী তৎপরতা। অপচয়, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস কমাতে পারলে আর্থসামাজিক অগ্রগতি এখন যা হয়েছে, তার চারগুণ হতো। শান্তিপূর্ণ সমাজে মানুষকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিলে সরকারের ওপর চাপ কমে। মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে থাকতে বাধ্য করলে তারা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য বোঝা। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যৎ। অতীতের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে প্রয়োজনমতো গড়ে তোলা সম্ভব।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।

SPECTRUM BANGLA RADIO

23RD ANNIVERSARY CELEBRATION '17

স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও

বিশেষ অনুষ্ঠান ৯ই এপ্রিল '১৭

MISBAH NAHIDA PRODUCTIONS
SPECTRUM BANGLA RADIO
On 558 am or www.spectrumradio.net
Contact: +447957124487
Email: misbahjamal39@yahoo.co.uk

মিছবাহ নাহিদা প্রডাকশন্স যা সানরাইজ রেডিও বাংলা প্রোগ্রাম (১৯৯৪-২০০৯) বর্তমানে স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও অনুষ্ঠান ২০১০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর ধরে যুক্তরাজ্যে বাঙালী কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানগুলো সফল করতে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। তাদের সকলকে আমাদের রেডিও'র পরিবারের পক্ষ থেকে অফুরন্ত শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নিম্নে অনেকের নাম ও শুভেচ্ছা দেয়া হলো। সময়াভাবে অনেকের সাথে যোগাযোগ করা যায়নি তাই দুঃখিত। কিন্তু আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি যোগাযোগের। যদি কারও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে পারিনি আশা করি ক্ষমা সুন্দরভাবে দেখে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন।

Spectrum Radio Network Director Mr John Ogden and Spectrum Radio operation Head Mr Paul Miller স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র ২৩ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করছেন।

স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র ২৩ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির সভায় উপস্থিত হয়েছেন জনাব নজরুল ইসলাম বাসন, জনাব এম এ মতিন, জনাব তসলিম আহমদ ও জনাব মিছবাহ্ জামাল।

১৯৯৬ সাল থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করে আসছে। তার পাশাপাশি হিলসাইড ট্রাভেল্স-এর জনাব হেলাল খান। ছবিতে বিমান ইউকে ও আয়ারল্যান্ডের ম্যানেজার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, হেলাল খান ও মিছবাহ জামাল।

বিসিএ ক্যাটারার্স-এর নেতা ও উইটন স্পাইস অফ ইন্ডিয়া রেষ্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মুজিবুর রহমান জুনুর সাথে মিছবাহ জামাল।

মিছবাহ্ জামালের সাথে জেএমজি এয়ার কার্গোর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও বিবিসিসি-এর ডাইরেক্টর জনাব মনির আহমদ এবং ফয়সল ভিসা সার্ভিস ও ট্রাভেল্স-এর ডাইরেক্টর জনাব সৈয়দ ফয়সল আহমদ স্পেস্ট্রাম বাংলা রেডিও'র ২৩ বছরপূর্তীতে জানিয়েছেন অফুরন্ত শুভেচ্ছা।

মিছবাহ্ জামালের সাথে বিখ্যাত 'বাংলা টাউন ক্যাশ এন্ড ক্যারি'র চেয়ারম্যান, বাংলাদেশী বিজনেস ইম্পোর্ট এসোসিয়েশন চেয়ারম্যান, এনআরবি ব্যাংক ডাইরেক্টর জনাব রফিক হায়দার বিগত ২০ বছর ধরে রেডিওকে ভালোবেসে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছেন এবং সাথে আছেন।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) ড. এ মালিক, মিসেস আশরাফুননেছা মালিক এবং ছবিতে মধ্যখানে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট-এর পাবলিসিটি সেক্রেটারী এবং স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র ব্যুরো চীফ জনাব আবু তালেব মুরাদ।

মিছবাহ্ জামালের সাথে বিগত ১৬ বছর ধরে যিনি আমাদের রেডিও প্রোগ্রামকে ভালোবেসে সহযোগিতা করে আসছেন তিনি 'প্রাইড অফ এশিয়া' ও 'ম্যাফেয়ার ভেন্যু'র ডাইরেক্টর জনাব ওয়াজিদ হাসান সেলিম স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র ২৩ বছরপূর্তির সফলতা কামনা করছেন।

মিছবাহ্ জামালের সাথে বিবিসিসি-এর ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব এ মুমিন এবং সাংবাদিক গোলাম সরওয়ার প্রোগ্রামের সফলতা কামনা করছেন।

মিছবাহ্ জামালের সাথে বারাকা রেষ্টুরেন্টে'র জনাব ইসলাম উদ্দিন ও জনাব কালাম স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র সর্বাত্মক সফলতা ও শুভ কামনা জানিয়েছেন।

মিছবাহ্ জামালের সাথে স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র ২৩ বছর পূর্তিতে সফলতা ও শুভ কামনা জানিয়েছেন ওয়াটারস্টোন সলিসিটর-এর পক্ষে সলিসিটর জনাব শাহ মিসবাহ্-উর রহমান।

মিছবাহ্ জামালের সাথে হোসেন ট্রাভেল্স্-এর ডাইরেক্টর জনাব সমছুল হোসেইন রেডিও প্রোগ্রামের সফলতা কামনা করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মিছবাহ্ জামালের সাথে রেডিও প্রোগ্রামের ঐকান্তিক সফলতা ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন- বিয়ানীবাজার ক্যাপার হাসপাতালের সিইও, টাওয়ার তান্দুরী রেষ্টুরেন্টের সত্ত্বাধিকারী জনাব শাব উদ্দিন।

মিছবাহ্ জামালের সাথে স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র বিশেষ সহযোগি, বিলেতে আশির দশকের অন্যতম গীতিকার, সাংবাদিক, কবি আবদুল মুখতার মুকিত রেডিও প্রোগ্রামের ২৩ বছরপূর্তির সফলতা কামনা করছেন।

স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র জন্ম লগ্ন এবং কেউ কেউ দীর্ঘদিন থেকে সহযোগিতা ও সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন তাদের কয়েকজন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আগত প্রগ্রামের সফলতা কামনা করছেন। তারা হলেন-প্রেস্টিজ অটো গ্রুপ ও চ্যানেল এস'র ফাউন্ডার জনাব মাহি ফেরদৌস জলিল, কুশিয়ারা গ্রুপের জনাব হারুন মিয়া, ইউরো ফুড-এর জনাব সেলিম হোসেন এমবিই ও জনাব শাহাব আহমদ বাচ্চু, জনাব সুহেল চৌধুরী, এওয়ান ডাবল গ্ল্যাজিং-এর জনাব এ হাকিম হেলাল, শিরিনস্ তান্দুরী'র জনাব মাহবুব আহমদ চৌধুরী ও জনাব ইকবাল আহমদ চৌধুরী, সাবেরা বেকারী'র জনাব ম্যানগেরা, দেশ সুইট্স-এর জনাব রিজভী, হান্স্লো মাছ বাজার-এর জনাব এ খালিকসহ আরো অগণিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান।

স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র ২৩ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করেছেন- কিংডম সলিসিটরের প্রিন্সিপাল সলিসিটর ও সাপ্তাহিক বাংলাপোষ্ট সম্পাদক জনাব ব্যারিষ্টার তারেক চৌধুরী সাথে মিছবাহ্ জামাল।

ছবিতে মিছবাহ্ জামালের সাথে ইষ্ট লন্ডনের কার্গো প্রতিষ্ঠান 'ইষ্ট এন্ড লজিস্টিক' ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব দেওয়ান সৈয়দ আবদুল রব স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র ২৩ বছরপূর্তির সফলতা কামনা করছেন।

Date: Sunday 9th April 2017. **Time:** 7pm
Venue: *Brady Arts Centre, 192-196 Hanbury St, London E1 5HU*
Guests from Speakers, Mayors and Bangla Media personalities from Print and Electronic Media in UK.
Special guests: celebrity presenter, ***Mr Ravi Sharma*** (Lyca and Dilse Radio and previously Sunrise Radio/TV)

You are cordially invited to attend this special event.
Please let me know to confirm your attendance.

Many thanks,
Misbah Jamal
(Director) **07957124487**
Shaeka Misbah
(Director)

M.A.Matin (Chairman)
Tufael Ahmed (patron)
Hussain Ahmed (patron)
Shamim Ahmed (patron)
Helal Chowdhury (patron)
Mujibur Rahman junue (patron)
A Khalique Miah (patron)

স্বাধীনতা দিবসে সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়

ঢাকা, ২৭ মার্চ : সমৃদ্ধ দেশ গড়ার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পালিত হলো মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ৪৬তম বার্ষিকী। স্বাধীনতার এ দিনে জাতি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর সেনানীদের। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভোরে সূর্য ওঠার আগে থেকেই লাল সবুজের পতাকা আর ফুল নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আসা বিভিন্ন বয়সী ও শ্রেণি-পেশার মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই জনস্রোতও বাড়তে থাকে। জাতীয় স্মৃতিসৌধের শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও শহীদদের স্মরণ করেন সর্বস্তরের মানুষ। একই সঙ্গে সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হয় জঙ্গিবাদমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়।

২৬ মার্চ ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। ভোর ৬টায় সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ জাতীয় বীরদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ ও পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সশস্ত্রবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল এ সময় রাষ্ট্রীয় সালাম জানায়। একই সঙ্গে বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর। শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, বিচারপতি, তিন বাহিনীর প্রধানসহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী স্মৃতিসৌধ ত্যাগ করার পর মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, বিদেশি কূটনীতিকসহ সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব শুরু হয়।

সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বিএনপিকে জঙ্গিবাদের প্রধান 'পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, বিএনপি জঙ্গিদের মদত দিচ্ছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তা না হলে জঙ্গিদের এতটা আশকারা পাওয়ার কথা ছিল না। সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, আসুন সাম্প্রদায়িক অপশক্তি, স্বাধীনতার শত্রু এদের প্রতিরোধ ও পরাজিত করি। সকাল সাড়ে ৯টায় জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ শীর্ষ নেতাদের মধ্যে আবদুল মঈন খান, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, রুহুল কবির রিজভী, আমানউল্লাহ আমান, খায়রুল কবির খোকন এ সময় খালেদা জিয়ার সঙ্গে ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের বলেন, যে জন্য আমরা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলাম, মানুষের সেই স্বাধীনতা ও ভোটের অধিকার আজ নেই। তিনি বলেন, আমরা শুরু থেকেই বলে আসছিলাম এ সমস্যাটি একটি জাতীয় সমস্যা। এটিকে মোকাবিলা করতে হলে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, সাধারণ মানুষের কথা বলা, পাকিস্তানিরা যেভাবে গণতন্ত্র কেড়ে নিয়েছিল, সেভাবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও তা কেড়ে নিয়েছে। মানুষের জীবন আজ দুর্বিষহ। তিনি বলেন, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র রক্ষায় যে অন্তর্নিহিত শক্তি নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামকে সেই অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়েই এগিয়ে নিয়ে যাবো। পর্যায়ক্রমে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় জাতীয় পার্টি, জাসদ, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ, সাম্যবাদী দল, গণতন্ত্রী পার্টি, গণফোরাম, বাংলাদেশ জনসেবা পার্টি (বাজপা), ছাত্রলীগ, যুবলীগ, যুবদল, ছাত্রদল, যুব ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাসাস, মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকেও স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিকে দিবসটি উপলক্ষে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে নেয়া হয় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। স্মৃতিসৌধ এলাকা ও এর আশপাশে বসানো হয় সিসিটিভি ক্যামেরা ও আর্চওয়ে। এছাড়া রাজধানীসহ সারা দেশেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

এদিকে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সকালে দলের পক্ষ থেকে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ সময় বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে ও তার আশপাশের সড়কগুলোতে দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এক উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল ৭টায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির সামনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় সেনাবাহিনীর একটি সুসজ্জিত চৌকস দল অভিবাদন জানায়। পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলীয় নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন শেখ হাসিনা। এ সময় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদসহ দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, সাহারা খাতুন, আব্দুল মান্নান খান, আবদুর রাজ্জাক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ, জাহাঙ্গীর কবির নানক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমীন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ উপলক্ষে গতকাল ভোর ৬টা থেকেই বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন এবং বিভিন্ন বয়সী শ্রেণি-পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধু ভবনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সড়কে জমায়েত হতে থাকেন। এ সময় বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে উপস্থিত হাজারো জনতার 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে পুরো এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ওই এলাকা চলে যাওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তর ও দক্ষিণ, আওয়ামী যুবলীগ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, যুব মহিলা লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, তাঁতী লীগ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটসহ বিভিন্ন সংগঠনের সংগঠনের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। জাতীয় এ দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বেসরকারি স্থাপনাসহ নগরীর প্রধান প্রধান সড়কগুলো সাজানো হয় আলোকসজ্জাসহ মনোরম সাজে। একই সঙ্গে ওড়ানো হয় জাতীয় পতাকা। এ ছাড়া সারা দেশের জেলা, উপজেলাগুলোতেও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি মনোরম সাজে সাজানো হয়। এ উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে সারা দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে রাজধানীসহ সারা দেশে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসেও নানা কর্মসূচি পালিত হয়। এদিকে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভা আজ বিকাল সাড়ে তিনটায় রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

BENGALI FEMALE DRIVING INSTRUCTOR

- DOOR TO DOOR SERVICE
- ONLY FOR WOMENS
- STUDENT DISCOUNT AVAILABLE
- WE COVER TOWER HAMLETS ONLY
- FULLY QUALIFIED DSA APPROVED DRIVING INSTRUCTOR

PHONE: 07985 597 721

36-cont..

Plumber 24/7

Bathroom & Kitchen installation specialist

- Washing Machine No Fix No Fee, ■ All types of Boiler Repairs, ■ BTaps, Tanks, Cylinders, over flows ■ Drain blockages, ■ Washing Machine, Freeze, Cooker, Freezer ■ Electric, Plumbing, Heating, Gass Safty Checks

Mobile- 07957 148 101

Local engineer for you

feast & Mishti

RESTAURANT & SWEETMEAT

ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান

বাফেট

£8.99

৩০+ আইটেম

গরম গরম ...

সকালের নাস্তায় পরোটা

বিকেলে জিলাপি, হালিম, চানা-পিয়াজু ...

Buffet 30+ Dishes £7.99

৪০ জনের প্রাইভেট রুমসহ ১৩০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112

245-247, Whitechapel Road
London E1 1DB

WiFi ZONE

MasterCard VISA DELTA Major cards accepted.

বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকে'র উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকে'র উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৬ মার্চ রোববার পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডের একটি হলে সংগঠনের সভাপতি কেএম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি বদরুজ্জামান বাবুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতা আলহাজ জিলল্লল হক, সাবেক মেয়র আব্দুল আজিজ সরদার ও বিশিষ্ট লেখক রায়হান আহমদ তফাদার।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হাজী কলা মিয়া, হাজী ফারুক মিয়া, শিহাবুজ্জামান কামাল, সৈয়দ জহুরুল হক, শাহ এনায়েত করিম, নুরুজ্জামান শাহিন, আমিনুর রশিদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন এবং সকল শহীদকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

শেষে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এক বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল মালিক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্রিট-বাংলা এসোসিয়েশন স্যোশাল এন্ড কালচারাল ক্লাবের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

এসেক্সের সাউথএন্ডে নবগঠিত বাংলাদেশী সংগঠন ব্রিটবাংলা এসোসিয়েশন স্যোশাল এন্ড কালচারাল ক্লাবের উদ্যোগে পালিত হলো বাংলাদেশের ৪৬তম মহান স্বাধীনতা দিবস।

গত ২৭ মার্চ সোমবার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মঈনুল হোসেন। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নেওয়ার আলী এবং খায়রুল ইসলাম সুজন ও বদরুল ইসলাম কামালীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতা ইলিয়াস মিয়া কামালী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সামছু মিয়া লয়লুছ, সৈয়দ ওয়াহিদুল হাসান, শেখ আব্দুল খালিক, সংগঠনের সহ সভাপতি আব্দুল বশর, সৈয়দ আজাদ আলী ও নূর মোহাম্মদ প্রমূখ।

সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত সকল শহীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত সকল শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান ও বিদেশী বন্ধুদের স্মরণ করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে বিলেতের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য বিএনপি সাসেক্স শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

যুক্তরাজ্য বিএনপি সাসেক্স শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন পেয়েছে। বিএনপি যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি এমএ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ও ৯ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন।

গত ২৩ মার্চ বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ স্বাক্ষরিত ও গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন- সভাপতি আলহাজ্ব তফোজ্জল হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি, আব্দুল আহাদ, আব্দুল মানিক, আব্দুল মন্নান বশির, মিলিক চৌধুরী, তাহের উদ্দিন আজিজ, নুরুল ইসলাম, সুহেবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শামিম আহমেদ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান খান, জিল্লুর রহমান আতর আলী, এ এম কয়েস, সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম, আনসার আলী, জাকারিয়া আহমেদ, আব্দুল জলিল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াহিদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, আব্দুল বসর, মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষবদিউল আলম, সহ-কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন খান, দপ্তর সম্পাদক আবুল কয়েস মাসুম, সহ-দপ্তর সম্পাদক, শাহ এমু রহমান, প্রচার সম্পাদক মিলাদ হোসাইন চৌধুরী, সহ-প্রচার সম্পাদক মুরাদ আহমেদ, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আহমেদ, যুব বিষয়ক সম্পাদক তারেক আহমেদ, সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক কবির আহমেদ হুমায়ূন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আলম আহমেদ সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ফজলুর রহমান, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক, আব্দুল মুহিত নুর, সহ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক কুটি মিয়া, পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক, ইসমাইল হোসেন নানু, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক তাজুদ ইসলাম, প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মির্জা শাহিন বেগ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল আলিম হান্নান, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক শাহেদ জামান, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক গোলাম রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য শফিকুল ইসলাম, আকবর আলী, বখতিয়ার খান, মুহিবুর রহমান, আবু তৈয়ব আহমেদ, নাসির মিয়া, মনির মিয়া, আমিন উল্লাহ, মোঃ আবুল কাহার, আবুল খায়ের, আসাদুজ্জামান, আজাদ আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে জুনুন, গোলাম আম্বিয়া চৌধুরী, নুর উল্লাহ, মারুফ আহমেদ পাঠান, মোস্তাক মিয়া, মোতাহার আলতাফ খান, দবির মিয়া ও মইন মিয়া।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন- প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব রফিক মিয়া, উপদেষ্টা জামাল আহমেদ, মাতাব মিয়া, রফিক মিয়া, আব্দুর নুর, শফিক উদ্দিন, বশির মিয়া, হান্নান আহমেদ, রোকন আহমেদ চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লিভারপুর মার্সিসাইড বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

ফখরুল আলম, বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাজ্য বিএনপি লিভারপুর মার্সিসাইড শাখার পুর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন পেয়েছে। সৈয়দ বেলাল উদ্দিন আহমেদকে সভাপতি, আবুল হাসিম ভূইঁয়া কামালকে সম্পাদক ও আব্দুল হককে সাংগঠনিক সম্পাদক করে যুক্তরাজ্য বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সভাপতি এম,এ মালেক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ ৫১ সদস্য বিশিষ্ট এ কার্যকরী কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যে বিএনপি নেতা নাজমুল হাসান জাহিদ, বদরুজ্জামান, সেলিম আহমেদ, আবুল হোসেন, হাবিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন, শাহ জাহান, ফখরুল আলম, উমর আলী, জিল্লুল করিম, সোনাফর আলী, রাশেদ আহমেদ প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্য'র উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্য'র উদ্যোগে ৪৬তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৭ মার্চ সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় পূর্ব লন্ডনের ৮২-৮৮ মাইলঅ্যান্ড রোডস্থ ব্লুমুন সেন্টারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি লেখক-গবেষক ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন বুলবুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার শুরুতেই ছিল সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত। এরপর স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ এবং সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবনের সামনে ও সিলেটের শিববাড়িতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ সময় সংগঠনের সহ-সভাপতি কবি মুজিবুল হক মনি রচনা ও পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জারিগান।

আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক আবু মুসা হাসান এবং টাওয়ার হ্যামলেট্স কাউন্সিলের প্রথম (স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত) বাঙালি কাউন্সিলর লেখক-অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল হক।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি লেখক-সাংবাদিক ইসহাক কাজল, সংগঠনের নির্বাহী সদস্য ও সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি ছড়াকার দিলু নাসের।

সভায় বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি পেয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা। সেদিনই নির্ধারিত হয়ে যায় বাঙালির ভাগ্য। পাকিস্তানী শাসন-শোষণের শৃঙ্খলমুক্তির পথ খুঁজে পায় বাঙালি জাতি। তারপর সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, ত্রিশলাখ বীর বাঙালি ও দুই লাখ মা-বানের উজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত হয় দেশের স্বাধীনতা। আমাদের শ্রেষ্ট অর্জন স্বাধীনতার পর নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বিগত ছেচল্লিশ বছরে আমরা, আমাদের দেশকে বিভিন্নক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে। বর্তমান বিশ্বের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অনুকরণযোগ্য। আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছি।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক স্বরচিত করিতা পাঠ ও আবৃতি। কবি ইকবাল হোসেন বুলবুল, স্মৃতি আজাদ ও শতরূপা অন্যার যৌথ পরিচালনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি আতাউর রহমান মিলাদ, আহমদ ময়েজ, মুজিবুল হক মনি, দিলু নাসের, আবু মকসুদ, কাজল রশীদ, সাগুফতা শারমীন তানিয়া, শামীম শাহান, রেজুয়ান মারুফ, হেলাল সাইফ, কাইয়ুম আব্দুল্লাহ, একেএম আব্দুল্লাহ, এম মোসাইদ খান, আরাফাত তানিম, সুফিয়া নুরুজ, মোহাম্মদ মুহিদ, মোহাম্মদ ইকবাল, মোহাম্মদ জাকারিয়া, ব্রজেন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, শাহ সোহেল আমিন, শামসুল ইসলাম প্রমুখ।

কবিতা আবৃতিতে অংশগ্রহণ করেন মুনিরা পারভিন, দিলু নাসের, মিসবাহ জামাল, রেজুয়ান মারুফ, শতরূপা চৌধুরী অন্যা, স্মৃতি আজাদ, নজরুল ইসলাম অকিব, কানিজ তানিয়া, মিসবাহ জামাল ও তালুকদার রায়হান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শতরূপা চৌধুরী অন্যা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধ আমান উদ্দিন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান, বাংরা টিভির সিইও কবি মিলটন রহমান, কাউন্সিলর মোহাম্মদ আব্দুশ শহীদ, সাংবাদিক আনসার আহমদ উল্লাহ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিষদের প্রচার সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান, নির্বাহী সদস্য নুরুল ইসলাম, মোস্তফা কামাল, সৈয়দ এনামুল ইসলাম, জামাল খান, নিঝুম মজুমদার, অজন্তা দেব রায়, আব্দুল বাসির, অনলাইন পত্রিকা শীর্ষবিন্দু নিউজের সম্পাদক সুমন আহমদ, মিঠু আজাদ, ফাতেমা নার্গিস, মুজাহিদ আলী, কয়সর উদ্দিন জালাল, মোহাম্মদ বাসার প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মূলধারার রাজনীতি ও কমিউনিটি সেবায় অবদানের স্বীকৃতি

ব্রেন্ট কাউন্সিলের সম্মাননা পেলেন গয়াস-মিনা দম্পতি

মূলধারার রাজনীতি ও কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদান রাখায় ব্রেন্ট কাউন্সিলের মেয়র পারভেজ আহমদ কর্তৃক বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন গত সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভ দলীয় এমপি প্রার্থী, উইম্যান নেটওয়ার্কের প্রেসিডেন্ট মিনা রহমান এবং তাঁর স্বামী রাজনীতিক গয়াসুর রহমান গয়াস।

ব্রেন্ট কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমেদ গত ২৬ মার্চ রোববার দুপুরে মেয়র পার্লারে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অন্যান্য সম্মাননা প্রাপ্তদের সাথে মিনা রহমান ও গয়াসুর রহমানের হাতে এই সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

সম্মাননা গ্রহণ করে এক প্রতিক্রিয়ায় মিনা রহমান বলেন, এই সম্মান আমার একার নয়, আমাদের সবার। তিনি এই সম্মাননা স্মারক তাঁর নির্বাচনী এলাকার জনগণকে উৎসর্গ করে বলেন, কমিউনিটির কাজ করতে গিয়ে আমি আমার এলাকার জনগণের সহায়তা পেয়েছি বলেই আজ এ সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি। তিনি তাকে এই সম্মাননা দেওয়ায় ব্রেন্ট মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমেদকে ধন্যবাদ জানান।

গয়াসুর রহমান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এমন সম্মাননা প্রাপ্তি আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। বিগত দিনে কমিউনিটির সুখ-দুঃখে যেমন পাশে থেকেছি, এখন আরও বেশি করে থাকতে হবে, এই সম্মাননা এমন বার্তা নিয়েই আমার কাছে এসেছে বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

KUSHIARA

Travels ● Cargo ● Money Transfer ● Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER
No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

সুখবর সুখবর সুখবর

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলীম ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate

ব্যবস্থাপনায়- মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে

CHARITY COMMISSION
Charity No. 1125118

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

চেয়ারম্যান- মদীনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল - জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, নয়া নম্বহাটি- ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।
(সাবেক) ইমাম ও খতীব - লাইম হাইস জামে মসজিদ, লন্ডন

ফোন: 07533 412 951, Email: shamsul1977@hotmail.co.uk
170 Cannon Street, London E1 2LH M: 07949872154

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

St> is-50-07

লন্ডন ইক্বরা ইনস্টিটিউটের আলিমি কোর্সে গ্রাজুয়েট হলেন ২৫ শিক্ষার্থী

কমিউনিটির স্বনামখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লন্ডন ইক্বরা ইনস্টিটিউট থেকে সাফল্যের সাথে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন ২৫ শিক্ষার্থী। বৃটেনের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি ইক্বরা ইনস্টিটিউট থেকে আলিমি কোর্স সম্পন্ন করেছেন এসব শিক্ষার্থীরা। গত ১৯ মার্চ রবিবার লন্ডন মুসলিম সেন্টারে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের হাতে গ্রাজুয়েশন অ্যাওয়ার্ড ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সারা বছর প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ভালো ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদেরকেও পুরস্কৃত করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এয়ার এন্ডিং সিরিমনির শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রিন্সিপাল মাওলানা জিয়াউর রহমান। শিক্ষার্থীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ডেপুটি হেড ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সেক্রেটারি আইয়ুব খান, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর দেলোয়ার হোসেন খান ও ইক্বরার ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান আব্দুল মুনিম জাহদী ক্যারেল।

ইভনিং ও ইউকএন্ড ভিত্তিক এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ২০১১ সালে। শুরুতে মাত্র ৬০ শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু হয় প্রতিষ্ঠানটির। লন্ডনের পাশাপাশি ওলডহ্যামেও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আরেকটি ক্যাম্পাস। দুটি ক্যাম্পাস মিলে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়ন করছেন প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী। চিলড্রেন, এডালট আলিমি কোর্স, হিফজ কোর্সসহ নানা বিষয়ে পাঠদান চলছে পার্ট টাইমভিত্তিক এই মাদ্রাসাটিতে। প্রতি বছর শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল অর্জন করছেন। এ বছরও কোরআন, নাশিদ, তেলাওয়াত, আরবি, ইংরেজী বক্তৃতা, সেরা শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দক্ষতার স্বাক্ষরকারী ছাত্র-ছাত্রীদের এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

প্রিন্সিপাল মাওলানা জিয়াউর রহমান বলেন, কমিউনিটির জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরির লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো লন্ডন ইক্বরা ইনস্টিটিউট। একজন ভালো মুসলমানের পাশাপাশি সমাজের একজন ভালো সিটিজেন হিসেবে শিক্ষার্থীরা যাতে গড়ে উঠে সেদিকে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। কমিউনিটির সহযোগিতা অব্যাহত থাকলেও আগামীতে প্রতিষ্ঠানটি আরো বেশি সেবা দিতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইক্বরা ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা এফ কে এম শাহজাহান, ইক্বরার ট্রাস্টি আশরাফ মাহমুদ উজ্জল, শিক্ষক ওহিদুর রহমান সেলিম, চ্যামেলি চৌধুরী, রেশমা শেখ, বুশরা, সামিরা ও সুফিয়া। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন মহানগর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত করায় আব্দুল কুদ্দুছের কৃতজ্ঞতা

নব গঠিত লন্ডন মহানগর বিএনপিতে মোঃ আব্দুল কুদ্দুছকে সিনিয়র সহ সভাপতি করায় তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালেক, সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদসহ যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতৃবৃন্দের প্রতি এবং লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি তাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজাসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, দেশে যখন প্রতিনিয়ত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদেরকে গুম, খুন করা হচ্ছে, লাখ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে যুক্তরাজ্য বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করতে লন্ডন মহানগর বিএনপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক সংকট, একদলীয় বাকশালী শাসন থেকে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় লন্ডন মহানগর বিএনপি কাজ করে যাবে।

তিনি আরো বলেন, আমি আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পরিবার, বিএনপি এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্য কাজ করে যাব। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমদকে অভিনন্দন

সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সাবেক সংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীর আস্তাভাজন এবং বালাগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা সোহেল আহমেদকে লন্ডন মহানগর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করায় বালাগঞ্জ থানা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। একই সাথে সোহেল আহমেদকে নির্বাচিত করায় যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম

মালেক, সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ, লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি তাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ আশা করেন আগামীতে যুক্তরাজ্য বিএনপির সকল কমিটিতে সাবেক ছাত্রনেতাদের তাদের অতীত কার্যক্রম বিবেচনা করে সম্মানজক পদে আসিন করে দলকে আরো গতিশীল এবং বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

oetp
Olga Educational Training Project
Empowering the Communities

Our Services

- B1 English Test for Mini Cab Driver & Citizenship
- বি১ ইংলিশ টেষ্ট ফর মিনি ক্যাব ড্রাইভার এন্ড সিটিজেনশিপ
- পাশ না করা পর্যন্ত ফ্রি ট্রেনিং এর ব্যাবস্থা রয়েছে।

- Life in the UK Test
- Food Hygiene Training
- First Aid Training
- Fire Awareness
- Web Design Training
- Study Support & Exam Help for KS1-KS4, AS, A-level
- TQUK Level 3 & 4 Awards in Teaching
- TQUK Level 2& 3 Awards Supporting Teaching & Learning

FREE COURSES
- Health & Social Care NVQ (QCF) Level 1,2,3
- Customer Service NVQ (QCF) Level 1,2,3
- Team Leading & Managment NVQ (QCF) Level 1,2,3

18 YEARS OF DELIVERING THE BEST COMMUNITY & QUALITY SERVICES

Why train with us:
- We are an accredited centre
- Teachers are experience Trinity College and City & Guild examiners
- Friendly and supportive environment
- Flexible training
- We run our courses when our customers want them-day, evening or weekend

Grangewood Business Centre
2nd Floor, Unit F (above Londis)
271A Whitechapel Road
London E1 1BY

UKRLP UK Register of Learning Providers
GATEHOUSE AWARDS RSPH OCR

For further info Please Call: **Dr Ashfak Bokth PhD, MRSC** (Sheffield Uni)
07791 603 594, 07800 901 694, 07988 306 211
info@oetp.co.uk | www.oetp.co.uk

ব্রমলীতে রেস্টুরেন্ট বিক্রি

সাউথ লন্ডনের ব্রমলী ভিলেজ এলাকায় ৩৫ সিট বিশিষ্ট একটি রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট ও রেইট বার্ষিক ১৯ হাজার পাউন্ড। রেস্টুরেন্টের সম্মুখে ও পেছনে পার্কিং সুবিধা আছে। ২০ বছর যাবত একই মালিকের অধীনে পরিচালিত স্টাবলিশড ব্যবসা। সপ্তাহে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার পাউন্ড ব্যবসা হয়। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07533 046 863 (Mr. Miah) (WD: 09-12)

সিলেট বাগবাড়িতে জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের বাগবাড়িস্থ নরসিং টিলার একতা আবাসিক এলাকায় চতুর্দিক দেয়ালঘেরা ৭ ডেসিমেল নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হইবে।
ওসমানী মেডিকেল হাসপাতাল থেকে মাত্র ৭/৮ মিনেটের পায়ে হাঁটার দুরত্বে অবস্থিত। টিনশেডের একটি পাকাগৃহসহ পানি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সবই আছে। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Mob: 07960 255 209 **(WD: 10-13)**

অসহায় শামসুলের পাশে দাঁড়ান

'জুবিনাইল আথ্রাইটিস' রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে শামসুল ইসলাম। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ৫ লাখ টাকা। হৃদয়বান মানুষের প্রতি আবেদন। মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসুন। শামসুলের পাশে দাঁড়ান।

যোগাযোগ:
সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ, লন্ডন
Mob: 07940 782 876
সরাসরি সাহায্যের অর্থ পাঠাতে পারেন
Help for Shamsul
Account number: 5818001005657
Sonali Bank, Shahbazpur Branch
Moulvibazar, Bangladesh

HARIS BUILDERS

- Extention
- Plumbing
- Tiling
- Loft Conversions
- Kitchen Fitting
- Major Redecorating
- Restaurent Decorating

CONTACT : M. HARIS ALI
MOB : 07946028893

মৌলভীবাজার শহরে বাসা বিক্রি

মৌলভীবাজার শহরে চারতলা ফাউন্ডশেন বিশিষ্ট একতলা বাসা জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি হবে। বাসায় গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, পানি সরবরাহ রয়েছে। বাসায় ৪টি বেডরুম, ৩টি বাথরুম, লাউঞ্জ, ডাইনিং রুম, কিচেন পর্চ আছে।

জায়গা সর্বমোট সাড়ে ১০ ডিসিমেল এবং ৪টি বেলকনি ও কমপক্ষে ৬টি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা আছে। বাসার সামনে ৫ ডিসিমেল জায়গা খালি রয়েছে।

যোগাযোগ করুন শুধুমাত্র আগ্রহী ব্যক্তিরা।

চৌধুরী ভিলা, যোগাযোগ: **07838 132 950**
(WD11-14)

সিলেট শহরে ও গোলাপগঞ্জে জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের মজুমদারী এলাকায় বাংলাদেশ বিমান অফিসের সম্মুখে রাস্তার পাশেই নির্ভেজাল ১২ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। তাছাড়া গোলাপগঞ্জের উপশহরে মেইন রাস্তার পাশে আরো ১২ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: Bangladesh 0088 01711 363 250 (Foysol)
(WD: 09-12)

মগবাজারে অভিজাত ফ্লাট বিক্রি

ঢাকা বড় মগবাজারে ভিকারুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজের সন্নিকটে অবস্থিত ১৭২০ স্কয়ার ফিট আয়তনের ইস্টার্ণ হাউজিংয়ের একটি অভিজাত ফার্নিশড ফ্লাট জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। ফ্লাটটিতে রয়েছে ৩ বেড রুম, ৩ বাথরুম, ১টি সার্ভেন্ট রুম, ফার্নিশড কিচেন, নিজস্ব পার্কিং এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ৩টি বারান্দা। প্রতিমাসে নিয়মিত ৩০ হাজার টাকা ভাড়া আসে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07919 485 316 (Mr. Sorkar) (WD: 09-12)

CITISIDE PROPERTIES

LANDLORDS WANTED

FEATURES:
- 2-5 YEARS LEASING
- 0% COMMISSION
- GUARANTEED RENT
- NO MANAGEMENT FEES
- FREE VALUATION OF THE PROPERTY

FOR A HASSLE FREE PROPERTY MANAGEMENT GIVE US A CALL.

CONTACT PERSON: RUZMILA HAQUE, ASST.MANAGER

CITISIDE PROPERTIES

220-222 BOW COMMON LANE, E3 4HH
PH: 07539 519 039, OFFICE: 02089814833 / 0203719948
EMAIL: ruz.mila22@gmail.com, info@citisideproperties.co.uk

(st: 05 --)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD
Secretary
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)
Chairman
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

সাউথ এশিয়ায় সন্ত্রাস বন্ধকরণসহ বিভিন্ন দাবীতে লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন ঘেরাও

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে গণহত্যার জন্যে দায়ী ১৯৫জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের জন্যে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর, পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের বাংলাদেশের কাছে তুলে দেওয়া, ৫ লক্ষ পাকিস্তানী (বিহারী) নাগরিককে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে ফেরত নেওয়া, তৎকালীন পাকিস্তানের অংশে থাকা বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা ফেরত, মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নির্যাতিত পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরন প্রদান, পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়েওঠা উগ্রবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলোকে দমন এবং বেলুচিস্তানে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে বৃটেনে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরা লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন ঘেরাও করে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

গত ২২ মার্চ বুধবার লন্ডন সময় বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত সাউথ ওয়েস্ট লন্ডনের ৩৪-৩৬ লোন্ডেস স্কয়ারে পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে অবস্থান করে প্রতিবাদকারীরা এসব দাবি জানান। যুদ্ধাপরাধ বিচার মঞ্চ ইউকে, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটি যুক্তরাজ্য শাখা, গণজাগরণ মঞ্চ ইউকে, প্রজন্ম একাত্তর ও বাংলাদেশ হিউম্যান রাইট কাউন্সিল ইউকে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে প্রতিবাদকারীরা সমবেত হন।

যুদ্ধাপরাধ বিচার মঞ্চ ইউকের প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি ড. আনিছুর রহমান আনিছের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি'র কেন্দ্রীয় সদস্য আনসার আহমেদ উল্লাহ, গণজাগরণ মঞ্চ যুক্তরাজ্যের মুখপাত্র অজয়ন্তা দেব রায়, যুদ্ধাপরাধ বিচার মঞ্চের সিনিয়র সহ সভাপতি সরদার বাতিরুল হক, ওয়েস্ট লন্ডন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি হাজী আব্দুল হান্নান, আওয়ামী লীগ নেত্রী রাহেলা শেখ, যুক্তরাজ্য বঙ্গবন্ধু পরিষদের সেক্রেটারি আলিমুজ্জামান, শেখ কামাল স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলতাফুর রহমান চৌধুরী মিতা, গণজাগরণ মঞ্চের সিন্তিয়া আরেফিন, সাংবাদিক শারমিন ভুট্টু, সাইফ মিঠু, নূরুল ইসলাম, রাকু ঘোষ, শাফি নেওয়াজ, ইঞ্জিনিয়ার মিফতা ইসলাম, সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, সাংবাদিক ফজলুল হক প্রমূখ।

সমাবেশে বক্তারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার সাথে জড়িত ১৯৫জন পাকিস্তানী চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীকে বাংলাদেশের কাছে বিচারের জন্যে হস্তান্তর, বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা ফেরত, ও পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়েওঠা উগ্রবাদী জঙ্গিসংগঠনগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করতে পাকিস্তানকে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, এসব সংগঠনের সদস্যরা পাকিস্তানসহ সমগ্র সাউথ এশিয়ার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সংগঠনের দ্বারা শুধু পাকিস্তানই নয়, প্রতিবেশী ভারত এবং বাংলাদেশ আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে আটকেপড়া ৫ লক্ষ বিহারীকে এ বছরের মধ্যে ফিরিয়ে নেবার দাবি জানান বক্তারা। বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনী

যেভাবে বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল ঠিক এইকই কায়দায় বেলুচিস্তানে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। এসব হত্যাকান্ড অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সমাবেশ শেষে প্রতিবাদকারীরা লন্ডনে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সাঈদ ইবনে আব্বাস বরাবরে এসব দাবির পক্ষে একটি স্মারক লিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন লন্ডনস্থ পাকিস্তান মিশনের প্রেস উইংয়ের কর্মকর্তা মনির আহমদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন সুইন্ডনের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন সুইন্ডনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ মার্চ রোববার সংগঠনের নতুন ভবনে সংগঠনের সহ-সভাপতি আলী আফতাব নোয়াবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক চৌধুরী এবং সহ সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক বাবলুর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন রবার্ট ব্লাকলেন্ড এমপি, সুইন্ডন কাউন্সিলের মেয়র এরিক শো, সংগঠনের ট্রেজারার এম এ কাহ্হার, কাউন্সিলার আব্দুল আমিন, কাউন্সিলার জুনাব আলী, মোজ্জামেল আলী, জামান চৌধুরী, সেরিলি লাউড প্রমূখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এ সময় সংগঠনের নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করেন অতিথিবৃন্দ। সভায় বক্তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান ও বিদেশী বন্ধুদের স্মরণ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের জন্য ক্যাপ ফাউন্ডেশনের রামাদ্বান ফুড ক্যাম্পেইন

পবিত্র রামাদ্বান মাসে বাংলাদেশের গরিব-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে বৃটিশ বাংলাদেশী দানশীল ব্যক্তিদের প্রতি আহবান জানিয়েছে, ক্যাপ ফাউন্ডেশন। প্রায় দুই হাজার পরিবারের মাঝে রামাদ্বান মাসে সেহরি ও ইফতারের খাবার পৌঁছে দিতে প্রায় ৮০ হাজার পাউন্ড সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সংগঠনটি।

গত ১৯ মার্চ রোববার ক্যামডেনের সুরমা সেন্টারে রামাদ্বান ফুড ক্যাম্পেইন কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা বলেন, মাত্র ৪০ পাউন্ডের বিনিময়ে একটি পরিবারকে পুরো রামাদ্বান মাসে খাবার তুলে দেওয়া সম্ভব। ফুড প্যাকেজে রয়েছে, চাল, ডাল, পেয়াজ, লবন, খেজুর এবং ছানাবুট।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিস্তারিত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ক্যাপ ফাউন্ডেশনের কো-অর্ডিনেটর নূর হুমায়ুন। আব্দুল মজিদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ক্যামডেন কাউন্সিলের মেয়র নাদিয়া শাহ, কাউন্সিলার শামিম তালুকদার, সুরমা সেন্টারের চেয়ার আব্দুস সামাদ, চ্যানেল এস'র সিনিয়র রিপোর্টার ইব্রাহিম খলিল, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট পলি ইসলাম, হেনা আহমেদ, মুকুল মিয়া, গৌস মিয়া, ওয়াহিদ চৌধুরী, ইউসুফ সবুজ বেগ, জলিল শাহ ও সাব্বির করিম। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও নসিহা পেশ করেন আব্দুস সামাদ।

কো-অর্ডিনেটর নূর হুমায়ুন বলেন, গত ৪ বছর ধরে ক্যাপ ফাউন্ডেশন রামাদ্বানকে সামনে রেখে ফুড ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাচ্ছে। রামাদ্বানের আগেই অসহায় মানুষের কাছে এই খাদ্য সামগ্রি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এবারো রামাদ্বানের আগে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ইফতার ও সেহরির জন্য এসব খাবার। একটি পরিবার যাতে পুরো রামাদ্বান মাস এসব খাবার খেতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান খাবার নিশ্চিত করা হবে। বিশেষ করে সিলেটের প্রতিটি উপজেলার হত-দরিদ্র মানুষকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি।

এদিকে ফান্ডরেইজের লক্ষ্যে আগামী ১ মে নর্থ লন্ডনের ওয়াইএমসিএ স্টুডেন্টস হোস্টেলে এবং ৫ মে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে লাইভ নাশিদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বৃটেনের স্বনামখ্যাত নাশিদ আর্টিস্টরা নাশিদ পরিবেশন করবেন। এতে উপস্থিত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন মহানগর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটির প্রথম সভা

বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয়

লন্ডন মহানগর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটির প্রথম সভা গত ২২ মার্চ বুধবার পূর্ব লন্ডনের যুক্তরাজ্য বিএনপির অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের নব নির্বাচিত সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী।

বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, সহ-সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুস সালাম আজাদ, আব্দুর রব, মোঃ আকলুছ মিয়া, জাহাঙ্গীর মাসুক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, রোমান আহমেদ চৌধুরী, মাহবুব হাসান সাকিব, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আহমেদ, আজিম উদ্দিন আজির, নজরুল ইসলাম খান, তুহিন মোল্লা ও সোহেল আহমদ,

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জহিরুল হক জামান, কফিল হায়দার, তোফায়েল হোসেন মৃধা, কাওছার আহমেদ, আবু তাহের, জামাল উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ ইফতেখার আহমেদ রুবেল, সহ-কোষাধ্যক্ষ মোঃ জিয়াউর রহমান, সহ-কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ মুজিবুল ইসলাম আরজু, দফতর সম্পাদক নজরুল ইসলাম মাসুক, প্রচার সম্পাদক মোঃ মায়নুল ইসলাম, সহ-প্রচার সম্পাদক মোঃ সেলিম মাহমুদ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শফিক মিয়া, সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মাকসুদুল হক, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রবিউল আলম, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান মইনুল হক উজ্জ্বল, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক মোঃ লাল মিয়া, সহ-গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মামুন রশিদ, ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ আতাউর রহমান জিয়া, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মহসিন আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কামরুন্নহার সাহানা, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আসমা জামান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ কিনু মিয়া, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক শাহ উস্তাক আহমেদ, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক শামসুল ইসলাম, সমবায় বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ওমর গনি, কার্যনির্বাহী সদস্য আজিজুর রহমান লিটন।

উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মাস্টার আমির উদ্দিন আহমদ, লুতফুর রহমান প্রমূখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করতে তারা কাজ করে যাবেন। এ সময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে একদলীয় শাসন চলছে। দেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। এমনকি বহু সংবাদপত্র ও টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বক্তারা অভিযোগ করেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, হামলা এমনকি গুম খুন করা হচ্ছে।

সভায় বক্তারা লন্ডন মহানগর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করায় যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এমএ মালিক, সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নিউহ্যাম বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

যুক্তরাজ্য বিএনপি নিউহ্যাম শাখার ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি ও ৮ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে।

বিএনপি যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি এম,এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এ কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন। গত ২৩ মার্চ বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন- মোস্তাক আহমেদ সভাপতি, আহমদ আলী সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি- মদরিছ আলী বাদশা, জহুরুল ইসলাম শামুন, মোঃ ইয়াছিন খান, মোঃ শফিক উদ্দিন, আলী মিয়া, সাদিকুর রহমান, আজিজুর রহমান, খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেবুল মিয়া, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া, আলী হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল করিম নিপু, আজিজুর রহমান লিটন, শেখ নজরুল ইসলাম, জুনের আহমেদ, লাহিন আহমেদ, আমিনুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোমিন খান মুন্না, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, অলিউর রহমান রাশেদ, মোঃ শিবলী সাহেদ খোশনবিস কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রকিব, সহ-কোষাধ্যক্ষ দিপু মিয়া, দপ্তর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন রাজু, সহ-দপ্তর সম্পাদক হাসান আহমেদ, প্রচার সম্পাদক ময়নুল ইসলাম, সহ-প্রচার সম্পাদক সাহেদ আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক সুফিয়ান পারভিন, যুব বিষয়ক সম্পাদক শাহ মোঃ জুবেদ, সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক লাভলু মিয়া, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুর রহমান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ জিল্লুর রহমান, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক দুলাল আহমেদ, সহ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হোসেন আলম, সহ-সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোসলেহ উদ্দিন চৌধুরী মিলন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মোঃ নুরুল ইসলাম, পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর মিয়া, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুলতানা রাজিয়া রাখী, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ বাটি, সহ-স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক আফজাল হোসেন, প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পায়েল মিয়া, সহ-প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আল আমিন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মির্জা রনি, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক রমজান আলী, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশিদ মুজিব, সহ-প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক জামাল খোকন, কার্যনির্বাহী সদস্য শামছুল্লাহ মিয়া, শামছুল আলিম শাহিন, মোঃ ছামী চৌধুরী, হানিমুল রাজা, মোঃ সালেহ তাহলিন, মোহাম্মদ ইউ হাকিম, মোঃ জালাল উদ্দিন, আব্দুল আহাদ, আতিক উল্লাহ, কয়ছর আহমেদ, মোঃ কিবরিয়া চৌধুরী, মোঃ শিশু মিয়া, মোঃ রানা মিয়া, মোঃ নুরুল আলম, ডিএম নুরুল আলম, সামছুল হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুর নুর, মোঃ হাফিজুল ইসলাম, আব্দুস শহীদ, জুনেদ ইসলাম, আহসান উদ্দিন।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন- প্রধান উপদেষ্টা হাজী তৈমুছ আলী, উপদেষ্টা মিজানুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল জলিল খান, মোঃ রুহেল মিয়া, আবুল কালাম, কয়েছ মিয়া, সোহেল আহমেদ, আব্দুন নুর। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গ্রেটার ইসহাকপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কমিটি গঠিত

জগন্নাথপুর উপজেলার যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের নিয়ে গঠিত ' গ্রেটার ইসহাকপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং প্রবাসী ইসহাকপুরবাসীর সাথে সু-সম্পর্কের সেতুবন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যে এই সংগঠন কাজ করে বলে জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ ।

গত ২৭ মার্চ সোমবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের প্রবীণ মুরব্বি কমিউনিটি নেতা আব্দুল আলী রউফের সভাপতিত্বে ও শাহ জিল্লুল করিমের পরিচালনায় সভায় বৃহত্তর ইশাকপুরের 'পশ্চিম পাড়া-দুর্গাপুর, শাসননবী, রতিয়ার পাড়া, বাউর কাপন' এলাকার বিপুল সংখ্যক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন কাছা মিয়া, জিলু মিয়া কামাল, সৈয়দ চান্দ আলী, ইসলাম উদ্দিন, সমর আলী, আবুল কাহার, আব্দুস সালাম, সিরাজ মিয়া, জানফর আলী, লাকী মিয়া, শাহ রেজাউল করিম, আব্দুল ওয়াহিদ, আব্দুল হান্নান, সাদেকুল হক ইমরুল, মো: দিপন প্রমুখ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ২ বছরের জন্য সংগঠনের কমিটি গঠন। নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন সভাপতি মো: ইসলাম উদ্দিন, সহ সভাপতি রেজাউল করিম, জিলু মিয়া (তৈমুছ আলী), সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির, ট্রেজারার মো: সমর আলী, সহ ট্রেজারার জাফর আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজ মিয়া, প্রচার সম্পাদক সাদিকুল হক, সহ প্রচার সম্পাদক সাব্বির মিয়া, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো: শহিদুজ্জামান, সহ শিক্ষা সম্পাদক মো: নূর হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক আনাস উদ্দিন, সহ ক্রীড়া সম্পাদক লাকি মিয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হান্নান, হেলথ এন্ড ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি মো: সুফি খান।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন- প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল আলী আলী রউফ, উপদেষ্টা সৈয়দ চান্দ আলী, জিল্লুল করিম, হারুন খান, আব্দুল ওয়াহিদ, আসমত উল্লাহ সফিক মিয়া।

এদিকে সভায় উপস্থিত ট্রাস্টিদের কাছ থেকে বার্ষিক ১ শত পাউন্ড করে বার্ষিক ফি ১৯'শ পাউন্ড কালেকশন করা হয় এবং আগামী ৭দিনের মধ্যে বাকি ২১ জনের বার্ষিক ফিট্রেজারের কাছে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

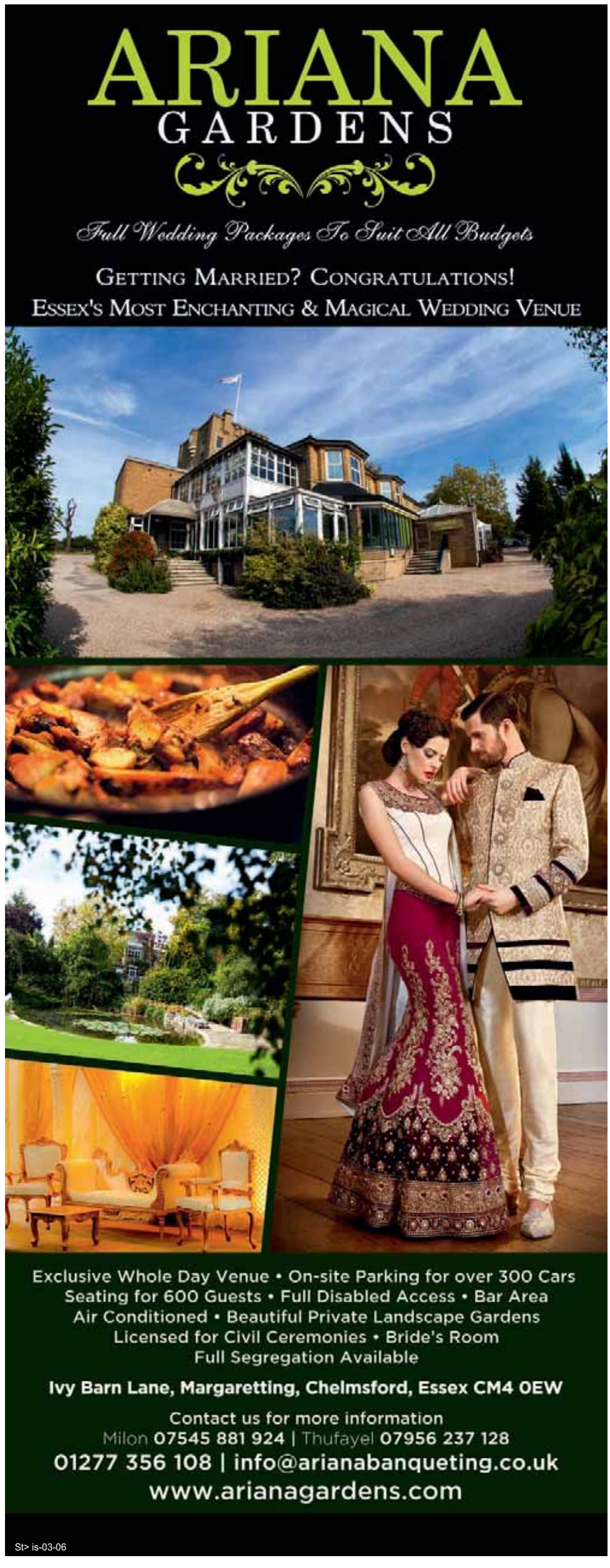

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শেফিল্ড আ'লীগের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শেফিল্ড আ'লীগের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্ট মেম্বার শেডো মিনিস্টির এমপি পল ব্লুমফিলড। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীন একটি দেশ পেয়েছে। বিশ্ব মানচিত্রে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ নামের একটি দেশ। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া হত্যাযজ্ঞের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ স্বাধীন করার শপথ গ্রহণ করে। ওই দিনেই প্রতিটি বাঙালির মনে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের বীজ রোপিত হয়। স্বাধীন বাংলার অবরুদ্ধ রাজধানী ঢাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধীনতা ডাকের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি লর্ড মেয়র শেফিল্ড কাউন্সিলার এনি মার্ফিন, মিশেলী কুক, নাছিমা আক্তার, মাজহার ইকবাল ও মোহাম্মদ মারুফ।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শেফিল্ড আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম, ইব্রাহিম উলাহ, গউছ আলী, এম ইব্রাহীম আলী, এম আনাম আলী, কলকু মিয়া, আব্দুল মতিন, সিরাক আলী, মোবারক আলী, খালেদ আহম্মদ চৌধুরী প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হাফিজ আলাউদ্দিন স্মৃতি পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মরহুম হাফিজ আলাউদ্দিন (রহঃ) এর দ্বিতীয় ঈসালে সওয়াব মাহফিল আয়োজনের লক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাফিজ আলাউদ্দিন স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ২০ মার্চ সোমবার পূর্ব লন্ডনের লকসলি কমিউনিটি সেন্টারে হাফিজ আব্দুশ শহিদের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা ওয়াহিদ সিরাজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের খতিব আল্লামা নজরুল ইসলাম, হাফিজ আব্দুল্লাহ, কাউন্সিলার আয়াস মিয়া, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, হাফিজ মাওলানা আব্দুল কাদির, মাওলানা শুকুর আলী, হাফিজ আব্দুল হাকিম, সুহেল আহমদ, শাহিন, কারী আব্দুল মুহিত, হাফিজ কামরুজ্জামান, হাফিজ শরিফ উদ্দিন, মাওলানা শাহিন, কারী নোমানসহ মরহুমের সাবেক ছাত্রবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভায় বিশাল পরিসরে কমিউনিটির সর্বস্তরের প্রবাসীদের নিয়ে ঈসালে সওয়াব মাহফিল আয়োজন এবং আলাউদ্দিন হুফফাজুল কুরআন বোর্ডকে আরো শক্তিশালী করে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যাতে করে কুরআনের শুদ্ধ পাঠ ও মুখস্তকরণের ধারাবাহিক রীতি কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নাজির বাজার ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র নতুন কমিটির অভিষেক সম্পন্ন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো নাজির বাজার ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান।

গত ২২ মার্চ বুধবার পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সি হলে সংগঠনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোশাহিদ হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মনির আহমদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এমএ আলী এবং ওবায়দুর রহমান জুহেদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর খালিস উদ্দিন আহমেদ, বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস এর কান্ট্রি ম্যানেজার (ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ড) মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংগঠনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ মনির হোসাইন, বিশিষ্ট আইনজীবি ব্যরিস্টার নাজির আহমেদ, একাউন্টেন্ট মাহবুব মুর্শেদ, প্রবীণ কমিউনিটি নেতা কবির উদ্দিন, প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্ট'র সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া, প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতির সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল হক মিয়া নূর আলী, সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান নেছার আলী সমছু প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আর্থ-মানবতার কল্যাণে নাজির বাজার ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশন ট্রাস্ট-এর প্রতিটি কার্যক্রম মানুষের কল্যাণে পরিচালিত হয়।

বক্তারা বলেন, প্রবাসীরা নিজেদের উপার্জিত অর্থ দেশের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে শুধু দানের সার্থকতা খুজেঁন না, এর মাধ্যমে তারা অসহায়দের দান করে মানুষকে মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার অনুপ্রেরণা দেন।

বক্তারা নাজির বাজার ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশন ট্রাস্ট'র কাজে দানশীলদের উদারহস্তে সহযোগিতা করার আহবান জানান। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উইরাল আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ফখরুল আলম, লিভারপুল থেকে: মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগ উইরাল শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৮ মার্চ মঙ্গলবার রাতে উইরালের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজি হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মহি আহমেদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যানচেস্টার আওয়ামী লীগের সভাপতি ছুরাবুর রহমান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ম্যানচেস্টার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মীর গোলাম মোস্তফা, লিভারপুল মার্সিসাইড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোজাহিদুর রহমান আজগর আলী, ওলডহ্যাম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হান্নান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মফাজ্জল খান, রচডেল আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এমএ বাছির, দিলসাদ মিয়া, আওয়ামী লীগের নেতা সৈয়দ মুজিবুর রহমান, মদরিছ আলী, সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাহ তোফায়েল আহমেদ, সফিক মিয়া, দেওয়ান আব্দুল জলিল ফাহিম, সামছুল ইসলাম, হারুন উল্লাহ মানিক, রুহুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামের দেশটির সৃষ্টি হতো না।

সভায় স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে তারেক জিয়ার মিথ্যা বক্তব্যর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান বক্তারা। একই সাথে জঙ্গি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দীপ্ত প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য আওয়ামী তাঁতী লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্য আওয়ামী তাঁতী লীগের উদ্যোগে কেক কাটা ও এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্য তাঁতী লীগের আহ্বায়ক এমএ সালামের সভাপতিত্বে ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সিজিল মিয়ার পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমেদ। প্রধান অতিথি শাহ শামীম বলেন, বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তিনি বাঙালি জাতিকে হাজার বছরের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেছেন। এখন তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে লিপ্ত আছি। তিনি বলেন আজ লন্ডনে বসে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে

তারেক জিয়া ও তার সহযোগিরা নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে যাচ্ছে। তাদের সকল অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে হবে। জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে হবে। তিনি তাতী লীগের কার্যক্রমের ভুয়সী প্রসংসা করে বলেন, আজ বাংলাদেশ খাদ্যে সয়ংসম্পন্ন, আমরা আমাদের চাহিদা পুরন করে বিশ্বে খাদ্য রফতানি শুরু করেছি। অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মডেলে পরিনত হয়েছে। আর এর সবকিছুর মূলে রয়েছেন বাঙালির আশা ভরসার শেষ ঠিকানা জননেত্রী শেখ হাসিনা।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগের প্রবাস কল্যাণ সম্পাদক আনছারুল হক, ইমিগ্রেশন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট এমএ করিম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ ছুরুক আলী, লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, সহ সভাপতি আব্দুল আলী রউফ, যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ সাদেক আহমদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক জিলু, মানবাধিকার সম্পাদক সায়েক আহমদ, ইমিগ্রেশন সম্পাদক দিলওয়ার হুসেন, ইকবাল হুসেন, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য কামরুল ইসলাম, প্রজন্ম লীগের আহ্বায়ক বাবুল হোসেন, নজরুল ইসলাম অকিব, ধারা মিয়া, যুবলীগের সংগঠনিক সম্পাদক বাবুল খান, কৃষকলীগের আহ্বায়ক সৈয়দ তারেক, সদস্য সচিব এমএ আলী, আফছর উদ্দীন, আলমগীর হুসেন, আব্দুল কাদির, সৈয়দ গোলাব আলী, আব্দুল কাহার, জিকু মিয়া, সৈয়দ সুমন, কবি নজরুল ইসলাম প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জাফলংয়ে বেহাল সড়ক
ভোগান্তিতে কমছে পর্যটক

সিলেট, ২৮ মার্চ : সিলেটের প্রকৃতিকন্যা জাফলংয়ে আগত পর্যটক,দর্শনার্থীদের দুর্দশার অন্ত নেই। আনন্দ উপভোগ করার জন্য এসে দুর্ভোগ আর ভোগান্তিতে পড়ে হেনেস্থার শিকার হচ্ছেন তারা। বিশেষ করে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের শেষ ৫ কিলোমিটার সড়কে যানবাহন চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে ভ্রমণে আসা পর্যটক দর্শনার্থীবাহী কোন যানবাহন পৌঁছতে পারে না শেষ গন্তব্য বল্লাঘাট পিকনিক সেন্টারস্থ পার্কিংজোন পর্যন্ত। সড়কটির উপর দিয়ে পর্যটক, দর্শনার্থীবাহী যান চলাচলের পাশাপাশি জাফলং পাথর কোয়ারির উত্তোলিত পাথর পরিবহনের ফলে সড়কটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গিয়ে খাল, নদীর ভাগ্যবরণ করতে যাচ্ছে। ভঙ্গুর, বেহাল সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ৩-৪ কিলোমিটার দুরবর্তী মোহাম্মদপুর, রহমতপুর, গুচ্ছগ্রাম এলাকায় পর্যটকবাহী যানবাহন থামাতে বাধ্য হন এসব যানবাহনের চালকরা। ফলে কাদা, ময়লা আবর্জনাময় পানি মাড়িয়ে অবশিষ্ট পথ পাড়ি দিয়ে বল্লাঘাট পিকনিক সেন্টারে যেতে তাদের দুর্ভোগের যেন শেষ থাকে না। আবার এই শেষ ৫ কিলোমিটার সড়কের স্থানে স্থানে ছোট বড় কয়েক সহস্রাধিক গর্ত আর ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভরাটের কারণে সৃষ্ট পরিবেশে কিছু যানবাহন চলাচল করছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। ফলে প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা। এতে পথচারী, পর্যটক, দর্শনার্থীরা আহত হওয়ার পাশাপাশি দুর্ভোগ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। জাফলং বেড়াতে আসা পর্যটক, এলাকাবাসীসহ এ সড়কের ওপর দিয়ে চলাচলকারী সাধারণ যাত্রীরদের দুর্ভোগ ভোগান্তি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এমন কোন দিন যে মামার দোকান পয়েন্ট থেকে বল্লাঘাট যেতে সড়কটিতে চলাচলরত অটোবাইকসহ ছোট যানবাহন উলটো যাত্রী আহতের ঘটনা ঘটছে না। সড়কটির সংস্কার না হওয়ায় পর্যটক দর্শনার্থীবাহী বেশিরভাগ যানবাহন সোনাটিলা বিজিবি ক্যাম্পের পাশে বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন পার্কিং এরিয়ায় অবস্থান করে ঐদিকেই পাহাড় বেয়ে নেমে জিরো পয়েন্টেসহ দর্শনীয় স্থান সমুহে বেড়ান। জানা যায় প্রতিদিন প্রকৃতিকন্যা জাফলং বেড়াতে আসেন হাজার হাজার পর্যটক। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিদিনই জাফলং আগমন ঘটে কয়েক শতাধিক পর্যটকবাহি যানবাহন। এসব পর্যটকবাহী যানবাহনের পাশাপাশি জাফলং পাথর কোয়ারি ও তামাবিল স্থলবন্দর থেকে বিভিন্ন ধরনের পাথর, বালিসহ নানা পণ্য নিয়ে আসা কয়েক হাজার ট্রাক, ট্রাক্টর চলাচল করে থাকে। আর এসব পাথর, পণ্য পরিবহনে এই সড়কটিই একমাত্র অবলম্বন। ফলে বাধ্য হয়ে কাদা পানি, গর্ত আর জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সড়কটির উপর দিয়ে চলাচল করছে এসব পরিবহন। সড়কটির উপর দিয়ে প্রতিদিনই আগমন ঘটে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, সচিবসহ উচ্চপর্যায়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের। অথচ বেহাল সড়কটির করুণ চিত্র যেন কারোরই হৃদয়ে নাড়া দেয় না। জাফলং বল্লাঘাট পর্যন্ত কেন্দ্র ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি হোসেন মিয়া। তিনি জানান, প্রতিদিনই প্রকৃতিকন্যা জাফলংয়ে হাজার হাজার পর্যটক, দর্শনার্থী ও ভ্রমণপ্রেয়সী মানুষের আগমন ঘটে। মানুষ এখানকার পিয়াইনের স্বচ্ছ জলারাশি, পাহাড়, টিলা সবুজ অরণ্যঘেরা সুন্দর প্রকৃতি দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসেন। কিন্তু এখানে এসে সড়ক যোগাযোগের কারণে ভোগান্তিতে পড়ে চরম দুর্ভোগ ভোগ করেন। অনেকের আনন্দ মাঝে মাঝে বিষাদেও পরিণত হয় দুর্ভোগ ভোগান্তির শিকার হয়ে। মামার বাজারে ব্যবসায়ী মাওলানা নাজিম উদ্দিন, শামীম পারভেজ, সহিদুল ইসলাম, জুলহাস ব্যাপারি জানান, সড়কটি বেহাল দশা যেন কারোরই চোখে পড়ে না। বিশেষ করে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের শেষ ৫ কিলোমিটার সড়ক অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। গর্ত, খানাখন্দ আর সংস্কার না থাকায় সড়কটির উপর দিয়ে পর্যটক, পাথর, বালি ও যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই মোহাম্মদপুর-থেকে মামার দোকান হয়ে বল্লাঘাট পিকনি স্পটে যেতে দুর্ঘটনায় শিকার হচ্ছে পর্যটকবাহী যানবাহন। এর প্রতিকারে সরকারের সওজসহ সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা একেবারে নাজুক। পর্যটক দর্শনার্থী ও এলাকার সাধারণ যাত্রী পথচারীর ভোগান্তি লাঘবে তারা দ্রুত সড়কটির বেহাল অংশটির সংস্কার দাবি করেন। সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের মোহাম্মদপুর-মামার দোকান ও বল্লাঘাট এলাকায় সড়কটির ভঙ্গুর, খনাখন্দ অংশটির সংস্কার না হওয়ায় সরকারের দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রির প্রতি ক্ষোভ ঝেড়ে ঢাকার ওয়ারী থেকে আসা পর্যটক ফারুক হোসেন বলেন, সরকার গণমাধ্যমের ধারা দেশে শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়ন বাস্তবায়িত হচ্ছে মর্মে স্লোগান দিচ্ছে, জাফলং বেড়াতে এলেই বোঝা যায় দেশে কেমন উন্নয়ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন এটা সড়ক নয়, যেনো মরণ ফাঁদ। মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ি থেকে আসা পর্যটক রফিকুল ইসলাম জীবন জানান,আনন্দ উপভোগের জন্য জাফলং এসেছিলাম, কিন্তু সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের বেহাল দশার কারণে ৪ কিলোমিটার দূরে বাস পার্কিং করে পায়ে হেটে পিকনিক স্পটে যাচ্ছি। পথিমধ্যে সড়কের মধ্যে জমাট ময়লা আবর্জনাময় কাদা পানি মাড়িয়ে গন্তব্যে যেতে ভোগান্তির যেনো শেষ নেই। সড়কটির এমন করুণ দশা প্রমাণ করে যে সরকার এখানকার মানুষের প্রতি কতটা আন্তরিক। এ ব্যাপারে কথা হলে গোয়াইনঘাটের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সালাহ উদ্দিন মানবজমিনকে বলেন, সিলেট-তামাবিল মহাসড়কটি মামার বাজার পর্যন্ত শেষ হয়েছে। মামার বাজার থেকে বল্লাঘাটের ১ কিলোমিটার সড়ককে সওজের অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াও খুব শিগগির বাস্তবায়ন হবে। এ সড়কটির দুরবস্থা দুরীকরণ, যাত্রী দুর্ভোগ লাগব ও যোগাযোগ উপযোগী করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,ব্যবসায়ী, শ্রমিকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেছি। ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতিসহ সৃষ্ট সমস্যা সমধানে আশা করা যায় দ্রুত সফলতার আসবে।

শ্রীমঙ্গলে পর্যটকদের ঢল

সিলেট, ২৮ মার্চ : সরকারি দিবসের ছুটিতে আনন্দ উপভোগের জন্য অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বেড়ানো। আর যে কোনো ছুটি উপভোগের জন্য দেশের অন্যতম পর্যটন উপজেলা হিসেবে শ্রীমঙ্গলের জুড়ি মেলা ভার। এবারের তিনদিনের ছুটিতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দেশি- বিদেশি পর্যটকের আগমনে মুখর ছিল শ্রীমঙ্গল। কেউ একা, কেউবা দলবেঁধে, কেউ পরিবার-পরিজন নিয়ে এবারের ছুটি কাটাতে এসেছেন শ্রীমঙ্গলে। গত শনিবার সপরিবারে শ্রীমঙ্গলে বেড়াতে এসে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত জোহান ফিসেল ও ডেনমার্কের ডেপুটি রাষ্ট্রদূত জেকব হাউগার্ড।

পর্যটক বরণেও আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল শ্রীমঙ্গল। এখানকার হোটেল, রিসোর্ট, কটেজ, বাংলো, রেস্টহাউজগুলো আগে থেকেই পর্যটকদের পক্ষ থেকে বুকিং দেয়া ছিল। বিদেশি পর্যটকের পদচারণাও ছিল চোখে পড়ার মতো। ছুটি মানেই শ্রীমঙ্গলে পর্যটকের ঢল। তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটক, দর্শনার্থীরা ছুটে এসেছেন অনিন্দ্য সুন্দর শ্রীমঙ্গলের সবুজ প্রকৃতির শ্যামলীমার মাঝে ছুটি কাটাতে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শ্রীমঙ্গলের পাঁচ তারকা মানের গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্ট অ্যান্ড গলফ, টি রিসোর্ট অ্যান্ড মিউজিয়াম, লিচুবাড়ি ইকো কটেজ, নিসর্গ নীরব ইকো কটেজসহ শ্রীমঙ্গলের সব রিসোর্টগুলো অগ্রিম বুকিং হয়ে যায়। ইট পাথরের শহুরে যান্ত্রিক মানুষগুলোর জীবনটাও যেন পাথরের মূর্তির মতোই সিংহ দাঁড়িয়ে আছে বৈচিত্র্যহীনতায় লেপ্টে। কোথাও কোনো রঙ নেই। অনুভূতি নেই। নেই কোনো আবেগীয় চঞ্চলতার বুদবুদ। শুধু আছে উঁচু উঁচু দালান, আকাশছোঁয়া কর্পোরেট অফিস, শপিংমল, হাসপাতাল, ক্লিনিক আর স্কুল। আর আছে শুধু ছুটে চলা। ছুটে চলার এই প্রতিযোগিতার উন্মাদনায় শহুরে জীবনটা মানুষগুলোকে অর্ধপঙ্গু করে রেখেছে। কোলাহলময় যান্ত্রিক জীবনের এই ব্যস্ততা থেকে অবসর পেয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই ঘুরতে এসেছেন প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দযের লীলাভূমি চা-বাগান সমৃদ্ধ অঞ্চল শ্রীমঙ্গলের অবারিত দর্শনীয় স্থানগুলোতে। এসব স্থানে খোলা আকাশের নীচে একদম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পরিবার-পরিজন নিয়ে ছুটি উপভোগ করছেন বিনোদন আর ভ্রমণপিপাসু মানুষজন। দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা ঘুরছেন প্রধানত লাউয়াছড়া রেইন ফরেস্ট, বধ্যভূমি ৭১, চা-বাগান, বিটিআরআই, চা জাদুঘর, বাইক্কা বিল, মিনি চিড়িয়াখানা, সাত রঙা চা কেবিন প্রভৃতি স্থানে। এছাড়াও শ্রীমঙ্গলের নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর এলাকাগুলোও ঘুরে দেখছেন এসব পর্যটকরা। তাদের স্বতন্ত্র জীবনাচার ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন আগত পর্যটকরা। চা-বাগান পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। চা-বাগান দেখতে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা থাকেন উদগ্রীব। চা-বাগান দেখে অপার মুগ্ধতায় ভরে উঠে প্রকৃতিপ্রেমিদের মন প্রাণ। চা-বাগানের নান্দনিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে সহজেই। সেই সাথে চা-বাগানে সেলফি আর ছবি তোলার কথা ভুলেন না কেউই।

সিলেটে উগ্রবাদী-বিরোধী অভিযান
নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ

সিলেট, ২৮ মার্চ : সিলেটে সেনাবাহিনীর উগ্রবাদীবিরোধী অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে আসাম-মেঘালয় সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। বিএসএফের এক কর্মকর্তা বিডি নিউজের ভারত প্রতিনিধিকে বলেছেন, বাংলাদেশে চাপের সম্মুখীন হলে উগ্রবাদীরা সাধারণত ভারতে পালিয়ে আসার চেষ্টা করে। এটাই প্রচলিত ধারা। এ কারণে আসাম-মেঘালয় সেক্টরে আন্তঃসীমান্ত চলাচলের ওপর আমরা বিশেষভাবে নজরদারি করছি।

আসাম পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান পল্লব ভট্টাচার্য সীমান্তের পাশাপাশি রাজ্যেও নজরদারি বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, গত ছয় মাসে আসাম পুলিশ বাংলাদেশ থেকে আসা ৭০ জনের বেশি উগ্রবাদী ও তাদের সহযোগীদের গ্রেফতার করেছে। এজন্য সীমান্তের পাশাপাশি আসামের অবৈধ বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে হবে। কেননা উগ্রবাদীরা এসব জায়গায় আশ্রয় নিয়ে থাকে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন উলফার অস্ত্রের মজুদের একটি অংশ বাংলাদেশের নিউ জেএমবির মতো উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হাতে যাচ্ছে কিনা, তা যাচাই করে দেখার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বাংলাদেশী নিরাপত্তা বাহিনীকে পরামর্শ দিয়েছে।

ব্রিটেনের ভ্রমণ সতর্কতা : সিলেটে উগ্রবাদীবিরোধী অভিযানে হতাহতের ঘটনায় নিজ দেশের নাগরিকদের সতর্ক করেছে ব্রিটেন। এতে শিববাড়ি এলাকা এড়িয়ে চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

তাহিরপুরে ভণ্ডপীরের উরস কলেজছাত্র নিহতের ঘটনায় মামলা

সিলেট, ২৮ মার্চ : সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে কলেজছাত্রের মৃত্যুতে নিহতের বড় ভাই সবুজ মিয়া বাদী হয়ে চার গ্রামের (লক্ষ্মীপুর, ধুতমা, বীরনগড়, জয়নগড়) ২০ জনের নাম উল্লেখ করে গত রোববার রাত ৯টায় তাহিরপুর থানায় মামলা করেছে। এছাড়াও এ মামলায় আরো ২০-২৫ নকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, উপজেলার সদর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে জীবিত এক ভণ্ডপীর জাহের আলী পাগলা প্রায় ৫ বছর যাবৎ নিজেকে পীর দাবি করে নিজ বসত-বাড়িতে উরস পালন করছে। প্রতি বছরের মতো গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ঐ ভণ্ড পীর নিজ বসত-বাড়িতে উরস পালনের নামে গান-বাজনা শুরু হলে এলাকার লোকজন দেখতে যায়। বাড়িতে উরস পালন করার সময় রাত সাড়ে ১১টার সময় উরসে আগত ভণ্ডপীরের ভক্তদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে কলেজ ছাত্র সাজিদ মিয়া (১৯) নিহত হয়। এঘটনায় আহত হয়েছে আরো ১০ জন।

হোয়াইটচ্যাপেলে রিয়া মানি ট্রান্সফারের শাখা উদ্বোধন

বাংলাদেশী কমিউনিটিকে নিবিড় সেবা দেয়ার প্রত্যয়

দেশ রিপোর্ট: পূর্ব লন্ডনের ৬৯ হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ইন্টারন্যাশনাল মানি ট্রান্সফার কোম্পানী 'রিয়া মানি ট্রান্সফার'-এর নতুন শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১৭ মার্চ শুক্রবার বিকেলে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মার্সিলা গনজালিজ ফিতা ও কেক কেটে এই শাখার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, হোয়াইচ্যাপেলে নতুন শাখা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে রিয়া মানি ট্রান্সফার বাঙালি কমিউনিটির কাছে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। হোয়াইচ্যাপেল এলাকা বাঙালি কমিউনিটির একটি প্রাণকেন্দ্র। তাই কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে এই শাখাটি আমরা উদ্বোধন করলাম। তিনি আরো বলেন, রিয়া মানি ট্রান্সফার হচ্ছে প্রবাসীদের স্বদেশে অর্থ প্রেরণের সবচেয়ে নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও দ্রুততম একটি মাধ্যম। আমরা আশাবাদী নতুন চালু হওয়া এই শাখা বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে কমিউনিটির চাহিদা পুরণে সক্ষম হবে।

উল্লেখ্য, রিয়া মানি ট্রান্সফার বিগত ৩০ বছর ধরে বিশ্বের ১৪৬টি দেশে অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে বিশ্বস্ততার সাথে নিরাপদে রেমিটেন্স পাঠিয়ে আসছে। বিশ্বের ১৬টি দেশে তাঁদের নিজস্ব অফিস রয়েছে। যুক্তরাজ্যে ৯টি শাখা ও ২ হাজার এজেন্ট অফিস রয়েছে।

গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

দুই মুসলিমকে হত্যা, ৯০ বাড়িতে আগুন

দেশ ডেস্ক, ২৭ মার্চ : ভারতের বিজেপি-শাসিত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজ রাজ্য গুজরাটে আবারো মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা হয়েছে। রাজ্যের পাটনা জেলার চানসামা থানা এলাকায় পাঁচ হাজারেরও বেশি হিন্দু মুসলমানদের গ্রামে হামলা চালায়। এতে দুই মুসলিম নিহত ও কমপে ১৪ জন আহত হয়েছেন। এ সময় মুসলমানদের অন্তত ৯০টি বাড়ি ও অনেক যানবাহন পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভদাবলি গ্রামের ওই হামলায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রোববার গুজরাটের উর্ধ্বতন এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ তথ্য জানান।

এই ঘটনায় স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকে প্রাণের ভয়ে পাশের গ্রামে পালিয়ে গেছে এবং কিছু বাসিন্দা ধরপুর গ্রামের কাছে এক মেডিক্যাল কলেজে আশ্রয় নিয়েছে। দাঙ্গায় নিহতদের মধ্যে ইব্রাহিম খান (৫০) নামে এক ব্যক্তির পরিচয় জানা গেছে। তিনি ভদাবলি গ্রামের বাসিন্দা। গুজরাট ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজ রাজ্য।

এই রাজ্যের পাটনা জেলার শীর্ষ কর্মকর্তা কে কে নিরালা বলেন, মুসলিম ছাত্ররা খারাপ ব্যবহার করেছে হিন্দু ছাত্রদের সাথে, এমন অভিযোগের জেরে প্রায় পাঁচ হাজার লোক ভদাবলি গ্রামে মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর হামলা চালায়। তারা মুসলিমদের বহু ঘরবাড়ি ও কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন পাথর নিপে করে হামলার জবাব দেয়। এ সময় সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে ও উত্তেজিত লোকজনকে সরিয়ে দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও সাত রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং শান্তি বজায় রাখতে গ্রামটিতে রাজ্য রিজার্ভ পুলিশের তিনটি কোম্পানিকে মোতায়েন করা হয়েছে।

ওই ঘটনায় হামলাকারীরা মুসলমানদের বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানোর পাশাপাশি তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওইসব ঘটনায় তারা বাড়ির সামনে থাকা যানবাহনেও আগুন ধরিয়ে দেয়। একটি সূত্রে প্রকাশ, হামলাকারীরা ৯০টি বাড়িতে আগুন দেয়ার পাশাপাশি কমপে দুই ডজন গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ হামলাকারীদের মোকাবেলা করতে লাঠি চালিয়ে এবং কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত রয়েছেন এবং সেখানে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আগুন নেভাতে ১০টি ফায়ার ব্রিগেডের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

গুজরাটে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ইতিহাস আছে। ২০০২ সালে হিন্দুরা দাঙ্গা বাধিয়ে রাজ্যটিতে কয়েক হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। ওই সময় মোদি রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি দাঙ্গারোধে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে মুসলমানদের হত্যায় ইন্ধন জুগিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এই দাঙ্গায় তার কোনো ভূমিকা ছিল না বলে দাবি করেন মোদি। ২০১৩ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের নিয়োগ করা একটি প্যানেল জানিয়েছে, অভিযোগের বিষয়ে মোদিকে বিচারের মুখোমুখি করার মতো যথেষ্ট স্যাপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মঙ্গল গ্রহে সুনামি!

দেশ ডেস্ক, ২৭ মার্চ : মঙ্গল গ্রহে ৩০০ কোটি বছর আগে এক শক্তিশালী সুনামি হওয়ার ইঙ্গিত পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। রহস্যময় লাল গ্রহটির উত্তরাঞ্চলের একটি বিশাল গর্ত সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে অনেকটাই নিশ্চিত হতে পেরেছেন তাঁরা। মনে করা হচ্ছে, ৩০০ কোটি বছর আগে মঙ্গলের বুকে একটি গ্রহাণু আছড়ে পড়ার প্রভাবে শক্তিশালী সুনামি বয়ে গিয়েছিল।

ফ্রান্সের প্যারিস-সুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রাঁসোয়া কোস্তা, স্টিভ ক্লিফোর্ড ও তাঁদের সহকর্মীরা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বিজ্ঞান সম্মেলনে ধারণাটির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। মঙ্গলের উত্তরাঞ্চলীয় সমভূমিতে পলির অস্তিত্ব এবং স্পষ্টত তা উপকূলীয় রেখা ধরে দক্ষিণ দিকে বয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছেন তাঁরা।

ফ্রাঁসোয়া কোস্তার দল বলছে, ৩০০ কোটি বছর আগে মঙ্গলের উত্তরাঞ্চলের মহাসাগরে ১৫০ মিটার উচ্চতার একটি গ্রহাণু আছড়ে পড়ে। এতেই ওই গর্তের সৃষ্টি। আর শক্তিশালী সুনামির চিহ্ন এখনো এর পৃষ্ঠে রয়ে গেছে।

প্যারিস-সুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন, মঙ্গলের দক্ষিণাঞ্চলীয় উঁচুভূমি আর উত্তরাঞ্চলীয় নিম্নভূমির মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে সুনামি বয়ে যাওয়ার প্রমাণ দিনে দিনে আরও বেশি করে পাচ্ছেন তাঁরা।

এর আগেও কিছু বিজ্ঞানী ধারণা দিয়েছিলেন, উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত একটি মহাসাগর কোনো একসময় কোনো কারণে ভরাট হয়ে যায়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এই তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতায় খানিকটা ভাটা পড়েছিল।

জাতিসঙ্ঘে আলোচনা

বিশ্বে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধের দাবি

দেশ ডেস্ক, ২৮ মার্চ : বিশ্বব্যাপী পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে গত সোমবার শতাধিক দেশের অংশগ্রহণে প্রথম জাতিসঙ্ঘ বৈঠক শুরু হওয়ার কথা। যদিও প্রধান পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো এই বৈঠকের বিরোধিতা করছে।

জাতিসঙ্ঘের প্রায় ১২৩টি সদস্যরাষ্ট্র অক্টোবর মাসে আইনগতভাবে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ চুক্তির ব্যাপারে আলোচনার লক্ষে জাতিসঙ্ঘের এই সম্মেলন শুরুর ঘোষণা দেয়। এমনকি বিশ্বের বেশির ভাগ ঘোষিত ও অঘোষিত পরমাণু অস্ত্রধারী রাষ্ট্র এই বৈঠকের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইসরাইল, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এই বৈঠকের ওপর না ভোট দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র পরমাণু শক্তিধর ইসরাইলও পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছে। এমনকি পরমাণু অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত একমাত্র দেশ জাপানও বৈঠকটির বিরুদ্ধে মত দিয়েছে। অপর পরমাণু ক্ষমতাধর দেশ চীন, ভারত ও পাকিস্তান ভোট দেয়া থেকে বিরত থেকেছে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর পরমাণু অস্ত্র ফেলে মিত্রবাহিনী।

জাপান বৈঠকটির বিরোধিতা করে যুক্তি দেখিয়েছে, ঐক্যের অভাবে এ ধরনের আলোচনা পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের কার্যকর প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে। বৈঠকের পক্ষে যে রাষ্ট্রগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে অস্ট্রিয়া, আয়ারল্যান্ড, মেক্সিকো, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সুইডেন অন্যতম। এ ছাড়া বিশ্বের শতাধিক বেসরকারি সংস্থা এই উদ্যোগের প্রতি তাদের জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছে। তারা বলেছে, উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি ও ওয়াশিংটনের নতুন হঠকারী প্রশাসনের কারণে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে পরমাণু বিপর্যয়ের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।

বৈঠকটির সমর্থকরা ১৯৯৭ সালে ল্যান্ডমাইন ও ২০০৮ সালে কাস্টার বোমার নিষেধাজ্ঞার দাবিতে তৃণমূল আন্দোলনের সফলতার বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে টানছেন। গত সপ্তাহে সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারগট ওয়ালস্ট্রম জাতিসঙ্ঘে বলেছেন, আমার মনে হয় এতে দীর্ঘ সময় লাগবে, কিন্তু হাল ছাড়া যাবে না। তবে বাকযুদ্ধ, ক্ষমতা প্রদর্শন ও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে হুমকির এই যুগে এটি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বছর ধরেই এই ইস্যুটির অচলাবস্থা কাটাতে বেশির ভাগ দেশ আগ্রহী।

বেসরকারি সংস্থার আন্তর্জাতিক জোট ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু অ্যাবোলিশ নিউকিয়ার ওয়েপনসের পরিচালক বিয়াট্রিস ফিন বলেন, ১৯৬৮ সালের পরমাণু বিস্তাররোধ চুক্তির (এনপিটি) অধীনে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধান প্রধান পারমাণবিক শক্তিধর দেশের কাছ থেকে অঙ্গীকার ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, ওবামা প্রশাসনের কাজও ছিল হতাশাজনক। তারাও কিছু অঙ্গীকার করেছিল যার বেশির ভাগই অগ্রাহ্য করেছে। আর বর্তমানে তাদের নতুন প্রেসিডেন্টের যুগে উদ্বেগ আরো বেড়েছে।

২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পারমাণবিক অস্ত্রের ভূমিকা হ্রাস ও শেষ পর্যন্ত তাদের নিষ্ক্রিয় করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রশাসন চলতি বছরের জাতিসঙ্ঘের আলোচনার বিপক্ষে ভোট দিতে ন্যাটো সদস্য দেশগুলোকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। এর পক্ষে তারা যুক্তি হিসেবে বলেছে, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন হলে শত্রু রাষ্ট্রগুলোর পারমাণবিক হুমকির জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

কাছ থেকে দেখা দামেস্কের লড়াই

রবার্ট ফিস্ক, ২৭ মার্চ : হাতের ব্যান্ডেজ দিয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে, কিন্তু তার মুখে হাসি লেগে আছে। চেহারায় একই সাথে ক্লান্তি আর বেঁচে থাকার আনন্দ। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে যে ছোট্ট ঘরটিতে বসে তিনি কথা বলছিলেন তার চার পাশ থেকে গুলির শব্দ আসছিল। একের পর এক মর্টার ও ট্যাংকের গোলা ছুটে যাচ্ছে জোবার এলাকার দিকে যেখানে বিদ্রোহী যোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছে।

গত কয়েক দিনের দামেস্কের আশপাশের ভয়াবহ যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়া এই সিরীয় সরকারি সেনা বলে, 'ওদের শত শত যোদ্ধা এখানে এসেছে। কেউ বা আত্মঘাতী গাড়ি নিয়ে এসেছে। আমরা যখন তাদের ওপর রকেট হামলা করতে চেষ্টা করলাম, ভূগর্ভস্থ টানেল থেকে (আরো অনেক) যোদ্ধা বের হয়ে এলো'। দামেস্ক আক্রমণ করতে আসা যোদ্ধাদের সংখ্যা সম্পর্কে তার সঙ্গীরা বলে, সব মিলে চার হাজার হতে পারে। এরা জাবহাত আল নুসরার সদস্য, এ সংগঠনটি এক সময় আলকায়দার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তারা এখন বাশার বিরোধী গ্রুপগুলোর নেতৃত্বদানকারীর অন্যতম।

'আমরা তাদের সাথে এত কাছ থেকে যুদ্ধ করেছি যে আমাদের একজন বিদ্রোহী যোদ্ধাকে বেয়নেট দিয়ে বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে হত্যা করেছে।'

গত সোমবার ভোরে যুদ্ধ শুরু করেছে এই সৈনিক, টানা তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর একটি গুলি এসে তার বাহুতে লাগে। সে এখনো জানে না এরপর কিভাবে সেখান থেকে ফিরে এসেছে। ইশারায় বোঝাল, আল্লাহর ইচ্ছায়ই সম্ভব হয়েছে। সন্ধ্যায় যুদ্ধ করতে করতে নগরীর আধা মাইলের মধ্যে চলে আসে বিদ্রোহীরা।

দামেস্কর পার্শ্ববর্তী যে এলাকায় গত সোমবার নুসরা ফ্রন্টের যোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছে, সেই জোবার একটি শিল্প এলাকা। পাথর ও লোহার কারখানা সমৃদ্ধ এই এলাকাটি এখন অবশ্য অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। সরকারি বাহিনীর পক্ষে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক, বিমান বিধ্বংসী কামান ও মর্টার অবিরাম গোলা বর্ষণ করে যাচ্ছে এলাকাটির উদ্দেশে। মৃত শিল্পকারখানাগুলোর ওপর আকাশ থেকে বোমা ফেলছে সিরিয়ার মিগ বোমারু বিমান।

কাশ্মিরে মন্ত্রীর বাড়িতে গেরিলা হামলা

২ পুলিশ আহত, রাইফেল লুট

দেশ ডেস্ক, ২৮ মার্চ : ভারত অধিকৃত জম্মু-কাশ্মিরের অনন্তনাগ জেলায় মন্ত্রী ফারুক আন্দ্রাবির বাড়িতে হামলা চালিয়েছে গেরিলারা। রোববার রাতে আচমকা ওই হামলায় দুই পুলিশ আহত হন। এ সময় গেরিলারা চারটি রাইফেল লুট করে পালিয়ে যায়।

মন্ত্রী ফারুক আন্দ্রাবি ওই সময় বাড়িতে ছিলেন না। তিনি পিডিপি প্রধান ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির ঘনিষ্ঠ। দক্ষিণ কাশ্মিরে ১২ ঘণ্টার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় হামলা। অন্য একটি সূত্রে প্রকাশ, গেরিলারা রোববার রাত সোয়া ১০টা নাগাদ অনন্তনাগের দুরু এলাকায় জম্মু-কাশ্মিরের হজ ও ওয়াকফ মন্ত্রী ফারুক আন্দ্রাবির বাড়ির বাইরে তার নিরাপত্তার জন্য তৈরি করা পুলিশ চৌকিতে হামলা চালায়। মন্ত্রী এ সময় বাসায় না থাকলেও তার মা-বাবা সেখানে থাকেন। হামলায় আহত পুলিশ কর্মীদের কাছাকাছি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গেরিলারা এ সময় গার্ড রুমে থাকা পাঁচটি রাইফেল নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে স্থানীয় পুলিশ, সেনাবাহিনী, স্পেশাল অপারেশ গ্রুপ এবং সিআরপিএফ বাহিনী গেরিলাদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে। এর আগে এক পুলিশ কর্মকর্তার বাড়িতে ঢুকে গেরিলারা তার ছেলে এবং ভাতিজাকে

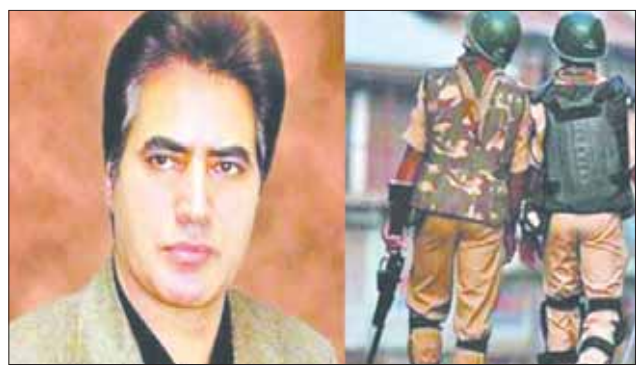

পণবন্দী করে। কিন্তু পরে তারা ওই দু'জনকে হুমকি দিয়ে মুক্ত করে দেয়। পুলিশ বলছে, গেরিলারা পুলিশ কর্মকর্তা এম সুবহান ভাটের বাসায় ঢুকে ভাঙচুর চালায় এবং তার ছেলে ও ভাতিজাকে অপহরণ করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

পুলিশের সূত্রে প্রকাশ, গেরিলারা বলেছে, তারা ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করতে চায় যিনি বর্তমানে যেখানে মাশারাত আলম বন্দী রয়েছেন সেই কারাগারে নিয়োজিত আছেন। পুলিশের মহানির্দেশক এস পি বৈদ্য বলছেন, ওই ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। রাজ্যে আসন্ন উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং আগামী ২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তাব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে।

একে ৪৭ রাইফেল ছিনতাইয়ের পর রেড অ্যালার্ট

এ দিকে সন্দেহভাজন গেরিলারা মাওলানা সাইয়েদ আতাহার দেহলবির নিরাপত্তারী পুলিশকর্মী মুহাম্মদ হানিফের কাছ থেকে এ কে ৪৭ রাইফেল কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। শনিবার রাতে হামলাকারীরা প্রথমে ওই নিরাপত্তারীর চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দেয় এবং পরে হকিস্টিক দিয়ে তাকে মারধর করে তার কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই ঘটনায় জম্মু শহরে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। আহত পুলিশ কর্মীকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের সন্দেহ অপরাধীদের সাথে সন্ত্রাসীদের সংযোগ থাকতে পারে। সন্দেহভাজন গেরিলারা জম্মুর ডোগরা চকে মন্দির-মসজিদ পয়েন্টের কাছে ওই নিরাপত্তারীর ওপরে হামলা চালায়। ওই ঘটনায় পুলিশ মাসুদ আহমদ মালিক এবং শহীদ নামে দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কিন্তু খোয়া যাওয়া রাইফেল এখনো উদ্ধার হয়নি।

দিল্লিভিত্তিক আলেম এবং আঞ্জুমান মিনহাজ এ রাসুল সংস্থার চেয়ারম্যান মাওলানা সাইয়েদ আতাহার দেহলবি ওই ঘটনায় রোববার তার নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছেন। তিনি আহত নিরাপত্তারীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি জম্মুতে এসেছিলেন। ক্যানাল রোডে রাজ্য গেস্টহাউজে মাওলানাকে পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফেরার পথে আক্রান্ত হন ওই নিরাপত্তারী। তিনি মাওলানার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছিলেন (পিএসও)। আগামী ২ এপ্রিল জম্মু সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে কথা মাথায় রেখে জম্মু শহরে রেড অ্যালার্ট জারি নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে। এ দিকে অন্য এক ঘটনায় শনিবার রাতে গেরিলারা শ্রীনগর কারাগারের পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল ভাটের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

সাঈদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ

বাংলা ইউকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুফি মিয়া ও কমিউনিটি নেতা ফারুক আলী।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এক্সেলসিয়র সিলেট-এর বিনিয়োগকারী পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সী হলের স্বত্তাধিকারী আব্দুল বারী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের মত আমরা দুজন সাঈদ চৌধুরীকে বিশ্বাস করে মোট ১ কোটি ১৬ হাজার ৮৪৫ টাকা এক্সেলসিয়র সিলেট-এ বিনিয়োগ করি। কিন্তু বিনিয়োগের সপ্তাহখানেকের মাথায় অনুষ্ঠিত প্রথম বোর্ড মিটিংয়ে গিয়ে আমরা হতাশ হই। প্রজেক্টে মোট বিনিয়োগকারী কত? মোট কত টাকা বিনিয়োগ সংগ্রহ করা হয়েছে কিংবা কোম্পানির আগের বোর্ড মিটিংয়ের মিনিটস কোথায়-এমন সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনো ডকুমেন্টারি জবাব দিতে পারেননি সাঈদ চৌধুরী। কেবল মুখের কথায় তিনি আমাদের আশ্বস্ত করতে চাইলেন। আমরা আমাদের বিনিয়োগের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা টের পেয়ে, ওই মিটিংয়ের পরপরই বিনিয়োগ ফেরত দিতে বলি। এরপর আমাদের অর্থ ফেরত দেয়ার জন্য বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেননি সাইদ চৌধুরীসহ কোম্পানির শীর্ষ ব্যক্তিরা। অর্থ ফেরত পাওয়ার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সংবাদ সম্মেলন করে বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, সাঈদ চৌধুরী তার মিডিয়া মহল লিমিটেডের মাধ্যমে বাংলাদেশের কোম্পানি এক্সেলসিয়র সিলেটের জন্য যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ সংগ্রহ করেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, এই কোম্পানির ১৭ একর জমির মালিকানা রয়েছে। এবং পাটানটোলায় আরও ৪৪ ডেসিমেল জায়গা রয়েছে। এসব জায়গা এক্সলসিয়র সিলেটের বিনিয়োগকারীদের মালিকানায় দেয়া হবে।

সাঈদ চৌধুরী আমাদের কাছ থেকে বিনিয়োগ সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজের সাংবাদিক পরিচয়টি তুলে ধরেন। তিনি বিভিন্ন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে তোলা ছবি আমাদের দেখান। ফলে তাঁকে আমরা একজন সাংবাদিক এবং কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবেই ধরে নিই।

সাঈদ চৌধুরী আমাদের বললেন যে, দ্রুত বিনিয়োগের টাকা দিতে। কারণ এক্সেলসিয়র সিলেট জাকারিয়া সিটি কিনে নিচ্ছে। বিনিয়োগের টাকা দিয়ে জাকারিয়া সিটি কেনার অর্থ পরিশোধ করা হবে। আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করে এবং যথাসম্ভব যাচাই বাছাই করে কয়সর খান এবং আমি (আব্দুল বারী) দুজনে পৃথকভাবে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে মোট ১ কোটি ১৬ হাজার ৮৪৫ টাকা বিনিয়োগ করি। আমাদের বিনিয়োগের অর্থ দেয়ার পরপরই জাকারিয়া সিটি টেকওভার সম্পন্ন হয়। সপ্তাহখানেকের মাথায় আমরা প্রজেক্ট দেখার জন্য বাংলাদেশে যাই। সেখানে আমরা প্রথম বোর্ড মিটিংয়ে যোগ দিই। এজেন্ডায় ছিল- কোম্পানির আগের সভার মিনিটস এপ্রুভ করা হবে। কিন্তু কোনো মিনিটস হাজির করা হয়নি। এজেন্ডায় ছিল- একাউন্টস পর্যালোচনা করা হবে। কিন্তু কোনো একাউন্টস পেপার নেই। মিটিংয়ে আমাদের বলা হলো- কোম্পানির ১৮ কোটি টাকা লোন আছে। আর মাসে কিস্তি পরিশোধ করতে হবে ১৮ লাখ টাকার উপরে। এমন তথ্য আমাদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। কথা ছিল- বিনিয়োগকারীদের টাকা দিয়ে জাকারিয়া সিটি কেনা হবে। তাহলে এত ব্যাংক লোন থাকবে কেন? আর যে কোম্পানিকে যাত্রার শুরুতে মাসে ১৮ লাখ টাকা ঋণ পরিশোধ করতে হবে- সেই কোম্পানি কীভাবে কতদিন টিকবে?

আমরা জানতে চাইলাম- প্রজেক্টে মোট শেয়ারহোলডার কত? মোট কত টাকা বিনিয়োগ সংগ্রহ করা হয়েছে? কত টাকা খরচ করা হয়েছে? এসব প্রশ্নের কোনো ডকুমেন্টারি জবাব সাঈদ চৌধুরী দিতে পারেননি।

ওই বোর্ড মিটিংয়ে এক্সেলসিয়র সিলেট লিমিটেডের উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাঈদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান শাহ জামাল এবং মার্কেটিং ডাইরেক্টর আহমদ আলীর কথাবার্তায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি ছিলো চরমে। এসব দেখে আমরা ওই মিটিংয়ের পরপরই আমাদের বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেয়ার দাবি জানাই।

এ ঘটনার পর বিনিয়োগকারী আব্দুল লতিফ জেপির মধ্যস্ততায় সাঈদ চৌধুরী এক সপ্তাহের মধ্যে ডাইরেক্টরদের তালিকা ও সংগৃহিত অর্থের হিসাব দিবেন বলে জানান। কিন্তু ওই সময় পার হয়ে যাওয়ার পর তিনি হিসাব দিতে আরও কয়েক দফা সময় নেন। কিন্তু হিসাব দিতে ব্যর্থ হন।

এরমধ্যে আমরা আরও কিছু অনিয়মের ব্যাপারে জানতে পারি। সাইদ চৌধুরী আমাদের বলেছিলেন তিনি কোনো বেতন-ভাতা নেন না। কিন্তু আমরা জানতে পারি তাঁর প্রতিষ্ঠিত আরেক কোম্পানি মিডিয়া মহলের মাধ্যমে বেতন, ভাতা, মার্কেটিং এবং অফিস খরচসহ নানা হিসাব দেখিয়ে মাসিক প্রায় ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে নিচ্ছেন।

সাঈদ চৌধুরী এর আগে এক্সেলসিয়র হাইটস নামে একটি কোম্পানি করেছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, এক্সলসিয়র হাইটস-এর পাটানটোলায় ৪৪ ডেসিমেল জায়গা আছে। ওই জায়গা এক্সেলসিয়র সিলেটের শেয়ার হোলডারদের নামে দেয়া হবে। কিন্তু তাঁর এমন প্রতিশ্রুতির কথা এক্সেলসিয়র হাইটস-এর বেশিরভাগ ডাইরেক্টররা জানতেন না। যার কারণে, ওই জায়গাগুলো এখনো এক্সেলসিয়র সিলেট লিমিটেডের নামে আসেনি। বরং ওই জায়গা নিয়ে ডাইরেক্টরদের সাথে সাঈদ চৌধুরীর বিবাদ চলছে।

১৮ জুলাই ২০১৪ তারিখে আ"মি (আবদুল বারী) সাঈদ চৌধুরীকে একটি ইমেইল পাঠাই। সেই ইমেইলে আমাদের অর্থ ফেরত দেয়ার লিখিত দাবি জানাই। সাথে এও বলি যে, তিনি যদি সঠিক নিয়ম মেনে কোম্পানি পরিচালনা করেন এবং আমাদের দেয়া কোম্পানি স্ট্রাকচার বাস্তবায়ন করেন, তাহলে আমরা শেয়ার রাখার কথা বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু বার বার সাঈদ চৌধুরীর কাছে ইমেইল প্রেরণ করলেও তিনি কখনো আমাদের ইমেইলের সঠিক জবাব দেননি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইমেইলের কোনো জবাবও দেননি।

সাঈদ চৌধুরীর যদি সত্যিকার অর্থে সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্য থাকতো, তাহলে তিনি সকল বিনিয়োগকারীর জন্য গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবসায়িক কাঠামো দাঁড় করাতে রাজি হতেন। কিন্তু আমাদের পরামর্শে তিনি কোনো কর্ণপাত করলেন না।

২০১৪ সালের ৭ জুলাই সাঈদ চৌধুরী আমার হলে (রয়্যাল রিজেন্সি) যান। আমার বিনিয়োগ ফেরত দেয়ার দাবি জানালে তিনি চার মাসের মধ্যে অর্থ ফেরত দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি একটি চুক্তিপত্র ড্রাফট করে তাঁর কাছে পাঠাই। একইসাথে আমি এবং সাঈদ চৌধুরীর এক পরিচিত সাংবাদিককেও ইমেইলটি পাঠাই। এবং ওই সাংবাদিককে অনুরোধ করি- সাঈদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করে যাতে তিনি ওই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর নিয়ে নেন। ওই সাংবাদিক আমাকে জানান, তিনি বার বার যোগাযোগ করেও সাঈদ চৌধুরীর স্বাক্ষর নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের কাছে লিখিত এভিডেন্স থাকা সত্ত্বেও প্রায় তিন মাস পর সাঈদ চৌধুরী তার প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করেন।

আমরা যখন নানাভাবে অর্থ আদায়ে চেষ্টা করি, চাপে পড়ে সাঈদ চৌধুরী ২০১৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কোম্পানির বোর্ডসভায় একটি সিদ্ধান্ত পাশ করিয়েছেন বলে জানান। ওই বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর অর্থ আদায়ের জন্য আমরা কমিউনিটির গণ্যমান্য কয়েকজনকে মধ্যস্থকারী নিয়ে সাঈদ চৌধুরীর সাথে বৈঠকে বসি এবং দ্রুত আমাদের অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানাই। সাঈদ চৌধুরী বলেন যে, তার গলায় ছুরি চালালেও তিনি পাঁচ মাসের আগে অর্থ ফেরত দিতে পারবেন না। কারণ কোম্পানির কাছে কোনো নগদ অর্থ নাই।

তখন মধ্যস্ততাকারীদের অনুরোধে আমরা তাকে আরও সময় দিতে রাজি হই। মধ্যস্তাকারীদের মাধ্যমে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। যাতে বলা হলো ৫ এবং ৭ মাসের মধ্যে যথাক্রমে আমার (আবদুল বারী) এবং কয়সর খানের অর্থ ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু তিনি আবারও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন।

মধ্যস্ততাকারীদের সাথে বৈঠকে সাঈদ চৌধুরী দাবি করেছিলেন কোম্পানির কাছে কোনো অর্থ নেই। কিন্তু তিন মাসের মাথায় আমাদের হাতে আসা একটি ডকুমেন্টে জানতে পারি, সাঈদ চৌধুরী এক্সলসিয়র সিলেট-এর ডাইরেক্টর মিটিংয়ে হিসাব দিয়েছেন যে, কোম্পানির হাতে নগদ ১ কোটি ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা রয়েছে। সাঈদ চৌধুরী এবং তাঁর সহযোগীদের মিথ্যাচারের এমন আরও অনেক উদাহরন আছে, যা এখানে সংক্ষিপ্ত সময়ে বলে শেষ করা যাবে না।

মধ্যস্ততাকারীদের মাধ্যমে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী অর্থ ফেরত না পেয়ে আমরা সংবাদ সম্মেলন করবো বলে মনস্থির করি। কিন্তু মধ্যস্ততাকারীদের অনুরোধে আমরা আবার আলোচনায় বসি। এ নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক হয়।

সর্বশেষ ১৬ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের বিনিয়োগকৃত টাকার সাথে আরও ১০ লাখ যোগকরে সাঈদ চৌধুরী মোট এক কোটি ১০ লাখ ১৬ হাজার ৭৮৩ টাকা পরিশোধ করবেন। চেক মারফর ১০ লাখ ১৬ হাজার ৭৮৩ টাকা অনতিবিলম্বে প্রদান করবেন। এবং বাকী টাকা ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধ করবেন। ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিলম্বমাসুল বাবদ আরও ৫ লাখ টাকা বাড়তি প্রদান করবেন।

এ বিষয়টি চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করার জন্য ২৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে পরবর্তী বৈঠকের দিন ধার্য্য করা হয়। কথা ছিলো, এই বৈঠকেই সাঈদ চৌধুরী চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং সমুদয় অর্থ পরিশোধের জন্য অগ্রীম চেক প্রদান করবেন।

কিন্তু ওই তারিখে মধ্যস্তকারীরা সবাই উপস্থিত হলেও সাঈদ চৌধুরী কিংবা তার পক্ষে কেউ ওই বৈঠকে হাজির হননি। মধ্যস্ততাকারীদের বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কোনো চেক দেননি এবং কোনো চুক্তিও করেননি। সাঈদ চৌধুরী কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বৈঠকে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করলেন।

কিছুদিন পর আমরা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানতে পারি, ২২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির একটি মিটিংয়ে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যারা বিনিয়োগ ফেরত চান তাদের বিনিয়োগ এক বছরের মধ্যে লাভসহ ফেরত দেয়া হবে। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ওই মিটিংয়ে সাঈদ চৌধুরী, সিরাজ হক, কাউন্সিলর আয়াছ মিয়া ও এম এ কাইয়ুমসহ অন্যান্য ডাইরেক্টররা উপস্থিত ছিলেন।

ওই ঘোষণা সত্ত্বেও আমাদের অর্থ ফেরত দেয়া তো দূরের কথা; আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগও করা হয়নি। নিজেরা মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে, সংবাদ মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্ত প্রচার করে, আবার নিজেরাই সেই সিদ্ধান্ত মানেননি। এমন আচরণকে ছলনা কিংবা প্রতারণা না বলে কী উপায় আছে?

এরপর আরও নানাভাবে মধ্যস্ততার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো কোম্পানির অন্য ডাইরেক্টরাও আমাদের অভিযোগ এবং বিনিয়োগ ফেরত চাওয়ার বিষয়টি জানেন। কিন্তু তাঁরাও বিষয়টি সূরাহায় জন্য দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেননি।

এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজনের কথা শুনে একজন বিনিয়োগকারী আমাকে টেক্সট করে অনুরোধ করেন, যাতে এই সংবাদ সম্মেলন না করি। কারণ কোম্পানির জরুরী সভায় নাকি সিদ্ধান্ত হয়েছে, ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আমাদের অর্থ ফেরত দেয়া হবে। আরও শতাধিক বিনিয়োগকারী নাকি অর্থ ফেরত চান। তাই আমরা সংবাদ সম্মেলন করলে ওই লোন আটকে যেতে পারে। এতে অর্থ ফেরত চাওয়া বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো- বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, কোন ভরসায় আমরা এবার সাঈদ চৌধুরীদের ওপর আস্থা রাখতে পারি। আমরা দীর্ঘ তিন বছর নানা চেষ্টা এবং অপেক্ষার পর বারবার প্রতারিত হয়ে এই সংবাদ সম্মেলন করতে বাধ্য হয়েছি।

আমরা সাঈদ চৌধুরীর একের পর এক মিথ্যাচার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অতিষ্ঠ। আমরা আমাদের অর্থ ফেরত পেতে কমিউনিটির সহযোগিতা চাই।

সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্য

এ ব্যাপারে এক্সেলসিয়র সিলেট-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাঈদ চৌধুরী সংবাদপত্রে প্রেরিত এক প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আব্দুল বারী ও কয়সর খান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য এক্সেলসিয়র সিলেটের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও মানহানিকর। এ ব্যাপারে কোম্পানী ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধনসহ মানহানীর মামলা করা হবে। প্রতিবাদ লিপিতে তিনি আরো বলেন, আব্দুল বারী ও কয়সর খান বিয়োগের আগে কয়েকদফা তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। প্রতিটি বৈঠকে ৩০/৪০টি লিখিত প্রশ্নের উত্তর নিয়েছেন। এসব বৈঠকে চ্যানেল এস টিভির প্রেজেন্টার ফারহান মাসুদ খান উপস্থিত ছিলেন। মূলত ফারহান মাসুদ খানই ব্যবসায়ী আব্দুল বারীকে এক্সেলসিয়রে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। ফারহান মাসুদ খানকে তাঁর এই পরিশ্রমের জন্য এক্সেলসিয়র সিলেট থেকে যথাযথ মুনাফাও বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক দেশ থেকে ফারহান মাসুদ খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মুনাফা প্রাপ্তির বিষয়ে পরিস্কার কিছু বলেননি। তিনি বলেন, সাঈদ চৌধুরী সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা। তাঁর বিষয়টি কমিউনিটির মানুষ বিচার করবেন। আমি তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য ও বৃটেনের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

মাত্র পাঁচদিনে বৃটিশ ভিসা সেবা চালু হচ্ছে

ভিসা'র সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা নয়াদিল্লি থেকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে থাকার বৈধতা নেই এমন বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ঢাকার অঙ্গীকারকে যুক্তরাজ্য স্বাগত জানিয়েছে। তাদের প্রত্যাবাসনে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ আশ্বাস দিয়েছে। আগামী বছরের প্রথমার্ধে দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজিক সংলাপ লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মের একটি চিঠি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের কূটনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান ও পার্মানেন্ট আন্ডারসেক্রেটারি স্যার সায়মন ম্যাকডোনালড গত ২৮ মার্চ মঙ্গলবার সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর কাছে ওই চিঠি হস্তান্তর করেন।

স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা প্রশ্নে দ্বিতীয় গণভোট অনুমোদন

দেশ ডেস্ক, ৩১ মার্চ : স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা প্রশ্নে দ্বিতীয় গণভোট আয়োজনের পক্ষে সমর্থন দিয়েছে স্কটিশ পার্লামেন্ট। স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার নিকোলা স্টার্জেন এ গণভোট আহ্বান করেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ ঘটার আগেই স্কটল্যান্ড এই গণভোট করতে চায়। নিকোলা স্টার্জেনের এমন প্রস্তাবের ওপর ভোট দেন স্কটিশ পার্লামেন্ট সদস্যরা। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন ৬৯ জন এমপি। বিপক্ষে ভোট দেন ৫৯ জন। নিকোলা বলেছেন, স্কটল্যান্ড কোন পথে যাবে তা অনুমোদনের জন্য এ ভোট প্রয়োজন ছিল।

ওদিকে এরই মধ্যে ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে এমন গণভোট হলে তা আটকে দেয়ার কথা বলেছে বৃটিশ সরকার।

গত সোমবার গ্লাসগোতে নিকোলা স্টার্জেনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে। সে সময়ই তিনি বলেছেন, এখন গণভোটের সময় নয়। কিন্তু নিকোলা বলেছেন, দ্বিতীয় গণভোটের জন্য তিনি যে অনুমোদন পেয়েছেন তা প্রশ্নাতীত।

বৃটেনের বিদায় ঘণ্টা

হয়। লিসবন চুক্তির অধীনে এই অনুচ্ছেদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। ওই লিসবন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত সব দেশই। ফলে ২০০৯ সালে তা আইনে পরিণত হয়। এই চুক্তি হওয়ার আগে কোনো দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়তে চাইলে তাদের সামনে কোনো আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই চুক্তির অধীনে ৫০ নম্বর অনুচ্ছেদটি খুবই ছোট্ট। তাতে রয়েছে মাত্র পাঁচটি প্যারাগ্রাফ। তাতে বলা হয়েছে, যে কোনো সদস্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে তা অবশ্যই ইউরোপীয়ান কাউন্সিলকে জানাতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়ার ক্ষেত্রে সমঝোতায় যেতে হবে। এ সমঝোতার জন্য দু'বছর সময় দেয়া হবে। যদি সব পক্ষ এই সময় বাড়াতে অসমর্থ হয় তাহলে নির্ধারিত দু'বছর শেষে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। যে কোনো বিচ্ছেদ বিষয়ক চুক্তি অবশ্যই ভাল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদন হতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাকি ২৭টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে শতকরা ৭২ ভাগের সমর্থন থাকতে হবে এতে।

গত বছর জুনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়ার প্রশ্নে গণভোট হয়েছে বৃটেনে। বৃটিশরা এতে তাদের সায় দিয়েছে। কিন্তু তারপরও অনুচ্ছেদ ৫০ সক্রিয় করতে দীর্ঘ বিলম্ব হয়েছে। প্রশ্ন থেকে যায় কেন? এক্ষেত্রে আইনি জটিলতা ছিল। আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে সরকারের উদ্যোগকে। সরকার চেয়েছিল পার্লামেন্টকে পাশ কাটিয়ে অনুচ্ছেদ ৫০ সক্রিয় করতে। কিন্তু সেই উদ্যোগে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ান গিনা মিলার নামের এক ব্যবসায়ী নারী। তিনি ও অন্য এক নারী সরকারের এ উদ্যোগকে চ্যালেঞ্জ জানালে আদালতে হেরে যান প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে। আদালত অনুচ্ছেদ ৫০ সক্রিয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্লামেন্টের অনুমোদন নিতে রায় দেয়।

সেরাদের সেরা ওরা

কথায় আছে, বুদ্ধিমত্তা আর সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ পারে না এমন কোনো কাজ নেই। একজন কঠোর পরিশ্রমী শিক্ষার্থী তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পৌঁছে যেতে পারেন সাফল্যের চূড়ায়। দেশের সেরা কয়েকটি বিদ্যাপীঠে পড়ে অসাধারণ ফলাফল করেছেন এমন কিছু মেধাবী মুখ নিয়েই আজকের আয়োজন।

জানাচ্ছেন ইফফাত ই ফারিয়া রঙ

তাদের এই 'তুমিই সেরা' বিশ্বাসটুকুই সব সময় একটা অন্যরকম উষ্ণতা, একটা নিরাপত্তাবোধ তৈরি করেছে

গতানুগতিক সিলেবাসের বাইরের যে শিক্ষা আমাদের শিক্ষকগণ আমাদের দিয়ে থাকেন সেগুলোই জীবনের আসল সম্পদ

নিজ পছন্দের বিষয়ে পড়া আর সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম আমার ছোট্ট অর্জনের অন্যতম কারণ

যখন প্রথম বর্ষে প্রথম হয়েছি শুনতে পাই, সেই সময় বাবা-মায়ের মুখের সেই প্রসন্ন হাসি দেখে নিজের স্বপ্নে যেন যোগ হয় নতুন এক মাত্রা

সাঈমা উল হুসনা

প্রথম শ্রেণিতে প্রথম
অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম সারির ছাত্রী থাকা সত্ত্বেও বাবা-মায়ের অনুপ্রেরণায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ বেছে নেই। স্কুলে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রথম গো"ন জিপিএ-৫ পেয়ে ভর্তি হই বিএএফ শাহীন কলেজে। এইচএসসিতে অল্পের জন্য গো"ন না পাওয়ায় ভেঙে পড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর শিক্ষকদের কথায় অনুপ্রাণিত হতাম। ২০১১-১২ সেশনে সিজিপিএ-৩.৯৩ পেয়ে প্রথম হই। আসলে মেধা নয়, সফলতার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। অবসর সময়ে বই পড়তে ও ব্যাডমিন্টন খেলতে পছন্দ করি। প্রিয় ব্যক্তি বা আদর্শ হিসেবে বাবাকেই বেছে নিয়েছি। বাবার অধ্যবসায় আর মায়ের ধৈর্যশীলতা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি। কখনো বিফল হলে ভেঙে না পড়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছি ভাইয়া আর আপুদের মাঝে। আল্লাহর কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমাকে এত সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার জন্য। ভবিষ্যতে শিক্ষকতায় যোগদান করার স্বপ্ন দেখি। দেশের জন্য নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখি। আমি মনে করি, গতানুগতিক সিলেবাসের বাইরের যে শিক্ষা আমাদের শিক্ষকগণ আমাদের দিয়ে থাকেন সেগুলোই জীবনের আসল সম্পদ। ভালো নম্বর বা পরীক্ষায় পাসের জন্য নয় বরং নতুন কিছু জানা ও সেটা জীবনে কাজে লাগানোর মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়াই লেখাপড়ার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করি।

ooo

বনশ্রী রানী

প্রথম শ্রেণিতে প্রথম
আইন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছোটবেলা থেকেই সব সময় চেষ্টা করেছি যে কোনো পরিস্থিতিতে পড়াশোনা ঠিক রেখে বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে। মানুষের পাশে থেকে তাদেরকে সেবা করার মাঝেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য নিহিত। আর তাই আইন বিষয়কে নিজের উচ্চতর ডিগ্রির জন্য নির্ধারণ করা। ফলাফল নিয়ে কখনোই চিন্তা করিনি বরং সর্বদা চেষ্টা করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটা জায়গা থেকে শিক্ষা নেওয়ার। যখন প্রথম বর্ষে প্রথম হয়েছি শুনতে পাই, সেই সময় বাবা-মায়ের মুখের সেই প্রসন্ন হাসি দেখে নিজের স্বপ্নে যেন যোগ হয় নতুন এক মাত্রা। তারপর থেকেই ফলাফল ধরে রাখার জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে চেষ্টা করেছি নিজেকে। মানুষের অধিকার রক্ষায় নিজের উদ্দেশ্য এবং কাজ সম্পর্কে নিজেকে আরো বেশি উদ্যমী করার সুযোগ পাই। এ সুবাদে ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত '১০০ ইয়ুথ ডেলিগেটস ২০১৬' অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়, যা কি না এখন পর্যন্ত আমার জীবনের সেরা প্রাপ্তি। ডিসেম্বরের ৪-১১ তারিখ ৮ দিনের ভারত ভ্রমণে যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে, কেবল নিজের ভালো লাগা, খারাপ লাগাকে প্রাধান্য না দিয়ে অন্যের মতামতের গুরুত্ব দিতে শেখায় এই ভ্রমণ। সব থেকে বড় প্রাপ্তি ছিল ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভবন 'দরবার হল' ভ্রমণ।

ঈশ্বরের কৃপা আর বাবা-মায়ের আশীর্বাদের পাশাপাশি স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা সব সময় সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে আশা করি। পেশাজীবনে প্রবেশ করা এখনো হয়নি। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে এলএলএম করছি। তবে ভবিষ্যতে যে পেশাতেই যাই না কেন সর্বদা চেষ্টা করব মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করতে।

ooo

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার। প্রথম হওয়ার কারণে বেশ কিছু পুরস্কারও জমা হয়েছে ঝুলিতে। ঢাবির ৪৯তম সমাবর্তনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট হতে স্বর্ণপদক প্রাপ্তি, সোয়েড-ডিইউ ট্রাস্ট স্বর্ণপদক, ডিনস অ্যাওয়ার্ড, ইডাফোস অ্যাওয়ার্ড এগুলো আমার জীবনের বিশেষ প্রাপ্তি। কিন্তু মামণি-আব্বুর স্বপ্ন ছিল মেয়ে বিসিএস ক্যাডার হবে। তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়েই পরে বিসিএস পরীক্ষা দেওয়া। মাস্টার্সের ক্লাস, থিসিসের কাজ, একই সঙ্গে বিসিএসের প্রস্তুতি নেওয়া, এই সময়টা বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু এই সময়টা ভালোভাবে উতরে যেতে পেরেছি আল্লাহর রহমত ছিল বলেই। আর সেই রহমত আমার জীবনে এসেছে আমার মামণি-আব্বুর ক্রমাগত উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা রূপে। অসংখ্যবার এমন হয়েছে পড়াশোনার চাপে পাগল হয়ে তাদের কাছে কান্না করছি, প্রতিবারই তারা দুজনে একটি কথাই বলেছেন, 'তুমি পারবে। আমার মেয়ে না পারলে কে পারবে?' তাদের এই 'তুমিই সেরা' বিশ্বাসটুকুই সব সময় একটা অন্যরকম উষ্ণতা, একটা নিরাপত্তাবোধ তৈরি করেছে। বর্তমানে ৩৫তম বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত।

নূর-ই-জান্নাত মীম

প্রথম শ্রেণিতে প্রথম
ইংরেজি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সত্য বলতে খুব ছোট থেকেই ইংরেজির প্রতি ভয়ঙ্কর দুর্বলতা কাজ করত। সেই থেকেই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হয়েও ইংরেজি বেছে নেওয়া। সাহিত্যের ভক্ত ছিলাম। কিন্তু এর প্রেমে পড়েছি ভর্তির পর। সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাই। মেডিক্যালে চান্স না পাওয়াতে ভেঙে পড়েছিলাম। কারণ বাবা-মা চাইত ডাক্তার হই। কিন্তু থেমে যাইনি। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ইংরেজি বিভাগ থেকে ৩.৮৮ পেয়ে কলা ও মানবিক অনুষদে প্রথম স্থান অধিকার করি। নিজেকে সফল মনে করি না। কারণ প্রিয় ব্যক্তিত্ব মা বলেন, এখানেই শেষ নয়, মাত্র শুরু। নিজ পছন্দের বিষয়ে পড়া আর সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম আমার ছোট্ট অর্জনের অন্যতম কারণ। বাবা-মা উভয়েই শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত। তাই একেই পেশা হিসেবে নেওয়ার ইচ্ছা আছে। ছোটবেলা থেকেই বই পড়তে ভালো লাগত, আজীবন পড়ালেখার মাঝেই থাকতে চাই।

একজন শামছুন নাহার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব বেগম শামছুন নাহার। ১৯৮৬ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগদানের মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৮-২০০০ মেয়াদে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে গাজীপুর সদর উপজেলায় কর্মরত থাকাকালে সাক্ষরতা আন্দোলন সফলভাবে পরিচালনা করেন এবং ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী বন্যাকালে ও বন্যা পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম, অবকাঠামো সংস্কারসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন।

তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব ও উপ-সচিব হিসেবে কর্মরত থাকাকালে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এ বিষয়ে তার সুনিপুণ কর্মতৎপরতা শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসসহ গড় আয়ু বৃদ্ধি বিষয়ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন (এমডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকাংশে সহায়তা করেছে। তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ বিষয়ক অনুবিভাগে উপ-সচিব থাকাকালে সফল আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে পরিচালক (ডাক) হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাকবিভাগের বিদ্যমান কেন্দ্রগুলো থেকে আধুনিক সেবা তথা ডিজিটাল সেবা, মানি ট্রান্সফার ইত্যাদি চালু করার পলিসি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেন।

২০০৯ সালে তিনি যুগ্ম সচিব হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বিএমইটির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। বিএমইটির দীর্ঘদিনের নিয়োগ/পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে তার অবদান অবিস্মরণীয়।

বেগম শামছুন নাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ও সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছে। তিনি মাহিদল বিশ্ববিদ্যালয়, থাইল্যান্ড হতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন। তিনি ইতালিস্থ আইএলও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ক্রয় ব্যবস্থাপনার উপর ডিপ্লোমা করেছেন এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ঢাকা হতে আইসিটি বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিতা এবং তার একজন কন্যা সন্তান রয়েছে।

অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার নয়

সারমিন আরা
পুষ্টিবিদ

খাবার শুধু উদর পূর্তির বিষয় কিংবা ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়, সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য এবং শারীরিক পুষ্টিকর চাহিদা মেটাতে সুষম খাবার প্রয়োজন। কিছু কিছু পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেলে তা স্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলজনক তো নয়ই, উল্টো ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। অপরিমিত পরিমাণে এসব খাবার খেলে নানা রকমের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও দেখা দেয়।

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরি একটি উপাদান হলো পানি। পানি না খেলে শরীরে দেখা দেয় নানা রকমের সমস্যা। কিন্তু অতিরিক্ত পানি খেলেও শরীরে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পানি খেলে শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা অনেক কমে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ অবস্থাকে বলা হয় ডায়লুটেশনাল হায়পোনাইট্রিমিয়া- যা কি-না প্রাণহানির কারণ হতে পারে। কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি গ্রহণ করা উচিত। নতুবা অতি মাত্রায় পানি গ্রহণে কিডনিতে চাপ সৃষ্টি হয় এবং কিডনি বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কমলা-টমেটো

কমলা কিংবা টমেটো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী দুটি খাবার। প্রচুর ভিটামিন সি আছে বলে এই খাবার দুটি আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট সিনাই গেস্ট্রোইন্টেস্টিনাল মটিলিটি সেন্টারের গবেষক জিনা স্যামের মতে, অতিরিক্ত টমেটো কিংবা কমলা খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী তো নয়ই, বরং ক্ষতিকর। এগুলোর অতিরিক্ত এসিডিক উপাদান শরীরে নানা রকমের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে যারা কিডনি রোগে আক্রান্ত তাদের এ ধরনের রসালো ফল খাওয়া নিষেধ। এমনকি সুস্থ শরীরে দিনে দুটি টমেটো ও দুটির বেশি কমলা খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

পালং শাক

সুস্থ থাকার জন্য প্রচুর সবুজ শাক-সবজি খাওয়া উচিত। তেমনই একটি স্বাস্থ্যকর শাক হলো পালং। পালং শাকে আছে প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইবার। তাই পালং শাক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু পালং শাকও অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে নানা রকমের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। পালং শাকে আছে অক্সালেট নামের একটি উপাদান, যা কিডনিতে পাথর সৃষ্টি করতে পারে। তাই অতিরিক্ত পালং শাক না খাওয়াই ভালো। শুধু পালং শাক নয়, মাটির নিচের সবজি বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলা, ওলকপি এসবও অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়।

কম ফ্যাটযুক্ত প্রাণিজ প্রোটিন

প্রোটিন শরীরের জন্য একটি জরুরি উপাদান। বিশেষ করে চিকেন ব্রেস্ট, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি কম ফ্যাটযুক্ত প্রাণিজ প্রোটিন শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু এ ধরনের প্রাণিজ প্রোটিনও অতিরিক্ত খেলে শরীরে গ্রোথ ফ্যাক্টর ১ নামের একটি হরমোন উৎপন্ন হয়, যা দ্রুত বয়স বাড়িয়ে দেয় এবং এ অবস্থা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

> শুধু পালং শাক নয়, মাটির নিচের সবজি বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলা, ওলকপি এসবও অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়।

জেনে নিন

ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি

ডা. মো. জাহেদ হোসেন
নিউরো সার্জন ও স্পাইন সার্জন

ডায়াবেটিস আমাদের একটি অতি পরিচিত রোগ। সমাজের অনেক লোক এই রোগে ভুগছেন। শরীরের প্রায় সব অঙ্গের ওপর ডায়াবেটিসের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্রও এর বাইরে নয়।

ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি বলতে বোঝায় স্নায়ুতন্ত্রের ওপর ডায়াবেটিসের নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াজনিত প্রভাব। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে দীর্ঘদিনে ধীরে ধীরে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি দেখা দেয়।

অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত এমন কি অনিয়মিতভাবে নিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে ১০-১৫ বছর সময়ের মধ্যে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথিক দেখা দিতে পারে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের মধ্যেই ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি দেখা দেয়।

যে কারণে হয় : ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির প্রকৃত কারণ খুব ভালোভাবে জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, রক্তে গ্লুকোজের আধিক্যই এর কারণ। যেসব রোগীর ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে না তারাই মূলত নিউরোপ্যাথির শিকার হন। প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ ডায়াবেটিক রোগী নিউরোপ্যাথিতে আক্রান্ত হন।

প্রকারভেদ : ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি কয়েক রকমের হতে পারে। যেমন-
- পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি
- প্রক্সিমাল নিউরোপ্যাথি ষঅটোনমিক নিউরোপ্যাথি
ষফোকাল নিউরোপ্যাথি

পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি : ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। এতে হাত ও পায়ের নিচের দিকের অংশ অর্থাৎ কনুইয়ের নিচে এবং হাঁটুর নিচের দিকের অংশে ব্যথা করা, জ্বালাপোড়া করা, ঝিনঝিন করা ও অবশ লাগা ভাব হয়। আঘাত লাগলে বা পুড়ে গেলে ব্যথা পাওয়া যায় না। সে কারণে পায়ে প্রায় ঘা হয়, পচন ধরে যে কারণে অনেক সময় পা কেটেও ফেলতে হয়। ডায়াবেটিসে রক্তনালি সরু হয়ে যায় বলে রক্ত চলাচল কম থাকায় ঘা সহজে শুকায় না।

প্রক্সিমাল নিউরোপ্যাথি : এতে হাত ও পায়ের ওপরের দিকের অর্থাৎ উরু বস্তিদেশ ও বাহুর মাংসপেশির দুর্বলতা দেখা যায় এবং মাংসপেশি শুকিয়ে যায়। এটা সাধারণত বয়স্ক মানুষদের হয় এবং চিকিৎসায় আরোগ্য হয়।

অটোনমিক নিউরোপ্যাথি : অটোনমিক নিউরোপ্যাথি হলে হৃৎপিণ্ডের গতির অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, রক্তচাপ কমে যায়। পেট ফেঁপে থাকে, পাতলা পায়খানা হয়, বমি বমি ভাব হয়, চোখে ঝাপসা লাগে, প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয় এবং যৌন ক্রিয়ার সমস্যা হয়। প্রস্রাবে সংক্রমণ বেশি হয়।

ফোকাল নিউরোপ্যাথি : যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট নার্ভে সমস্যা দেখা দেয় তখন তাকে ফোকাল নিউরোপ্যাথি বলে। যেমন- শুধু হাত বা পায়ে সমস্যা হতে পারে।

চিকিৎসা : ডায়াবেটিসের চিকিৎসা হচ্ছে মূলত ক) ডায়েট বা পথ্য খ) শৃঙ্খলিত জীবন গ) ওষুধ। প্রতিরোধই হচ্ছে মূলত ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির মূল চিকিৎসা।

তাই ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথির চিকিৎসা হলো:
ষকঠোরভাবে যথাযথ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ
ষনিয়মিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা।
ষনিউরোপ্যাথির উপসর্গগুলোর চিকিৎসা। যেমনথ ব্যথার ওষুধ, নিউরো ভিটামিন ইত্যাদি।
ষরক্তের চর্বি নিয়ন্ত্রণে রাখা।
ষঅটোনমিক নিউরোপ্যাথির রোগীদের নিয়মিত হৃদরোগ বিশেজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ডায়াবেটিস রোগীর পায়ের যত্ন : ডায়াবেটিস রোগীর পায়ে যাতে কোনো আঘাত না লাগে, এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। পায়ের জুতা নির্বাচনেও সতর্ক থাকতে হবে।

হাইড্রোকেফালাস বা বড় মাথার রোগী

ডা. আহমেদ হোসেন চৌধুরী হারুন

হাইড্রোকেফালাস বা মাথা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বড় এমন রোগী প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। এই রোগ হয় মাথার ভেতর রক্তপ্রবাহ ছাড়াও গহ্বর বা ভেন্ট্রিকলগুলো থেকে নিঃসৃত রস বা সিএসএফ যদি বেশি বের হয় বা রস যদি সঠিকভাবে অ্যাবসর্বশন বা আত্তীকরণ না হয়। সিএসএফ জমে জমে মাথার ভেতরের গহ্বরের আকার বড় করে দেয়, যা বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় মাথা বড় হয়ে যাচ্ছে। হাইড্রোকেফালাস দুই প্রকারের। অবস্ট্রাকটিভ হাইড্রোকেফালাস ও কমিনিডেটিং হাইড্রোকেফালাস।

কারণ

- জন্মগতভাবে গহ্বরগুলোর সংযুক্ত নালি বন্ধ থাকা।
- কেয়ারি মেলফরমেশন বা রস আত্তীকরণ ফরামেন লুসকা ও মেজেন্ডি শুকিয়ে যাওয়া।
- সুপ্রাটেন্টোরিয়াল টিউমার সৃষ্টি হওয়া।
- গহ্বরের ভেতরে রক্তক্ষরণ বা পুঁজ জমা বা অ্যাবসেস হওয়া।
- জীবাণু জমে বা মস্তিষ্কের অপারেশনের পর ব্রেইনের আবরণের মধ্যে প্রদাহগত ফলাফলে আবরণের পুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়া।
- প্রোটিন বৃদ্ধির জন্য মস্তিষ্কের ভেতরে সিএসএফ রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়া।
- হাইড্রোকেফালাস বা গহ্বরগুলো বৃদ্ধির জন্য মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের যেমন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী অংশ, সংবেদনশীল নিয়ন্ত্রণকারী অংশ, শ্রবণ অংশ ইত্যাদির ওপর প্রভাব পড়ে।

লক্ষণ

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে–
- ছোট বাচ্চাদের ক্রমাগত মাথার আকৃতি বড় হয়ে যাওয়া।
- মাথার চামড়া পাতলা হয়ে যাওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে চামড়ায় রক্তনালিগুলো ভেসে ওঠা।
- বাচ্চার অতিরিক্ত বমি হওয়া।
- বিরক্ত বেশি হওয়া।
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।
- বাচ্চাদের বৃদ্ধির ঘাটতি দেখা দেওয়া।
- মানসিক প্রতিবন্ধীর মতো আচরণ করা।
- মাথার আকার বড় হয়ে যাওয়ায় চোখের পাতা নিচের দিকে নুয়ে পড়া।
- ওপরের দিকে তাকাতে অসুবিধা হওয়া।

বড়দের ক্ষেত্রে–
- সব সময় মাথাব্যথা থাকা।
- প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অনুভূতি হওয়া।
- কোনো কিছু দ্রুত ভুলে যাওয়া।
- হাঁটতে অসুবিধা।
- প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা।

চিকিৎসা

- মস্তিষ্কের গহ্বরের পানি বের করা।
- মস্তিষ্কের গহ্বরের সঙ্গে পেটের ভেতরের আচ্ছাদনের সংযোগ স্থাপন করা, যা ভিপিসান্ট নামে পরিচিত।
- লাম্বার পাংকচার করে সিএসএফ বের করা।
- তৃতীয় গহ্বরের ভেতরে টিউমার বা সংকুচিত হওয়ার কারণ খুঁজে চিকিৎসা প্রদান করা।

সহকারী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল নিউরোলজি
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation
- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal
This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

দ্বীনি শিক্ষার ভবিষ্যৎ

ডা: সাখাওয়াত হুসাইন

মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের নামে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক চালুর মাধ্যমে আলিয়া নেসাবের মাদরাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে মাদরাসা শিক্ষা অকার্যকর করার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। আরবি সাহিত্য, কুরআন-হাদিস, ফিকহ, নাহু-ছরফসহ কয়েকটি বিষয় ছাড়া বাকি সবক্ষেত্রে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হচ্ছে। বইয়ের কাভারে ইবতেদায়ি বা দাখিল লেখা থাকলেও বই মূলত স্কুলের। শিক্ষার্থীদের হাতে যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া হয়েছে, তাতে মাদরাসাছাত্রদের হিন্দুত্ববাদ পড়তে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ইসলামি চেতনাসম্পন্ন প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা বাদ দিয়ে সেখানে দেয়া হয়েছে পৌত্তলিকতাবাদী ও নাস্তিক্যবাদী গল্প-কবিতা। মাদরাসার সিলেবাসেও একইভাবে পরিবর্তন আনা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলা সাহিত্য বইয়ের ১৪৪টি কবিতা ও গল্পের মধ্যে ৭৫টি অমুসলিম ও ধর্মহীন ব্যক্তিদের। বাকি ৬৯টি গল্প-কবিতার মধ্যে স্থান পায়নি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি ফররুখ আহমদ, কায়কোবাদ, গোলাম মোস্তফাসহ আরো অনেকের ইসলামি ভাবধারার গল্প-কবিতা।

এক শ্রেণীর লোক একমুখী শিক্ষার কথা বলে মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকে যেমন, ডাক্তারি পড়তে হলে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হয়। সেখানে মেডিক্যালের বিষয়ের প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয়। ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় অথবা পলিটেকনিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হয়। সেখানে ওই বিষয়গুলো পড়লে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়। এমনিভাবে প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য নিজ নিজ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তাহলে কেউ কুরআন-সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ আলেম হতে চাইলে তাকে অবশ্যই মাদরাসায় পড়তে হবে। মাদরাসার শিক্ষার্থীরা আগে দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেবেন, এটাই স্বাভাবিক।

সরকার মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষাকে একীভূত করার দিকেই এগোচ্ছে। একজন অভিভাবক বা শিক্ষার্থী যখন দেখবেন মাদরাসা ও স্কুল-কলেজের বই অভিন্ন, তখন মাদরাসায় পড়া ও পড়ানোর আগ্রহ হারাবেন। ফলে মাদরাসায় শিক্ষার্থী কমে যাবে। তখন মাদরাসা বন্ধের জন্য কোনো ঘোষণা দিতে হবে না। যারা মাদরাসাছাত্রদের 'সমান অধিকার' দেয়ার কথা বলে অভিন্ন সিলেবাস পড়তে বাধ্য করছেন, একজন মাদরাসার ছাত্র মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আগের কোর্স কারিকুলাম পড়ে যে যোগ্যতা অর্জন করত সেখানে সমস্যা কী ছিল? মাদরাসার ছাত্ররা বাংলা ও ইংরেজি পড়েই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে– দারুণ নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসার এক ছাত্র আরিফুল ইসলাম ২০০৯-১০ সেশনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খ ও ঘ ইউনিটে মেধা তালিকায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও রাজনীতি, ভূগোল ও পরিবেশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে, অর্থনীতিতে, সাংবাদিকতায় ও লোকপ্রশাসনে মেধাতালিকায় প্রথম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন মুসলিম বিধানে মেধাতালিকায় প্রথম, বিবিএতে মেধাতালিকায় প্রথম ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে মেধা তালিকায় ছিল। এ রকম অনেক ছাত্রের নাম দেয়া যাবে যারা মাদরাসায় পড়েই মেডিক্যালে, বুয়েটে, কারিগরি, কৃষিতে ভালো ফল করছে। তাহলে মাদরাসায় অভিন্ন সিলেবাস পড়ানোর উদ্দেশ্য মাদরাসাছাত্রদের উন্নয়ন নয়, এ শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করার গভীর চক্রান্ত বলে আশঙ্কা হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রস্তাবিত আইনে মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে দাখিল ও আলিমপর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ পরিচিতি এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কওমি মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং কওমি মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ নেয়ার কথা আইনে উল্লেখ রয়েছে।

খসড়া শিক্ষা আইনের ৭ এর ২, ৩, ১১ ও ১২ নম্বর উপধারায় বর্ণিত নির্ধারিত পাঠ্যসূচির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এনসিটিবির অনুমোদন ছাড়া স্কুল বা মাদরাসায় পাঠ্যবই পড়ানোর সুযোগ থাকবে না। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এর মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত করা হলো।

কিভাবে বইগুলো বদলে ফেলা হয়েছে দেখা যাক। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে আপত্তিকর অনুপ্রবেশের বিষয়গুলো হচ্ছে– ১. দ্বিতীয় শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে 'সবাই মিলে করি কাজ' শিরোনামে শেষ নবী সা:-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। ২. তৃতীয় শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে 'খলিফা হজরত আবু বকর' শীর্ষক জীবনচরিত। ৩. চতুর্থ শ্রেণী– খলিফা হজরত ওমরের জীবনচরিত বাদ। ৪. পঞ্চম শ্রেণী– 'বিদায় হজ' নামক শেষ নবী সা: সংশ্লিষ্ট লেখাটি বাদ দেয়া হয়েছে। ৫. পঞ্চম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে কাজী কাদের নেওয়াজের লিখিত 'শিক্ষা গুরুর মর্যাদা' নামক বিখ্যাত কবিতা। এতে বাদশাহ আলমগীরের মহত্ত্ব এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, তা বর্ণনা করা হয়েছে। ৬. পঞ্চম শ্রেণী– শহীদ তিতুমীর নামক লেখা বাদ দেয়া হয়েছে। ৭. ষষ্ঠ শ্রেণী– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত 'সততার পুরস্কার' নামক একটি ধর্মীয় শিক্ষণীয় ঘটনা বাদ দেয়া হয়েছে। ৮. ষষ্ঠ শ্রেণী– মহাকবি কায়কোবাদের লেখা 'প্রার্থনা' কবিতাটি বাদ দেয়া হয়েছে। ৯. সপ্তম শ্রেণী– বাদ পড়েছে 'মরু ভাস্কর' নামক শেষ নবী সা:-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। ১০. অষ্টম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে 'বাবরের মহত্ত্ব' কবিতাটি। ১১. অষ্টম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে বেগম সুফিয়া কামালের লেখা 'প্রার্থনা' কবিতা। ১২. নবম-দশম শ্রেণী– সর্বপ্রথম বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের লেখা 'বন্দনা' নামক ইসলাম ধর্মভিত্তিক কবিতা। ১৩. নবম-দশম শ্রেণী– এরপর বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি 'আলাওল'-এর ধর্মভিত্তিক 'হামদ' নামক কবিতাটি। ১৪. একই শ্রেণী– আরো বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি আব্দুল হাকিমের লেখা বিখ্যাত 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি। ১৫. নবম-দশম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে 'জীবন বিনিময়' কবিতাটি। এটি মুঘল বাদশাহ বাবর ও তার পুত্র হুমায়ুনকে নিয়ে লেখা। ১৬. নবম-দশম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে নজরুলের লেখা বিখ্যাত 'উমর ফারুক' কবিতাটি। স্কুলের নতুন পাঠ্যবইয়ে নিচের বিষয়গুলো যুক্ত করা হয়েছে– ১. পঞ্চম শ্রেণী– হুমায়ুন আজাদ লিখিত 'বই' নামক কবিতা, যা মূলত পবিত্র কুরআনবিরোধী। ২. ষষ্ঠ শ্রেণী– প্রবেশ করানো হয়েছে 'বাংলাদেশের হৃদয়' নামক একটি কবিতা। এখানে রয়েছে 'দেবী দুর্গা'র প্রশংসা। ৩. ষষ্ঠ শ্রেণী– সংযুক্ত হয়েছে 'লাল গরুটা' নামক একটি ছোট গল্প, যা দিয়ে শেখানো হচ্ছে গরু হচ্ছে মায়ের মতো। ৪. নবম-দশম শ্রেণী– প্রবেশ করেছে 'আমার সন্তান' নামক একটি কবিতা। এটি হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কিত 'মঙ্গল কাব্য'-এর অন্তর্ভুক্ত, যা দেবী অন্নপূর্ণার প্রশংসা ও তার কাছে প্রার্থনাসূচক কবিতা। ৫. নবম-দশম শ্রেণী– অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতের পর্যটন স্পট 'পালামৌ'-এর ভ্রমণ কাহিনী। ৬. নবম-দশম শ্রেণী– পড়ানো হচ্ছে 'সময় গেলে সাধন হবে না' শিরোনামে বাউলদের বিকৃত যৌনাচারের কাহিনী। ৭. নবম-দশম শ্রেণী– 'সাঁকোটা দুলছে' শিরোনামের কবিতা দিয়ে '৪৭-এর দেশভাগকে হেয় করা হয়েছে, যা দিয়ে কৌশলে 'দুই বাংলা এক করে দেয়া', অর্থাৎ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এই গল্প, কবিতাগুলো কেন বাদ দেয়া হলো তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। সহজেই বোঝা যায় ইসলাম, মুসলিম কিংবা ইসলামের মর্মবাণীর সাথে সম্পৃক্ত কোনো কিছু যাতে শিক্ষার্থীরা পড়তে না পারে সেই উদ্দেশ্যে এগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। এনসিটিবি ইসলামমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

লেখক : প্রবন্ধকার

> সরকার মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষাকে একীভূত করার দিকেই এগোচ্ছে। একজন অভিভাবক বা শিক্ষার্থী যখন দেখবেন মাদরাসা ও স্কুল-কলেজের বই অভিন্ন, তখন মাদরাসায় পড়া ও পড়ানোর আগ্রহ হারাবেন। ফলে মাদরাসায় শিক্ষার্থী কমে যাবে। তখন মাদরাসা বন্ধের জন্য কোনো ঘোষণা দিতে হবে না। যারা মাদরাসাছাত্রদের 'সমান অধিকার' দেয়ার কথা বলে অভিন্ন সিলেবাস পড়তে বাধ্য করছেন, একজন মাদরাসার ছাত্র মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আগের কোর্স কারিকুলাম পড়ে যে যোগ্যতা অর্জন করত সেখানে সমস্যা কী ছিল?

মাসআলা-মাসাইল বিভাগে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

সুপ্রিয় পাঠক, সাপ্তাহিক দেশ-এর নিয়মিত বিভাগ মাসআলা-মাসাইল-এ আপনার যে কোনো ধর্মীয় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব ড. আবুল কালাম আজাদ আপনার প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দিচ্ছেন। নিচের ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা ইমেইলে আজই আপনার প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন।

Weekly Desh
65 New Road, London E1 1HH.
Email: kalamahsan@hotmail.com

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু
৩১ মার্চ	শুক্রবার	৫:০৩	৬:৩৫	০১:১০	৫:৩০	৭:৩৫	৮:৫২
০১ এপ্রিল	শনিবার	৫:০১	৬:৩৩	০১:০৯	৫:৩২	৭:৩৭	৮:৫৪
০২ এপ্রিল	রবিবার	৪:৫৮	৬:৩০	০১:০৯	৫:৩৩	৭:৩৯	৮:৫৬
০৩ এপ্রিল	সোমবার	৪:৫৬	৬:২৮	০১:০৯	৫:৩৪	৭:৪০	৮:৫৬
০৪ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:৫৪	৬:২৬	০১:০৮	৫:৩৫	৭:৪২	৮:৫৮
০৫ এপ্রিল	বুধবার	৪:৫২	৬:২৪	০১:০৮	৫:৩৬	৭:৪৪	৯:০০
০৬ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	৪:৪৯	৬:২১	০১:০৮	৫:৩৮	৭:৪৫	৯:০১

বাংলাদেশকে ঠেকাতে সবুজ উইকেট!

ঢাকা, ২৮ মার্চ : জয়ের সমন্বয়টা ভাঙতে নেই। ক্রিকেটের পৃথিবীতে খুব প্রচলিত কথা, জনপ্রিয়ও। কিন্তু কে কবে এটা অক্ষরে অক্ষরে মানতে পেরেছে?

ম্যাচের পরিস্থিতি বদলে যায়, উইকেটের চরিত্র পাল্টায়। ন্যাড়া উইকেট ছেড়ে

ঘাসের আচ্ছাদন গায়ে মেখে সামনে দাঁড়ায় উইকেট। তীব্র দহনের পর হঠাৎ বৃষ্টির ছোঁয়ায় পা" যায় পরিবেশ। দল তখন বদলাতেই হয়। বিরাট কোহলি ভারতকে এত এত রত্নখচিত সাফল্য এনে দিয়েছেন টেস্টে, অথচ একই দল নিয়ে টানা দ্বিতীয় টেস্টে তিনি নামেননি!

বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফির মুখেও কাল শোনা গেল, 'আমরা গত দুই বছরে সব সময়ই উইনিং কম্বিনেশন ভেঙেছি। সুতরাং উইনিং কম্বিনেশন ভাঙা যাবে না বা ধরে রাখতে হবে, এটা নিয়ে আমরা ভাবি না।'

অধিনায়কের কথায় ইঙ্গিত, ডাম্বুলায় আজ দ্বিতীয় ম্যাচের একাদশ বদলাতেই পারে। শ্রীলঙ্কার একাদশ বদলাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়ানোর তীব্র তাড়না বা আকাঙ্ক্ষা তাদের বাধ্যই করছে এটি করতে। পরাজিত দল সব সময়ই এটা করতে চায়। তবে ঘটনা যা, দলবদলের আগে স্বাগতিক দল উইকেটটাও হয়তো বদলাচ্ছে। ২২ গজে সবুজের ছোঁয়া, সন্ধ্যার মুখে একটু পানি দেওয়া–কিসের ইঙ্গিত? সুইং বোলিংয়ের উপযোগী উইকেট বানিয়ে বাংলাদেশের জয়ের রথ আটকে দেওয়ার কৌশল! মাশরাফি এ নিয়েও ভাবেন না। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ বোলিংয়েও ছিল শ্রেয়তর দল। এমনকি যে ফি"ং ছিল একসময় শ্রীলঙ্কার উজ্জ্বল দিক, সেখানেও তারা ধূসর।

প্রথম ম্যাচের স্কোরকার্ড হয়তো দেখায়, মোস্তাফিজ বেশি রান দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বল খেলতে সমস্যাই হয়েছে শ্রীলঙ্কান ব্যাটসম্যানদের। অনেক সময় অনুমানের ওপর ব্যাট চালিয়েছেন চান্ডিমাল-পেরেরারা। তাসকিনের বল তো কখনো কখনো ঝরিয়েছে আগুন। দ্রুততম গতির বলটি (১৪৭ কিলোমিটার) বেরিয়েছে তাঁর হাত থেকেই। একই সঙ্গে মাশরাফি ও মিরাজ করেছেন নিয়ন্ত্রিত বোলিং।

মাশরাফি জানেন, শ্রীলঙ্কা সিরিজে ফিরতে মরিয়া। জেতার জন্য যত রকম কৌশল নেওয়া সম্ভব, সবই তারা নেবে। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট ম্যানেজার অশাঙ্ক গুরুসিনহা তো কাল সংবাদ সম্মেলনে বলেই গেছেন, এ ম্যাচ তাদের কাছে 'ফাইনাল'। বাংলাদেশ অধিনায়কের অনুমান, উইকেটে কিছুটা ঘাস শেষ পর্যন্তও থেকে যেতে পারে। সবকিছুই পূর্বাপর ভেবে রেখেছেন তিনি, যে জন্য প্রস্তুত যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে, 'বোলারদের আত্মবিশ্বাস আছে। উইকেট যা-ই হোক, আমরা তৈরি।'

প্রথম ম্যাচের উইকেটে কিন্তু পেস-স্পিন দুটিই কাজ করেছে। বাংলাদেশ দলে সমন্বয়টা দারুণ ছিল বলে সমস্যা হয়নি একেবারেই। দ্বিতীয় ম্যাচে উইকেট বদলে গেলে, কতটুকুই বা বদলাবে, দিন তো আর রাত হবে না। বাংলাদেশ তিন পেসার নিয়ে খেলছে, বাড়তি একজন পেসার নেবে কি? নাকি একজন পেসার কমিয়ে বাড়তি একজন স্পিনার? সেসবের কোনো উত্তর নেই মাশরাফির কাছে। সকালে উইকেট দেখে তবেই সিদ্ধান্ত। যদিও বলে গেলেন, বাংলাদেশ জয়ী দলটিকেই ধরে রাখার ব্যাপারে রক্ষণশীল নয়। মাশরাফি আরও পিছিয়ে গিয়ে একটা বড় উদাহরণ দিতে পারতেন। যেটি হাথুরুসিংহে আসার নয় বছর আগের ঘটনা। সেই যে, ২০০৫ সালে কার্ডিফে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে স্মরণীয় জয়ের পরও বাংলাদেশ পরিবর্তন এনেছিল জয়ী দলে। সেই ম্যাচের একাদশ থেকে নাফিস ইকবালকে বাদ দিয়ে নেওয়া হয়েছিল শাহরিয়ার নাফীসকে। ঘটনাচক্রে কার্ডিফের ওই ম্যাচটাই হয়ে গেছে নাফিস ইকবালের শেষ ওয়ানডে।

বাংলাদেশ জয়ের সমন্বয় ভাঙে আরও বড় জয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। সেটি আজ ভাঙুক বা না ভাঙুক, আজ জিতলে সত্যিকারের এক বড় দলের বিপক্ষে তাদের মাঠেই হবে প্রথম সিরিজ জয়ের উৎসব। সচেতনভাবেই এখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ের প্রসঙ্গটা রাখা হচ্ছে দূরে। মাশরাফি এ কথাটাই হয়তো বলতে চেয়েও বলেননি।

কেন উইলিয়ামসনের কীর্তি ক্রোকে ছাড়িয়ে, ক্রোয়ের পাশে

ঢাকা, ২৮ মার্চ : নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট শুনলে সবার আগে চোখের সামনে দুজন মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। বোলিংয়ে রিচার্ড হ্যাডলি আর ব্যাটিংয়ে মার্টিন ক্রো। প্রথমজনকে সরিয়ে দেওয়ার ধারেকাছেও কেউ যেতে পারেননি। তবে ক্রো নিজেই বলেছিলেন, একদিন তাঁকে ভুলিয়ে দেবেন কেন উইলিয়ামসন। বর্তমান অধিনায়ক এখনো সে চূড়ায় উঠতে পারেননি। তবে এক কীর্তিতে কাল পূর্বসূরিকে ছুঁয়ে ফেলেছেন উইলিয়ামসন, ছাড়িয়ে গেছেন অন্য এক কীর্তিতে।

সেডন পার্কে কাল উইলিয়ামসন পেয়েছেন ক্যারিয়ারের ১৭তম টেস্ট সেঞ্চুরি। যে সেঞ্চুরি তাঁকে বসিয়েছে ক্রোর পাশে। নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ড এখন এই দুজনের। পুরো দিনে ২১৬ বল খেলে অপরাজিত ১৪৮ রান করেছেন উইলিয়ামসন। ক্রোর পাশে বসেছেন ১৫১তম বলে। ইনিংসের দশম চারে পৌঁছে যান তিন অঙ্কে। তবে এর আগে ক্রোকে ছাড়িয়ে যেতে চার নয়, একেবারে ছক্কাই মেরেছিলেন। ভারনন ফিল্যান্ডারকে পুল করে ৫৭ থেকে ৬৩-তে পৌঁছানোর পথেই টেস্টে ৫ হাজার রান হয়ে গেছে তাঁর। এ মাইলফলক ছুঁতে ক্রোর লেগেছিল ১১৭ ইনিংস। উইলিয়ামসনের লাগল ১১০ ইনিংস। অধিনায়কের রেকর্ডময় দিন শেষে ৪ উইকেটে ৩২১ রান নিউজিল্যান্ডের। তৃতীয় দিন শেষে ৭ রানে এগিয়ে স্বাগতিকেরা।

যেভাবে উইলিয়ামসন ব্যাটিং করেছেন, সেটাও ছিল দেখার মতো। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় উইকেটে রেকর্ড ১৯০ রানের জুটিতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন জিত রাভাল। উইলিয়ামসন যেখানে প্রায় ৭০ স্ট্রাইক রেটে রান তুলেছেন, সেখানে রাভালের ৮৮ রানের ইনিংসটি ছিল ২৫৪ বলের। উইলিয়ামসনের ব্যাটে এতটাই মুগ্ধ রাভাল, দুজনের ব্যাটিংয়ের তুলনা করতে সার্কাসের দুই চরিত্রের প্রসঙ্গও

টানলেন, 'মনে হচ্ছিল অন্য প্রান্তে মাস্টার (রিং) ব্যাটিং করছে, আর আমি দাঁড়িয়ে আছি সংয়ের মতো! তাকে ব্যাটিং করতে দেখার অভিজ্ঞতাটাও অবিশ্বাস্য।' সার্কাসে রিংমাস্টার যেমন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, পুরো দিনের খেলাটাই এভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন উইলিয়ামসন।

অন্য প্রান্তে রাভালকে কাল আবারও হতাশ হতে হয়েছে। সেই কবে ১৯৫৩ সালে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১০৭ রান করেছিলেন জিওফ র‍্যাবোন। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের কোনো ওপেনারের টেস্ট সেঞ্চুরির সর্বশেষ ও একমাত্র উদাহরণ হয়ে আছে সেটি। ঠিক আগের ইনিংসেই (৮০) রাভালের মুঠো গলে বেরিয়ে গেছে কীর্তিটা, কাল আবারও! রাভালের বিদায়ের ২০ রান পর আরও ২ উইকেট হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। অবশ্য তারপরও কাল হাসিমুখেই মাঠ ছেড়েছে নিউজিল্যান্ড।

সূত্র: ক্রিকইনফো।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস: ৮৯.২ ওভারে ৩১৪ (ডি কক ৯০; হেনরি ৪/৯৩)।

নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস: ১০৪ ওভারে ৩২১/৪ (উইলিয়ামসন ১৪৮*, রাভাল ৮৮, ল্যাথাম ৫০; মরকেল ২/৭৪, রাবাদা ২/৮৩)।

অপ্রতিরোধ্য পর্তুগালের রোনালদো

ঢাকা, ২৭ মার্চ : 'আমার কটা গোল হয়েছে, আমি জানি। কিন্তু ওসব আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দলের জয়।'

কথাটা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর, বলেছেন পরশু বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে হাঙ্গেরিকে তাঁর দল ৩-০ গোলে হারানোর পর। যেখানে রোনালদোর নিজেরই দুটি গোল।

বললেন বটে, কিন্তু তাঁর দলের সবাই এতে একমত হবেন কি না, সন্দেহ আছে। পর্তুগালের জয়ের জন্য রোনালদোর গোল করাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ইদানীং। অন্তত বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ফল তা-ই বলছে। ইউরোপীয় অঞ্চলের 'বি' গ্রুপে এখন পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ খেলেছে পর্তুগাল। রোনালদো খেলেছেন চারটিতে, সব কটি ম্যাচেই গোল করেছেন। ওই চারটিতেই জিতেছে পর্তুগাল। একটাই ম্যাচ হেরেছে পর্তুগাল, গত সেপ্টেম্বরে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে যে ম্যাচটায় রোনালদো খেলতে পারেননি।

দেশের জার্সিতে রোনালদোর মাঠে নামা আর গোল করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পারছেন তো?

লা লিগায় এই মৌসুমে তাঁর নিজের ঠিক করে দেওয়া মানদণ্ড অনুযায়ী একটু সাদামাটা দেখাচ্ছে পর্তুগিজ উইঙ্গারকে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে মাত্র ১৯ গোল, যেখানে মেসি ২৫ আর সুয়ারেজের ২১ গোল হয়ে গেছে। কিন্তু দেশের জার্সিতে সেই মন্দা বাতাস লাগতে দেননি। লিসবনে পরশু রাতেও রোনালদো ছিলেন দুর্দান্ত। যে কারণে ম্যাচটাও হয়ে গেল 'রোনালদোময়'। ৩০ মিনিটে পোর্তো স্ট্রাইকার আন্দ্রে সিলভার গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ৩৬ মিনিটে বাঁ পায়ের দারুণ শটে ব্যবধান ২-০ করেন রোনালদো। দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিকে ম্যাচে তাঁর দ্বিতীয় ও পর্তুগালের তৃতীয় গোলটি ৬৫ মিনিটে।

বাছাইপর্বে এ নিয়ে ৪ ম্যাচেই ৯ গোল হয়ে গেল রোনালদোর। ইউরোপীয় অঞ্চল তো বটেই, সব মহাদেশ মিলিয়েই এখন বাছাইপর্বের সর্বোচ্চ গোলদাতা পর্তুগাল অধিনায়ক। অর্জন শুধু এটুকুই নয়। দেশের জার্সিতে এ নিয়ে ১৩৭ ম্যাচে ৭০ গোল। ইউরোপিয়ান ফুটবলারদের মধ্যে দেশের হয়ে তাঁর চেয়ে বেশি গোল আছে শুধু দুই হাঙ্গেরিয়ান কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাস (৮৯ ম্যাচে ৮৪ গোল) ও সান্দোর ককসিস (৬৮ ম্যাচে ৭৫ গোল) এবং জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসার (১৩৭ ম্যাচে ৭১ গোল)। ইউরোপের সেরা হতে আর ১৫টি গোল দরকার ৩২ বছর বয়সী পর্তুগিজ উইঙ্গারের। এই ফর্মটা ধরে রাখলে অবসরের আগে সেই মুকুটটা রোনালদোর মাথাতেই উঠবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

আনন্দে নেইমার

ঢাকা, ২৭ মার্চ : মাঝে কিছুদিন জিততে ভুলে যাওয়া ব্রাজিল এখন যেন হারতেই ভুলে গেছে। কোচ তিতের অধীনে টানা আট ম্যাচে জয়, এর মধ্যে সাতটা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে। লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাই পর্বে শীর্ষস্থান, খেলায় ফিরেছে চিরচেনা ব্রাজিলিয়ান ছন্দ। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে যে বসন্তকাল চলছে, সেটা দলের প্রাণভোমরা নেইমারে এই উচ্ছ্বসিত হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সাও পাওলোর মোরুম্বি স্টেডিয়ামে পরশু অনুশীলনের ফাঁকে সতীর্থদের সঙ্গে দুষ্টুমিতে মেতে ছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। সাও পাওলোতেই বাংলাদেশ সময় বুধবার সকালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের পরের ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে খেলবেন নেইমাররা। যে ম্যাচ জিতলে বাছাইপর্ব থেকে প্রথম দল হিসেবে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পারে ব্রাজিল। রয়টার্স।

'নার্ভাস' মিরাজের স্বপ্নের অভিষেক

ঢাকা, ২৭ মার্চ : দূরের পাহাড়চূড়ার দিকে তাকিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজ বললেন, 'ওটা বোধ হয় আইস রক।' গ্রীষ্মপ্রধান শ্রীলঙ্কায় বরফ জমে কোন পাহাড়ে? আসলে ওটা শ্রীলঙ্কার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু সিগিরিয়া পাহাড়।

তা মিরাজের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার যেমন ক্রমেই চূড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে, তাতে তাঁর দৃষ্টি পাহাড়চূড়ার দিকেই পড়া উচিত। টেস্টে সোনায় মোড়ানো অভিষেক, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টে ১৯ উইকেট নিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন গোটা বিশ্বকে। পরশু ওয়ানডে অভিষেকেই পেলেন ২ উইকেট। পার্থক্য হলো, প্রথম টেস্টে ৭ উইকেট নিয়েও ছিলেন পরাজিত দলের সদস্য। আর এখানে তিনি বিজয়ী দলে।

স্বপ্নের মতো অভিষেক। কাল নিজের মুখেই তরুণ অফ স্পিনার 'স্বপ্ন' কথাটি উচ্চারণ করলেন, 'হ্যাঁ, টেস্টের মতো স্বপ্নের অভিষেক হলো ওয়ানডেতেও। এখন আমাকে এটা ধরে রাখতে হবে।'

মাত্র ৭ টেস্ট খেলেছেন, তাতেই যেন কেমন টেস্ট খেলোয়াড়ের তকমা লেগে গিয়েছিল গায়ে। তবে সব সময় ভাবতেন, কবে আসবে সেই দিন, যেদিন ওয়ানডেতেও তাঁর ডাক পড়বে। মিরাজ আনন্দাপ্লুত যে টেস্ট খেলে শ্রীলঙ্কা থেকে ফেরার পরই ডাকটা পেলেন, 'বোর্ড প্রেসিডেন্ট স্যার যখন আমাকে বললেন, তোমাকে ওয়ানডে খেলতে যেতে হবে, ওটা ছিল আমার খুব

আনন্দের মুহূর্ত।'

তবে সৃষ্টিকর্তার কাছে মিরাজ খুব কৃতজ্ঞ যে ওয়ানডেতে ভালো অভিষেক হয়েছে এবং জিতেছে দল। পরশু রণগিরি ডাম্বুলা স্টেডিয়াম যে মিরাজকে দেখেছে, তিনি সপ্রতিভ এক ক্রিকেটার। মনেই হয়নি, এটাই তাঁর প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ। ম্যাচের পর তামিম ইকবালও মিরাজ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ওকে দেখে তো মনেই হয়নি প্রথম ম্যাচ খেলেছে।' না, মিরাজের বুকের মধ্যে একটু ধুকপুকানি কিন্তু ছিল। টেস্টে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দুটি জয়ের অন্যতম নির্মাতার পা একটু কাঁপছিল। শেষ পর্যন্ত এই ধুকপুকানি দূর হয়েছে দলের সিনিয়র পাঁচ ক্রিকেটারের কারণে। 'আমি বেশ নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু মাশরাফি ভাই, সাকিব ভাই, মুশফিক ভাই, তামিম ভাই এবং রিয়াদ ভাই (মাহমুদউল্লাহ) যেভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে সব সময়ই মাঠে অনুপ্রাণিত করেছেন। বলেছেন, এ কিছুই না। তুই ভালো করবি। মাশরাফি ভাই তো আমার হাতে বল দিয়ে বললেন, তুই ঠিক জায়গায় বল ফেলে যা, তোর বল ওরা খেলতে পারবে না'–দলের বড় ভাইদের প্রতি এভাবেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন মিরাজ।

ওয়ানডেতে কেন একটু স্নায়ুকাতর ছিলেন, সেটির একটি ব্যাখ্যাও আছে মিরাজের কাছে, 'টেস্টেও চাপ আছে, তবে এতটা নয়। কারণ টেস্ট লম্বা খেলা, নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার অনেক সময় পাওয়া যায়। ওয়ানডেতে সময় কম।'

মিরাজের চোখে বাংলাদেশ প্রায় নিখুঁত একটি ওয়ানডে খেলেছে পরশু। ব্যাটিং-বোলিং-ফি"ং–তিনটি বিভাগেই পর্যুদস্ত হয়েছে শ্রীলঙ্কা। তাঁর কথা, 'দলের ১১ জনই যখন অবদান রাখে, তখন দলের সাফল্য আসেই। এদিন তামিম ভাইয়ের ওই সেঞ্চুরি, সাকিব ভাইয়ের অমন ইনিংস, সাব্বির ভাইয়ের ব্যাটিং এবং শেষে মোসাদ্দেক ও রিয়াদ ভাই যেভাবে শেষ টেনেছেন, তা দুর্দান্ত। তারপর বোলিং ভালো হয়েছে, ফি"ংও। শুভাগতদা অসাধারণ দুটি ক্যাচ নিয়েছেন।'

হত্যাকারী বাবা মা'র কারাদণ্ড

সহ্য করতে না পেরে রেগে গিয়ে সে এমন আচরণ করেছিল অথবা হতে পারে সেটি ছিল 'উদ্যেশ্যপ্রণোদিত নিষ্ঠুরতা'। রায় ঘোষণার সময়ে অকাল মৃত্যুর শিকার রিফাতের জন্মদাত্রী মা রেবেকা নাজমিনকে উদ্যেশ করে বিচারক স্পেন্সার বলেন: "তুমি রিফাতকে তার বাবার কাছ থেকে নিরাপদে রাখতে ব্যর্থ হয়েছো, অন্যথায় সে হয়তো আজও জীবিত থাকতো"।

এর আগে মামলার শুনানীতে বলা হয়েছিলো, চারটি অপূর্ণাঙ্গ আঙ্গুলসহ অস্বাভাবিক হাত নিয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে রিফাত মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে। ঝাঁকুনিতে তিন মাস বয়সের দুধের বাচ্চাটির বুকের পাজরে ৩৮টিসহ দেহের মোট ৪৭টি হাঁড় ভেঙ্গে যায়। ১৩ মাসের আয়ূ নিয়ে পৃথিবীতে আসা রিফাত মুহাম্মদ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই সময়ে শিশুটির বুকে চাপ দিয়ে এবং হাত-পা টেনে ও মচকে দিয়ে নির্যাতন চালানো হতো।

গত বছরের জুলাই মাসে রিফাতকে হত্যার দায়ে মামলা দায়ের করা হয় মুহাম্মদ মিয়া (৩৭) ও রেবেকা নাজমিন (৩১) এর বিরুদ্ধে।

মামলার শুনানীতে আরো বলা হয়েছে, শিশুটিকে মোবাইল ফোনের চার্জারের তার দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এবং রেডিয়েটরের গরমে ছেঁকা দেওয়া হয়েছে। রিফাত মারা যাওয়ার পর তাঁর মা নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন যে, রিফাতের অস্বাভাবিক হাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করার বিষয়টি তাঁর স্বামী মেনে নিতে পারেননি এবং এ কারণে তিনি রিফাতের উপর নির্যাতন করতেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রিফাতের দেহের আঘাতের দায় অন্য এক শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মা রেবেকা নাজমিন মৃত্যুর পরও রিফাতের মৃতদেহকে আরও বেশি ঝাঁকুনি দেওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন দ্বিতীয় শিশুটিকে। এর মাধ্যমে তিনি রিফাতের মৃত্যুর জন্য ওই শিশুটিকে দায়ী করার অজুহাত খুঁজছিলেন বলে শুনানীতে বলা হয়। পুলিশকে দেওয়া সাক্ষাতকারে মুহাম্মদ মিয়াও একই কথা বলেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় শিশুটি রিফাতকে হাত দিয়ে তুলে দূর থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে-পেছনে করেছে। রেডিয়েটরের উত্তাপে ছেঁকা দিয়ে রিফাতের পা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও ওই একই শিশুর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন রিফাতের অভিযুক্ত পিতা-মাতা। কিন্তু পুলিশকে অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী শিশু বলেছে, স্ত্রী নাজমিনের উপস্থিতিতেই স্বামী মুহাম্মদ মিয়া ওই কাজ করেছেন।

মামলার শুনানী শুরু হওয়ার পর প্রসিকিউটর এড ব্রাউন কিউসি জুরিদের বলেন: "বাবা-মা হিসাবে যাদের উচিত ছিল রিফাতকে রক্ষা করা তাঁরাই জখম করেছে শিশুটিকে। আর শারীরিকভাবে যদি দুজনেই নির্যাতন না করে থাকেন তবে একজন শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছেন আর অন্যজন তাতে উৎসাহ দিয়েছেন। তবে দুইজনই অপরাধ করেছেন"।

২০১৬ সালের ৪ঠা জুলাই সকালে রিফাতের মা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেন এবং এমার্জেন্সী সার্ভিসের সাথে কথা বলেন রিফাতের বাবা। প্যারামেডিকরা এসে রিফাতের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন রিফাতের মায়ের বেডরুমের মেঝেতে। প্রসিকিউটর ব্রাউন শুনানীতে জুরিদের উদ্যেশে বলেন: রিফাতকে গ্রেইট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তার পায়ের বড় অংশজুড়ে পোড়া দাগ দেখতে পান। এছাড়াও কানে, কাঁধে ও শরীরের পেছনে আঘাতের চিহ্ন পান। সিটি স্ক্যানে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ধরা পড়ে এবং পরের দিনই রিফাতের লাইফ-সাপোর্ট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। এসময় নাজমিনকে 'বাহ্যিকভাবে শোকগ্রস্ত' দেখাচ্ছিলো। তখন নাজমিনকে বলতে শোনা যায়: "সে আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে। তার বাবাকে বলো সে মারা গেছে, সে-তো এটাই চায়"। শুনানীতে আরও জানানো হয়, রিফাতের লাইফ-সাপোর্ট বন্ধ করে দেওয়ার কথা মুহাম্মদ মিয়াকে জানানো হলে তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, সে কেবল মেঝের দিকে তাকিয়েছিল। প্রসিকিউটর ব্রাউন এইসব পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য জুরিদের প্রতি অনুরোধ জানান। রিফাতের পায়ের পোড়া দাগ সম্পর্কে মুহাম্মদ মিয়া পুলিশকে বলেছিলেন, রিফাত ঘুমিয়ে পড়ার পর তার পা রেডিয়েটরে গিয়ে লাগে এবং অপর এক শিশু রেডিয়েটরটি সুইচ-অন করে।

গ্রেফতার হওয়ার পর নাজমিন পুলিশকে জানিয়েছেন যে, রিফাতের হাতের চারটি অপূর্ণাঙ্গ আঙ্গুল নিয়ে তার পার্টনার মুহাম্মদ মিয়ার সমস্যা ছিল। কারা কর্মকর্তাদের কাছে নাজমিন বলেন: "সে যদি তাকে (বাচ্চাকে) পছন্দ না-ই করতো তবে তাকে পরিত্যাগ করলেইতো পারতো"। মামলার নাম আসা দ্বিতীয় শিশুটিকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষাৎকার নেওয়া হলে সে জানায়, গত বছরের ৪ জুলাই সে রিফাতকে মৃত অবস্থায় পায় এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ ছিল। সে এখন কী করবে- দ্বিতীয় শিশুটি এমন প্রশ্ন করলে রেবেকা নাজমিন রিফাতের দেহকে ঝাঁকাতে বলে এবং সে তাই করে। রিফাতকে জাগিয়ে তুলতে সে তার মুখে পানির ছিটাও দেয়।

মুহাম্মদ মিয়া ও রেবেকা নাজমিন তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি শুনানী শুরু হলে আদালতের কাঠগড়ায় সারাক্ষণই কান্না করেছিলেন নাজমিন।

প্রতিবেশীর বক্তব্য

মুহাম্মদ মিয়ার এক প্রতিবেশী সাপ্তাহিক দেশকে জানান, তাঁর পাশের ফ্লাটেই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার সময় তিনি পুলিশকে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে দেখেছেন। তখন কিন্তু কী ঘটেছিলো জানতেন না। পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকায় এ সংক্রান্ত সংবাদ দেখে জানতে পারেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ মিয়াকে তিনি ওই ফ্লাটে কখনো দেখেননি তবে রেবেকা নাজমিনকে প্রায়ই দেখতেন। তিনি একটি অসমর্থিত সূত্রের বরাতে সাপ্তাহিক দেশকে বলেন, রেবেকা নাজমিন প্রথম স্বামীকে ছেড়ে তার বন্ধুর স্বামী মুহাম্মদ মিয়ার সঙ্গে সংসার করছিলেন। তাদের মধ্যে বিয়ে হয়েছিলো কি-না জানেন না। তবে তাদের দুই তরফেরই সন্তান ছিলো।

এদিকে বুধবার সন্ধ্যায় ক্যারাডাল হাউজে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। রেবেকা নাজমিনের ঘরের দরজায় স্থায়ীভাবে তালা লাগানো অবস্থায় পাওয়া যায়। দরজায় লাল অক্ষরে লিখা রয়েছে- "নোটিস অব ইনটেনশন টু এন্টার"।

২শ হাজার পাউন্ড স্কলারশীপ এমআইটিতে পড়তে যাচ্ছে তাফসিয়া

শিকদার যোগ করলেন আরো একটি সুখবর।

জিসিএসই পরীক্ষায় তাফসিয়া ১১টি বিষয়ে 'এ স্টার' পেয়েছিল। এ-লেভেল পরীক্ষায় সে ম্যাথস, ফার্দার ম্যাথস, ফিজিক্স, বায়োলজি ও ক্যামিস্ট্রিতে 'এ-স্টার' পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাফসিয়ার বাবা একজন আইটি সাপোর্ট ওয়ার্কার আর মা একটি স্কুলে লাঞ্চটাইম সুপারভাইজার হিসাবে কাজ করেন। বাবা-মা আর তিন ভাইয়ের সাথে তাফসিয়া ওয়েস্টহ্যামে একটি তিন বেডরুমের বাড়িতে বসবাস করে। নববইয়ের দশকের গোড়ার দিকে তাঁরা বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাফসিয়ার পরিবারের আয় বার্ষিক ৩০ হাজার পাউন্ডের কম হওয়ার সুবাদে সে তাঁর টিউশন ফি, থাকা-খাওয়া ও বইপত্র কেনার জন্য ২শ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত স্কলারশীপ পাবে।

তাফসিয়া শিকদার বর্তমানে নিউহ্যাম কলেজিয়েট সিক্সথ ফর্ম সেন্টারে পড়াশুনা করছে। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই হার্ভার্ডের এক গ্রেজুয়েটের সাথে সাক্ষাতকার ও আবেদন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাফসিয়ার নয়জন সহপাঠিও অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। নিউহ্যাম কলেজিয়েট সিক্সথ ফর্ম সেন্টারের প্রধান শিক্ষক মহসিন ইসমাইল বলেন: "লোকজন যদি জানতে পারে তাফসিয়া এমআইটি-তে স্থান পেয়েছে এবং আমাদের নয়জন শিক্ষার্থী অক্সব্রিজে সুযোগ পেয়েছে, তখন তারাও বিশ্বাস করবে যে তাঁদের ও তাদের ছেলে-মেয়েদের পক্ষেও তা সম্ভব"।

আবেদনপত্র জমা হওয়ার পর সেন্ট্রাল লন্ডনের একটি কফি শপে এমআইটি এর একজন এডমিশন স্কাউট তাফসিয়া শিকদারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাতকার প্রসঙ্গে তাফসিয়া বলেন: "তাঁরা চায় সবচেয়ে মেধাবীদেরকে, তাই আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন সেটি তাদের জন্য কোনো বিষয় না। আমি চাইনা মানুষ ভাবুক যে, ধনী না হওয়ার কারণে তাঁরা এমআইটি'র মতো প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করার জন্য আবেদন করতে পারবে না। মানুষের মানসিক সীমাবদ্ধতাই তাঁকে স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত রাখে"।

জমজমাট আয়োজনে কেইটারিং সার্কেল'র দ্বিতীয় 'লন্ডন বিজনেস কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত

অংশগ্রহণ করেন।

সৈয়দা সাঈদ ও চ্যানেল এস'র ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিলের উপস্থাপনায় কনফারেন্সে সূচনা বক্তব্য রাখেন 'কেইটারিং সারকেল'র কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল হক।

কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন মাহমুদুস সামাদ চৌধুরী এমপি, ব্রিটিশ এমপি পল স্কেলি, বাংলাদেশ হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলার শরীফা খানম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এনাম আলী এমবিই, বিসিএ সভাপতি পাশা খন্দকার, চ্যানেল এস এর প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিল, ফয়সল চৌধুরী এমবিই ও চ্যানেল এস এর এমডি তাজ চৌধুরী প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে সফল ব্যবসায়ীদেরকে পরিচয় করে দেওয়া হয় এবং তদের নিয়ে প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এই প্রজন্মের অনেক তরুণ ও সফল ব্যবসায়ী রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় তাঁদের অভিজ্ঞতা, সফলতা ও নানা অসুবিধার দিক তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, প্রায় দু'শ বছরের বেশি সময়ের ইতিহাস, ঐতিহ্যকে ধারন করে ব্রিটেনে কারী শিল্প খাবারের তালিকায় পছন্দের সারিতে স্থান করে নেয়। ফলে বাংলাদেশী তথা ইন্ডিয়ান খাবারের প্রতি ব্রিটিশদের দারুন আগ্রহ বাড়তে থাকে এবং বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ব্রিটিশ মালিকানাধীন প্রায় ১২ সহস্রাধিক রেস্টুরেন্ট ও টেইকওয়ে রয়েছে। ব্রিটিশ অর্থনীতিতে যার বার্ষিক পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৪ দশমিক ২ বিলিয়ন পাউন্ড। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে নানামুখী সমস্যার কারণে হুমকির মুখে আজ এই কারি শিল্প। বিশেষ করে দক্ষ শেফ, কর্মচারি সংকট এবং নতুন ইমিগ্রেশন আইন, কারি শিল্পে নতুন প্রজন্মের অনাগ্রহ। খাদ্য তালিকায় নতুন মেন্যু না থাকা, ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা এবং নানা সঙ্কটের কারণে একের পর এক রেস্টুরেন্ট বন্ধ হচ্ছে।

কারি শিল্পের নানা সমস্যা সমাধানে ইতোমধ্যে টিভি চ্যানেল এস'র কেইটারিং সার্কেলের উদ্যোগে ২০১৫ সালে ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডসহ বিভিন্ন শহরে ৯টি রোড শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৬ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে ১০ম রোড শো ও প্রথম গ্র্যান্ড বিজনেস কনফারেন্স হয়। এছাড়া কারি শিল্পের নানা সমস্যা নিয়ে মূল ধারার মিডিয়ায় নানা প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এতে কারি শিল্পের ভবিষ্যৎ এর নানা নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হচ্ছে।

এছাড়া কারি শিল্পের নানামুখী সমস্যা নিয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার ও বিভিন্ন টক শো থেকে এই কারি শিল্পের উন্নয়নে যেসব করণীয় বিষয় বের হয়েছে, সেগুলো ছিল ইউনিটি এন্ড কোলাবরেশন, মেনু প্রাইস, নিউ টেকনলজির ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন, খাবার ও স্বাস্থ্য সেইফটি ইস্যু, নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়ানো, অনলাইন সার্ভিস, দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবসায়ীক প্রতিযোগিতা বাড়ানো, আর্থিক প্ল্যানিং, কাজের ব্যাপারে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বাড়ানো ইত্যাদি। এছাড়া কনফারেন্সে ব্যবসায়ীদের নানা সফলতার দিক তুলে ধরা হয়।

কনফারেন্সে জানানো হয় 'কেইটারিং সার্কেল' কেইটাবিং শিল্পের নানা সঙ্কট সম্পর্কে অবহিত করতে এটা দ্বিতীয় কনফারেন্স। এখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাজের ব্যাপারে তাঁদের দক্ষতা ও নানা সফলতার কথা তারা তুলে ধরেন। 'চ্যানেল এস টিভি'র চেয়ারম্যান ও 'কেইটারিং সার্কেল'র প্রধান উপদেষ্টা আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী বলেন, কারি শিল্পের সঙ্কট মোকাবেলায় এর মূল কারণ চিহ্নিত করা ও এ ব্যাপারে কার্যকর সমাধান বের করাই হচ্ছে 'কেইটারিং সার্কেল'র মূল উদ্দেশ্য।

এছাড়া চ্যানেল এস টেলিভিশনে আগামী ২৫ এপ্রিল থেকে 'কেইটারিং সার্কেল'র ধারাবাহিক টক শো 'সীজন টু ইন ফোকাস'র সরাসরি প্রচার চলবে বলে জানানো হয়। সমাপনি বক্তব্যে 'চ্যানেল এস টিভি'র চেয়ারম্যান ও 'কেইটারিং সার্কেল'র প্রধান উপদেষ্টা আহমদ উস সামাদ চৌধুরী কনফারেন্সে আগত সকলকে ধন্যবাদ জানান। কনফারেন্সে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। শেষে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা ছিল।

সন্ত্রাসী খালিদের প্রতি মা ও স্ত্রীর ঘৃণা

ছেলের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে 'হতাশ ও বেদনাসিক্ত' তার মা জানেত আজাও। খালিদের হামলায় নিহত ব্যক্তিদের জন্য তিনি অনেক কেঁদেছেন। এ খবর দিয়েছে লন্ডনের অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

এতে বলা হয়, মেট্রোপলিটন পুলিশের মাধ্যমে রোহিয়া হায়দার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে বলেছেন, খালিদ যা করেছে তার জন্য আমি দুঃখিত ও বেদনাহত। তার এ কর্মকান্ডের সার্বিকভাবে নিন্দা জানাচ্ছি আমি। ওই হামলায় যেসব মানুষ নিহত হয়েছেন তাদের রিবারের সদস্যদের প্রতি আমি সমবেদনা প্রকাশ করি। যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এই কঠিন সময়ে আমরা, বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার আহ্বান জানাচ্ছি।

অন্যদিকে খালিদের মা জানেত আজাও বলেছেন, নিহতদের স্মরণে তিনি অনেক কেঁদেছেন। তিনি এই হামলাকে সমর্থন করেন না। সন্তানকে ক্ষমা করেননি। খালিদ যে বিশ্বাস নিয়ে নৃশংসতা ঘটিয়েছে তিনি তাতে বিশ্বাস করেন না। পুলিশের মাধ্যমে তিনি আরও বলেছেন, আমার ছেলে ওয়েস্টমিনস্টারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা ও আহত করেছে। যখন জানতে পেরেছি এর জন্য আমার ছেলে দায়ী তখন থেকেই তার এই ভয়াবহ হামলার কারণে আমি অঝোরে কেঁদেছি। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, সে যা করেছে তাকে ক্ষমা করা যায় না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জানেত আজাও বলেন, আমাদেরকে যে ভালবাসা ও সমর্থন দেয়া হয়েছে সে জন্য আমার বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও কমিউনিটিকে হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই।

মুসলিম নারীদের সংহতি সমাবেশ

এদিকে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি সংহতি, সম্মান প্রদর্শন করলেন বিপুল সংখ্যক মুসলিম নারী। এ সময় তারা আশা'র প্রতীক নীল রঙের পোশাক পরে হাতে হাত ধরে দাঁড়ান ওই ব্রিজের ওপর। বিগ বেন তখন রোববার বিকাল ৪টার ঘন্টাধ্বনি দিচ্ছে। এ সময় ৫ মিনিটের জন্য মুসলিম নারীরা সেখানে তাদের সংহতি প্রকাশ করেন। নিন্দা জানান ওই সন্ত্রাসী হামলার।

নিহতদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২৬ মার্চ রোববার ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর ওই কর্মসূচি পালন করে 'ওমেন্স মার্চ অন লন্ডন' নামের একটি সংগঠন। এতে যোগ দেন বিভিন্নস্তরের মুসলিম নারী। তাদের মধ্যে অন্যতম সারাহ ওয়াসিম (৫৭)। তিনি এসেছিলেন সারে থেকে। তিনি বলেছেন, যখন লন্ডনে এই হামলা হলো তখন মনে হয়েছে এ হামলা আমার ওপর হয়েছে। এ হামলা আমাদের সবার ওপর হয়েছে। যে কোনো সহিংসতার বিরোধী ইসলাম। এমন হামলা আমাদের কাছে ঘৃণ্য।

সারে থেকে এই সংহতি সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন দুই সন্তানের মা আয়েশা মালিক (৩৪)। তিনি বলেছেন, এই সমাবেশে যোগ দিয়ে আমরা এটাই প্রদর্শন করছি যে, এই শহরের মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন দিতে ঐক্যবদ্ধ। তিনি বলেন, একজন মুসলিম হিসেবে আমি সেইসব মৌলিক নীতির প্রতি সংহতি প্রদর্শন করি যেখানে সবাইকে ভালবাসা হয়, থাকে বহুত্ববাদ, বৈচিত্র ও আরও অনেক বিষয়। এ সংহতি প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে যোগ দেন সারবিটন থেকে আফরিহা খান (৪০)। তিনি বলেন, বুধবার এখানে যা ঘটে গেছে তা কঠিন বেদনাদায়ক।

উল্লেখ্য, গত ২২ মার্চ বুধবার সন্ত্রাসী খালিদ মাসুদ ৮২ সেকেন্ডের মিশনে হত্যা করে বেশ কয়েকজন বৃটিশকে। এ সময় ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর গাড়িচাপা দেয় অনেক মানুষকে। তারপর পার্লামেন্ট চত্বরে প্রবেশ করে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে। এরপরই তাকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। ঘটনাস্থলের কয়েক গজের মধ্যেই ছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে। তাকে দ্রুত গাড়িতে তুলে সরিয়ে নেয়া হয়। এই সন্ত্রাসী হামলায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪।

ওদিকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বলেছে, ঘাতক খালিদের সঙ্গে আইসিস বা আল কায়েদার সঙ্গে জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ তারা পায়নি।

শামসুদ্দিন মানিককে আদালতে হাজিরের নির্দেশ

জবানবন্দি শুনে মামলার বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো আদেশ দেননি। পরে বিকেল পৌনে ৪টায় এ আদেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোঃ তানভীর সাংবাদিকদের জানান, মামলায় বাদী জবানবন্দি দিয়েছেন। বিচারক জবানবন্দি শুনে ২২ মে সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছেন।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, গত ১৫ মার্চ রাত ১১টায় বেসরকারি টেলিভিশন ডিবিসি নিউজে নবনীতা চৌধুরীর সঞ্চালনায় টক শো 'রাজকাহন' অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে কথা বলেন সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আপনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ১৯৭১ সালে শান্তি কমিটির আত্মস্বীকৃত সদস্য স্বাধীনতাবিরোধী এবং একজন রাজাকার।'

বর্তমান প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর এমন মন্তব্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে দাবি করে ওই আইনজীবী মামলাটি করেন।

বাংলাদেশে আত্মঘাতী জঙ্গিদের আবির্ভাব

বদরুদ্দীন উমর

বাংলাদেশে জঙ্গি নামে পরিচিত সন্ত্রাসীদের বিষয়ে সরকার যা বলছে তার মধ্যে সত্যতা আছে এই অর্থে যে, এই জঙ্গিরা আইএস, আল কায়দা বা অন্য কোনো বিদেশি সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাদের কোনো আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেই। তাদের উৎপত্তি এ দেশেরই অভ্যন্তরে। সরকার যে উদ্দেশ্যেই এই দাবি করুক, এটা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলাদেশে এখন ধর্মীয় জঙ্গি তৎপরতা বলে যা দেখা যাচ্ছে সেটা এ দেশে বিদ্যমান সামগ্রিক পরিস্থিতির থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উপরন্তু তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশে নানা ধরনের সন্ত্রাসী ও জঙ্গি তৎপরতা বেশ কিছুদিন থেকে চলে এলেও এখানে আত্মঘাতী জঙ্গির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আত্মঘাতী জঙ্গির উদ্ভব হয় তখনই, যখন এ ধরনের জঙ্গিবাদ উচ্চ পর্যায়ে ওঠে। জীবন দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কোনো জঙ্গি যখন তার বিভ্রান্ত ধর্মচিন্তার বশীভূত হয়ে ইসলামের সেবার নামে ও বেহেশতে যাওয়ার লক্ষ্যে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাকে ফেরানো প্রায় অসম্ভব। সততা ও বিভ্রান্তি; যার বশবর্তীই হোক, একজন মরিয়া অবস্থায় এসে না দাঁড়ালে জীবন দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না। লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অন্য কোনো পথের দেখা না পেয়েই মানুষ আত্মঘাতী হয়।

যেভাবে এখন সারা দুনিয়ায় জঙ্গিরা আত্মঘাতী হচ্ছে এটা জেনে অবাক হতে হয়। দেখা যাবে যে, এরা নিজেদের জীবনদানের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তাদের দ্বারা কার্যত বিধর্মী বা অন্য কোনো মানবতাবিরোধী শক্তিকে আঘাত ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে না। এরা এমন সব জায়গায় আঘাত হানতে গিয়ে জীবন দিচ্ছে, যেখানে মৃত্যু হচ্ছে নিরীহ মানুষদের, যারা সাধারণ জীবনযাপনের বাইরে কিছু করে না। এদের এই কাজের সব থেকে বিপজ্জনক দিক হচ্ছে, এদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বিষয়ে এদের ভয়াবহ বিভ্রান্তি। এরা যা করে তা দেখে মনে হয়, নিরীহ লোকেরাই দুনিয়ায় সর্বনাশের মূল এবং নিরীহ মানুষ খতম করলেই তারা মস্ত সওয়াবের কাজ করবে! যেভাবে এই আত্মঘাতীদের আক্রমণে স্কুল, কলেজ, বাজার-হাট, খাওয়ার জায়গা থেকে নিয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত এরা আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ থেকে নিয়ে সব ধরনের নিরীহ মানুষ হত্যা করছেথ তার থেকে এটা মনে করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। অনেক সময় দেখা যায়, বেহেশতে যাওয়ার জন্য দুই-একজন নিরীহ লোক হত্যার জন্যও তারা জীবন দিচ্ছে! তাদের নিজেদের দিক থেকেও একে এক বড় ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কী বলা যায়?

ইতিহাসে ধর্ম প্রচারের অনেক পদ্ধতি এবং উপায় দেখা গেছে। বাংলাদেশেও ইসলাম ধর্ম প্রচার হয়েছে সুফি এবং সাধকদের দ্বারা। জোর-জবরদস্তির কোনো ব্যাপার ঘটেনি। নবাব, সুলতানরাও ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য কোনোভাবে বল প্রয়োগ করেননি। ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও এর ব্যতিক্রম হলেও হতে পারে। কিন্তু দৃশ্যমান না হলে তরবারি চালানো অন্যদের মধ্যেও দেখা যায়নি। মুসলমান ধর্ম সংস্কারের জন্য ওয়াহাবি-ফারাবি ইত্যাদি আন্দোলন হয়েছে বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে। কিন্তু তার জন্য কারও আত্মঘাতী জঙ্গি হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার, বিভ্রান্তি ও বিধর্মীদের শাস্তি দেওয়ার কথা ধর্ম প্রচারক এবং ইসলামের অনুসারী ও প্রচারকদের মনে হয়নি।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে, হত্যাকাণ্ড করে বেহেশতে যাওয়ার লোভে আত্মঘাতীদের উদ্ভব অতি সাম্প্রতিক ব্যাপার। বিশ শতকের একেবারে শেষ অথবা একুশ শতকের গোড়া থেকেই দেখা যায় ইসলাম ধর্মের নামে আত্মঘাতীদের তৎপরতা। এটা কোনো অজানা ব্যাপার নয় যে, এভাবে আত্মঘাতী তৈরির জন্য এ সময়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই উদ্যোগ নেওয়া হয় মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশে, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানের পেশোয়ার ও ওয়াজিরিস্তানে। এটাও অজানা নয় যে, প্রাথমিকভাবে এই ঘরানার ধার্মিকদের অর্থসহ অন্যান্য সাহায্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই তৈরি করেছে। ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট নামে সংগঠন খাড়া করে প্রেসিডেন্ট বুশের সময় থেকে যেসব তথাকথিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠন তৈরি করা হয়েছে, তারাই জন্ম দিয়েছে আত্মঘাতী জঙ্গিদের। কাজেই এদের তৎপরতার সঙ্গে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম প্রচার, ধর্ম সংস্কার ইত্যাদির কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এভাবেই এদেরকে তৈরি করেছে এবং তার পর এখন এই ঘরানার লোকেরা অন্য কারও সাহায্য ছাড়া নিজেরাই ভ্রান্ত চিন্তাধারার শিকার হয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে। এখানে বলা দরকার যে, যারা এভাবে আত্মঘাতী হামলা করছে তারা সাধারণ অর্থে ক্রিমিনাল নয়। বিভ্রান্তিবশত তারা অধিকাংশই এ কাজ করছে। কিন্তু তাদের পেছনে যারা আছে তারাই আসল ক্রিমিনাল। ধর্মের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইরাকে আইএসের প্রধান আবুবকর বাগদাদী নামে ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক আছে মনে করার কারণ নেই। ধর্ষণ, চুরি-দুর্নীতি, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিলে জনগণের বিরুদ্ধে হীন চক্রান্তসহ এমন কোনো কাজ নেই যা এই আবুবকর বাগদাদী করেনি। এসব বদ লোকের মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতার জন্মদান করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখন বেকায়দা অবস্থায় তাদের বিরোধিতা করলেও ধর্মকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি দুনিয়ার অনেক জায়গাতেই তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আত্মঘাতীসহ সব ধরনের জঙ্গি তৎপরতাই এখন অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে হচ্ছে। এদিক দিয়ে বাংলাদেশ হলো সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত। এখানে কিছুদিন থেকে ইসলামী জঙ্গি তৎপরতা মাঝে মধ্যে দেখা গেলেও আত্মঘাতী বলে কিছু ছিল না। এখন আত্মঘাতীদের আবির্ভাব এখানে জঙ্গি তৎপরতার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এ কথা স্পষ্টভাবে বলা দরকার যে, পাকিস্তান-উত্তর বাংলাদেশে নতুনভাবে ধর্মের যে প্রভাব দেখা দিয়েছে, অল্প বয়স্করা পর্যন্ত যেভাবে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছে, সাধারণভাবে এর উৎপত্তি জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ব্যাপক ও গভীর হতাশার মধ্যে। যারা বাংলাদেশের শাসক শ্রেণির লোক এবং প্রকারান্তরে জনগণের শোষক ও নির্যাতক অথবা তাদের সহযোগী তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এখানে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, একটা মানচিত্র, একটা পতাকা ইত্যাদি পাওয়াকেই আসল পাওয়া মনে করে সন্তুষ্ট। তারাই এ দেশকে লুটেপুটে খাচ্ছে এবং জনগণের ওপর নির্যাতন করছে অথবা নির্যাতনে সহায়তা করছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ লোক একটা স্বাধীন দেশ চাইলেও মানচিত্র, পতাকা ইত্যাদি নিয়ে তারা কোনো মাথা ঘামায়নি। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল ভাত-কাপড়ের, শিক্ষাদীক্ষার, সুচিকিৎসার, কাজের ও জীবিকার নিশ্চয়তার, জীবনের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনভাবে এক সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবনের। স্বাধীন বাংলাদেশে এসব কিছুই তারা পায়নি। পাওয়া গেলেও তা হলো ছিটেফোঁটা। এখানে ১৯৭১ সাল-পরবর্তী সময়ে দেশের অনেক উন্নয়ন হলেও সে উন্নয়নের ফল লাভ করেছে অতি অল্পসংখ্যক লোকে। যারা দেশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত তারা লুটপাট, চুরি-দুর্নীতি, সন্ত্রাস, দস্যুবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের সুখ-শান্তির জন্য সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছে। উন্নয়নের বড় বড় পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করেছে। যত বড় পরিকল্পনা, তাদের দুর্নীতির সুযোগ তত বেশি। এক হিসেবে বলা চলে, চুরি-দুর্নীতি বড় আকারে করার মধ্যেই তারা বড় প্রজেক্ট তৈরি করে। তার জন্য বিদেশ থেকে অর্থ ঋণ নেয় বিশাল বড় আকারের।

সাধারণভাবে শাসক শ্রেণির এই কর্মকাণ্ড এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি জনগণের মনে গভীর ও ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশচুম্বী। স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশে ওড়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ডানা কাটা অবস্থায় তারা মাটিতেই লুটোপুটি খাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে হতাশা এবং হতাশা থেকে অনেক ধরনের অস্বাভাবিক প্রবণতার জন্ম মানুষের মধ্যে হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। ধর্মের নতুন চর্চাও এরই সঙ্গে সম্পর্কিত। এই দুনিয়ায় মানুষ যা পাওয়ার আশা করেছিল তা না পেয়ে পরকালে বা আখেরাতে তা পাওয়ার জন্যই ধর্মের দিকে তারা ঝুঁকছে। এ কারণে বাংলাদেশে এখন যতখানি ব্যাপকভাবে ধর্মচর্চা হচ্ছে তার কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এই ধর্মচর্চার সঙ্গে উদ্ভব ঘটেছে জঙ্গিবাদ এবং সর্বশেষে আত্মঘাতী জঙ্গিদের। বাংলাদেশে সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ-সন্ত্রাসবাদ যেভাবে এখন ব্যাপক হয়েছে, সেই পরিস্থিতি থেকে ইসলামী জঙ্গি সন্ত্রাস এবং আত্মঘাতীদের উদ্ভবকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া এক অবাস্তব ব্যাপার। কাজেই এখানে জঙ্গিবাদ এবং এখন আত্মঘাতীদের আবির্ভাব বাইরে থেকে আমদানি হয়েছেথ এটা মনে করার কোনো ভিত্তি নেই। দেশে বিরাজমান হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যেই এর নিশ্চিত উদ্ভব। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোনো সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু সেটা না থাকলেও বাংলাদেশে ধর্মকে কেন্দ্র করে এখন যা কিছু ঘটছে তার কারণ অনুসন্ধান এখন জরুরি হয়েছে। আত্মঘাতী জঙ্গিদের উদ্ভবকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাখ্যা করতে হবে। তার জন্যও এই অনুসন্ধান অপরিহার্য। লেখক: সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

মনে পড়ে যায় সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা

অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহাম্মদ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার সেনারা যে বর্বর গণহত্যা চালিয়েছিল, সেই মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল দেশের মুক্তিপাগল বীরসন্তানরা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে অস্ত্র কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রণাঙ্গনে। আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটেছিল বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের। ডাক এসেছিল দেশকে হানাদারের কবল থেকে মুক্ত করার। এই মার্চ মাস এলেই সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে যায়।

আমি দেখেছি কীভাবে রক্তস্নাত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে নিরস্ত্র বাঙালিরা যেভাবে একটি সুশৃঙ্খল অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। মাঝরাতেই বাবা আফাজ উদ্দিন আহাম্মদ খবর পেয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে হামলা চালিয়ে ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বাঙালি পুলিশ হত্যা করেছে। আমরা তখন সবাই বিচলিত। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাক বাহিনী কী মেরে ফেলেছে নাকি বাঁচিয়ে রেখেছে– এ নিয়ে সবাই চিন্তিত। আমি তখন দেখেছি, আমার এলাকায় কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার বিজয় নগর গ্রামের লোকজন স্বাধীনতার চেয়ে তখন বঙ্গবন্ধুর প্রয়োজনীয়তাই বেশি অনুভব করেছিল। বঙ্গবন্ধুর জীবিত থাকার সংবাদ জেনে যেমন আশার আলো জ্বলে উঠেছিল, তেমনি তাঁকে যেন হত্যা করতে না পারে সেজন্য অনেককে রোজা রাখতেও দেখেছি।

বাংলাদেশ যে মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হবে, সে বোধ তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে। তাঁর ভাষণ শোনার পর কোনো বাঙালির মনেই আর দ্বিধা ছিল না। সেদিন থেকেই সারাদেশের মানুষ প্রস্তুতি নিতে থাকল স্বাধীনতার জন্য। সে ধারাবাহিকতায় ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা তাই প্রত্যাশিত ছিল। সেদিন থেকে এ দেশের মুক্তিকামী মানুষ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অংশ নিল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে। পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ আচরণ সম্পর্কে যাদের কখনো কোনো ধারণা ছিল না, গ্রামের সেই খেটে খাওয়া দিনমজুর কৃষকও স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেছিল। যারা সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার সুযোগ পায়নি, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিল।

কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার মানুষের মাঝে সেদিন আমি স্বাধীনতার যে দৃঢ়তা ও শক্তি দেখেছি তা ভাষায় লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মার্চের ২৬ তারিখ গণহত্যা চালানোর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি হানাদাররা ঢাকার কর্তৃত্ব গ্রহণের পর সারাদেশে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একই কায়দায় তারা বড় বড় জেলা ও মহকুমায় প্রবেশ করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে মুক্তিযোদ্ধারা। জুলাইয়ের শেষদিকে হানাদার বাহিনী আমাদের এলাকার প্রবেশের চেষ্টা করলে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। আক্রমণে টিকতে না পেরে হানাদাররা দ্রুত মাছিমপুরের দিকে চলে যায়। পরে জগন্নাথকান্দি মাথাভাঙার হিন্দু জেলেপাড়ায় প্রবেশ করে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ দেড় শতাধিক লোককে হত্যা করে। লাশগুলো নদীতে ভাসতে থাকে। মুসলিমপাড়ার দেলোয়ার মাস্টার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ অপরাধে তার বাবা হোরা মিয়াকে (ডাক নাম) হানাদাররা গুলি করে মেরে ফেলে। জীবনরক্ষার্থে ট্রলারে করে বিক্রমপুর হতে ভারতে যাওয়ার পথে তারা দুশ নারী-পুরুষকে হত্যা করে।

১ অক্টোবর সকাল ১০টায় পাকসেনারা মিরশ্বিকারী ও ভবানীপুর গ্রামে বাড়িঘরে আগুন দিয়ে লুটপাট শুরু করলে ওপারচর গ্রাম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা মর্টারশেল নিক্ষেপ করে। পা"ী হামলায় হানাদাররা টিকতে না পেরে হোমনা থানায় ফিরে আসে। এর পরদিন রাতে ইব্রাহিম কমা্লারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা হোমনা থানা আক্রমণ করলে বাহের খোলার মুক্তিযোদ্ধা খোরশেদ এবং হারুন নিহত হন। ২ নভেম্বর হানাদাররা জয়পুর গ্রামে প্রবেশ করে ব্যাপক লুটপাট চালায় ও বাড়িঘর পোড়ায়। তারা গরু-ছাগল, হাঁসমুরগি জবাই করে খেয়ে বিকালের দিকে আবাইত্তা (তিতাস নদীর শাখা) নদী দিয়ে গানবোটের ছাদে উল্লাস করে ফিরে যাওয়ার পথে ইব্রাহিম কমা্লারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এতে অনেক হানাদার সেনা মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকের গুলি শেষ হয়ে যায়। ফলে তাঁদের অবস্থান নাজুক হয়ে পড়ে। অসীম সাহসী মনিরের গুলি ছিল। একাই সাহসিকতার সঙ্গে পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে মনির মাথা উঁচু করলে তাদের একটা গুলি তাঁর মুখের ভিতর দিয়ে মাথায় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সে মায়া যায়। দুই দিন যুদ্ধ চলে। দ্বিতীয় দিনে ঢাকা থেকে পাকিস্তানি গানবোট এসে তাদের জীবিত ও মৃত্যু সেনাদের নিয়ে যায়।

১৫ ডিসেম্বর ফজরের নামাজের পর বাঞ্ছারামপুরে অবস্থানরত চার শতাধিক হানাদার সেনা হোমনা থানার ঘাগুটিয়া গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংলগ্ন মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে বাংকারে শক্ত অবস্থান নেয়। এ খবর মুক্তিবাহিনী অবগত হলে দুই শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা দুলালপুর চন্দ্রমনি উচ্চ বিদ্যালয়ে একত্রিত হয়ে পাক বাহিনীকে দুই দিক থেকে অতর্কিতে সাঁড়াশি আক্রমণ করে। সরাসরি যুদ্ধে পাথালিয়াকান্দির অলোক মিয়া শহীদ হন এবং ১৭ জন আহত হন। এর মধ্যে কমা্লার ইব্রাহিমের উরুতে গুলি লাগে। হানাদার বাহিনীর অনেকে নিহত ও আহত হয়। যার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। কৌশলগত কারণে মুক্তিবাহিনী পিছিয়ে তিন দিক থেকে বাংকার করে পজিশন নিয়ে হানাদার বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে রাখে। ১৮ ডিসেম্বর ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিত্র বাহিনীর তিন জন সেনা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে এসে হানাদার বাহিনীকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। হানাদার বাহিনী মিত্রবাহিনী হিসাবে তাদের বিশ্বাস করেনি। যার জন্য তারা আত্মসমর্পণে রাজি হয়নি। হানাদাররা মনে করেছিল মুক্তি বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে। ২৩ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর সদস্যরা পুনরায় তিনটি ট্যাঙ্ক নিয়ে আসে। হানাদার বাহিনীকে পুনরায় ওয়ারলেসের মাধ্যমে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। হানাদার সেনারা এতেও রাজী না হওয়ায় মিত্রবাহিনী ট্যাঙ্ক থেকে গোলা বর্ষণসহ সরাসরি আক্রমণ করে। এ আক্রমণের কারণে হানাদার বাহিনীর বিশ্বাস জন্মে যে, তারা মিত্র বাহিনীর লোক। মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে সম্মত হয়ে তারা ঘাগুটিয়া গ্রাম থেকে বের হয়ে আসে। ১৮১ জন জীবিত ও আহত হানাদার সদস্য আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর মিত্র বাহিনী হানাদারদের ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। এরপর থেকে ২৩ ডিসেম্বরকে হোমনা মুক্ত দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। উপজেলার চম্পক নগর, ঘাগুটিয়া, নিলখী বাজার, দুলাল বাজার, হোমনা সদর ও পঞ্চবটি প্রভৃতি জায়গায় সংঘটিত একাধিক লড়াইয়ে ২৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং ২৪ জন আহত হন। তাছাড়া হানাদার বাহিনী বর্তমান হোমনা ডিগ্রি কলেজের পাশে বহুসংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়। গনেশনাথের পুকুর পাড়ে কারো হাত, কারো মাথার খুলি মাটির নিচ থেকে বের হয়েছিল বহুদিন। এ স্থানটি বধ্যভূমি হিসেবে বিবেচনা করে স্মৃতিস্তম্ভ করা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার মা ভাত, মাংস, ডাল প্রভৃতি রান্না করে দিলে আমরা এ খাবার মাথায় করে ৪ মাইল দূরে ঘারমোড়া মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পৌঁছে দিতাম।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, বিশ্বেও ছিল সাড়া জাগানো একটি ঘটনা। শুধু মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। এ জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ এ পথপরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন। মৃত্যুকে তুচ্ছ ভেবে তিনি এগিয়ে গেছেন অবিচল চিত্তে। এ জন্যই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ। লাল-সবুজের পতাকায় তিনি হয়ে আছেন চিরস্মরণীয়।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মৌলিক ধারণা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজ গঠন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা। যে নীতি অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে চলছেন। নতুন প্রজন্মকে বলছি, বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের সকল উপাদান রয়েছে আমাদের সংবিধানে। শুধু সঠিকভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে আমাদেরকে একটি বৈষম্যহীন শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে হবে।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যাংক খাত

অনিয়ম আর দুর্নীতির স্থায়ী আখড়া

জি. মুনীর

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে বিশৃঙ্খলা এখন পরিব্যাপক। যতই দিন যাচ্ছে, এ খাতে দুর্নীতি ততই বেড়ে চলেছে। অনেক ব্যাংকে নিয়মকানুনের বালাই নেই। অনেক ব্যাংক পরিণত হয়েছে দুর্নীতির স্থায়ী আখড়ায়। ব্যাংক খাতের নানা ধরনের কাণ্ডকীর্তির খবর প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে গণমাধ্যমে। এসব খবর থেকে সহজেই অনুমেয়, গোটা ব্যাংক খাতে অনিয়ম আর দুর্নীতি স্থায়ী বাসা বেঁধেছে। ফলে গ্রাহকসাধারণ ব্যাংকের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। কারণ, গ্রাহকসাধারণ দেখছে এসব অনিয়ম আর দুর্নীতির জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে নানাভাবে। ফলে এসব ঘটনা শুধু বেড়েই চলেছে। সোনালী ব্যাংকের বহুল আলোচিত ঋণ কেলেঙ্কারি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানতে পেরেছে নানা ব্যাংকের নানামাত্রিক ঋণ কেলেঙ্কারি, চেক জালিয়াতি, বিনিয়োগ প্রতারণা ও নানা ধরনের অনিয়ম। বাংলাদেশ ব্যাংক জানতে পেরেছে বেসিক ব্যাংকের ঋণ বিতরণে নানা অনিয়মের কথা। এই ব্যাংক তিন বছরে ছয় হাজার কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে, যার মধ্যে তিন হাজার কোটি টাকা অ্যাডভান্স করা হয়েছে অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে। আর দুই হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে তিনটি শাখা থেকে। এসব ঋণ দেয়া হয়েছে যথার্থ কোনো নিয়ম অনুসরণ না করেই। এসব ঋণগ্রহীতার নাম দেশবাসী জেনেছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর। আর শাখা তিনটি হচ্ছে : গুলশান, শান্তিনগর ও দিলকুশা। এই ঋণ এখন বেসিক ব্যাংকের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো নেয়াই হয়নি, বরং তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ এ ধরনের অভিযোগের কথা শুনতে পাচ্ছে– রাজনৈতিক চাপের মুখে কোনো কোনো ব্যাংক অনেক ভুয়া কোম্পানিকেও কোটি কোটি টাকার ঋণ দিতে বাধ্য হয়েছে। অনেক অসাধু ব্যাংক কর্মকর্তার যোগসাজশে এ ধরনের ভুয়া কোম্পানিও ঋণ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োজিত পরিচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাদের পক্ষ থেকে ব্যাংক কর্মকর্তাদের নানা ধরনের চাপের মুখে ঋণ বিতরণ করতে হয়েছে।

লোকাল এলসি খুলে ভুয়া কোম্পানিগুলো লাখ লাখ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নিয়েছে। অনেক অনিয়মের কথা বাংলাদেশ ব্যাংক জানতে পারলেও বাংক বা ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। শুধু ব্যাংকগুলোর নির্বাহী কর্মকর্তাদের নামে বারবার চিঠি দিয়েই কেন্দ্রীয় বাংক এর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারি এক অভূতপূর্ব ঘটনা। নিশ্চিতভাবে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ওপর। হলমার্ক গ্রুপ ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের আরো কয়েকটি গ্রুপ সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা হোটেল শাখা থেকে লোকাল এলসি খুলে তুলে নিয়েছে তিন হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এ ধরনের জালিয়াতির ফলে এ ব্যাংকের আমানতকারীরা এখন শঙ্কিত। বিষয়টি বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের জন্য শুভ নয়। কারণ, গ্রাহকদের আস্থা নিয়েই ব্যাংক খাতকে এগিয়ে যেতে হয়। সেই সাথে আস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ভূমিকা যেমন আছে, তেমনি তার চেয়েও বড় মাপের ভূমিকা পালন করতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংকে। কিন্তু সেই ভূমিকা পালন করতে পারছে না যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো, তেমনি পারছে না বাংলাদেশ ব্যাংকও। এখানে রাজনৈতিক প্রভাব একটি বড় সমস্যা হিসেবে কাজ করছে। সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজনেরা মনে করেন, যত দিন ব্যাংক খাত রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা না যাবে, তত দিন ব্যাংক খাতের সার্বিক কর্মকাণ্ডে অনিয়ম আর দুর্নীতি ঠেকানো যাবে না। কার্যত আমরা দেখছিও তাই। ব্যাংক খাতের দুর্নীতি নিয়ে এত আলোচনার পরও থামছে না এই দুর্নীতি আর অনিয়ম।

কোনো বাছবিচার ছাড়াই যাকে ইচ্ছা তাকে ঋণ দেয়া হচ্ছে কোনো নিয়মকানুন অনুসরণ না করেই। আগে আমরা অনেক ভুয়া কোম্পানির নামে ঋণ বিতরণের নানা কাহিনীর কথা গণমাধ্যমসূত্রে জেনেছি। সম্প্রতি একটি সহযোগী দৈনিক জানিয়েছে, একটি ব্যাংকের বড় কর্তার অবৈধ প্রভাবসূত্রে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী পেতে যাচ্ছেন ২০০ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ। ঘটনাটি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ঋণদাতা ব্যাংকের এমডি স্বীকার করেছেন, আগে প্রকল্পঋণ দেয়ার পর নতুন করে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে এ ঋণ দিচ্ছেন তারা। জানা গেছে, এই ঋণ অনুমোদনের পেছনে প্রভাব খাটাচ্ছেন ব্যাংকটির চেয়ারমান নিজে। ঘটনাটি ঘটেছে সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকে। এই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হলেন এস এম আমজাদ হোসেন। আর ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মেসার্স আলফা এক্সেসরিজ অ্যান্ড অ্যাগ্রো এক্সপোর্ট। অভিযোগ আছে, আমজাদ হোসেন নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের মালিক। আলোচিত এ ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকেও অভিযোগ আছে। জানা গেছে, আলফা এক্সেসরিজ নামের যে প্রতিষ্ঠানটিকে নতুন করে ঋণ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে, তার মালিক হচ্ছেন ব্যাংকটির চেয়ারমান এস এম আমজাদ হোসেনের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান 'লকপুর গ্রুপ'-এর কর্মকর্তা মো: আরজান আলী এবং আপন ভাই রুহুল কুদ্দুসের ১৯ বছর বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া কন্যা মাহফুজা খানম রিশা। সূত্র মতে, অনিয়মের মাধ্যমে ওই ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রভাব খাটিয়ে নিজ মালিকাধীন এ প্রতিষ্ঠানটিকে প্রথম দফায় ফান্ডেড ঋণ হিসেবে ৩৩ কোটি টাকা এবং নন-ফান্ডেড খাতে ১৮ কোটি ৮০ লাখ টাকার ঋণ মঞ্জুর করে। এর পর ঋণদাতা ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ের কোনো অনুমতি না নিয়েই এ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে 'মেয়াদি ঋণ' খাতে আট কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং আমদানি ঋণের খাতে দুই কোটি ১৬ লাখ টাকার অতিরিক্ত ঋণসুবিধা দেয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী এসব ঋণের অনুমোদনে কোনো মার্জিন দেয়া হয়নি। এমনকি প্রয়োজনীয় জামানতও ছিল না। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে প্রভাব খাটিয়ে চেয়ারম্যানের নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে এ ধরনের ঋণ অনুমোদনের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে ধরা পড়ে গত বছর।

এ দিকে বেসিক ব্যাংকে এমন সব অনিয়ম আর দুর্নীতি ঘটছে, যা সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করে। সেখানে হিসাব খোলার আগেই ঋণ অনুমোদনের ঘটনা ঘটেছে। নয়া দিগন্তের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়– অনিয়ম আর দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়ে পড়েছে বেসিক ব্যাংক। গ্রাহক হিসাব খোলেননি, অথচ এর আগেই তাদের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এমনকি পরিচালনা পর্ষদে উত্থাপন না করেই বড় অঙ্কের ঋণ দেয়া হয়েছে। কোনো ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই কেবল চেয়ারম্যানের ক্ষুদ্র নোটে নিয়োগ দেয়া হয়েছে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে। এমন ১৭ ধরনের অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে বেসিক ব্যাংকে। সম্প্রতি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এসব অনিয়মের তথ্য তুলে ধরেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। বেসিক ব্যাংকের অনিয়মের সাথে তৎকালীন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, পরিচালকবর্গ এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অধিকাংশ ঋণ কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়া অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেদনের দুয়েক দিনের মধ্যেই অনুমোদন করা হয়েছে। এমনকি গ্রাহকের হিসাব খোলার আগেই ঋণ অনুমোদিত হিসেবে পর্ষদের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে দিন-তারিখ ও ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে এসব জালজালিয়াতির উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়– শাখা ঋণ কমিটি ও প্রধান কার্যালয়ের ঋণ কমিটি ঋণ মঞ্জুরির বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্য দেয়ার পরও তৎকালীন পরিচালনা পর্ষদ ১৮৭ গ্রাহকের অনুকূলে পাঁচ হাজার ৯৯৪ কোটি ৯৬ লাখ টাকার ঋণ অনুমোদন দিয়েছে। সবিশেষ উল্লেখ্য, ব্যাংক কোম্পানি আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে : 'কোনো খেলাপি ঋণগ্রহীতার অনুকূলে কোনো ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনোরূপ ঋণসুবিধা প্রদান করিবে না।' বিষয়টি প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির মতামত ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের স্মারকলিপিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও পরিচালনা পর্ষদ একাধিক ঋণখেলাপির অনুকূলে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়নে দেখা গেছে, বড় অঙ্কের ঋণে নয়, ছোট ছোট ঋণেও বড় ধরনের দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে। খবরে প্রকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডে (বিডিবিএল) গণহারে ঋণে অনিয়ম করা হচ্ছে। জালিয়াতির মাধ্যমে ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ১১ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে ব্যাংকটির আশুগঞ্জ শাখা। এর মধ্যে অনেক অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানও ঋণ পেয়েছে। বর্তমানে শাখাটির ৭৮ শতাংশ ঋণই খেলাপি। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, এসব ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কোনো নিয়মের অনুসরণ করেননি। উ"া গুরুতর অনিয়ম ও জালিয়াতি করা হয়েছে। এর বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ নিয়ে ব্যাংক শাখাটি হুমকির মুখে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে দেয়া বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ উল্লেখ করেন– অর্থ মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি তোষণের কারণে বিডিবিএলের আজকের এই পরিণতি। তার মতে, সরকারি ব্যাংকগুলোর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়কে এর দায়ভার নিতে হবে। পাশাপাশি জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিও তিনি আহ্বান জানান।

সার্বিক বিবেচনায় আমাদের ব্যাংক খাত ভালো চলছে না। ফলে দেশের ব্যাংক খাতে বাড়ছে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ। এতে কমছে মূলধন সংরক্ষণের সক্ষমতা। আর এই সক্ষমতা কমে যাওয়ায় ব্যাংকের ঝুঁকিসহন ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। এতে বাড়ছে ঝুঁকির তীব্রতা। গত বছরের জুনে ব্যাংক খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ ছিল সাত লাখ ৪৩ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। ডিসেম্বর শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত লাখ ৭৫ হাজার ৪৪১ কোটি টাকা। মাত্র ছয় মাসে তা বেড়েছে ৩২ হাজার কোটি টাকা। এত মূলধন সংরক্ষণের হারও আলোচ্য সময়ে কমে গেছে। সব মিলিয়ে প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে সাতটি ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ভুয়া ঋণ ও পর্যাপ্ত জামানত না রেখে স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক তদবির ও জালজালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ দিলে বেড়ে যায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ। কমে যায় ব্যাংকের আয়। ফলে ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ বেড়ে যায়।

সম্প্রতি বিবিসি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যাংক-তহবিল লোপাটের ঘটনা বলে বিবেচিত এ ঘটনায় চুরি হওয়া আট কোটি ১০ লাখ ডলার চলে গিয়েছিল ফিলিপাইনের ব্যাংক ও জুয়ার বাজারে। এ অর্থ ফেরত আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার এখন চেষ্টা-তদবির করছে। এর কিছু টাকা ফেরত এলেও বাকিটা ফেরত আসার বিষয়টি স্থবির হয়ে আছে। এই স্থবিরতার দু'টি কারণ জনালেন ফিলিপাইনের এনকোয়ারার পত্রিকার অনুসন্ধানী সাংবাদিক ড্যাক্সিম লুকাস। তিনিই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনাটি প্রথমে বিস্তারিত ফাঁস করে বাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই চুরি যাওয়া অর্থের বাকি অংশ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে স্থবিরতার প্রথম কারণ হচ্ছে, ফিলিপাইনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গেছে। দ্বিতীয়ত, সে দেশের অনেক কর্মকর্তা মনে করেন, বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল লোপাটের ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকেরই ভেতরের লোক। সাংবাদিক লুকাস জানিয়েছেন, ফিলিপাইনের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে বলেছেন– বাংলাদেশ অযথাই ফিলিপাইনের ওপর বেশি দোষ চাপাচ্ছে। অপরাধীরা হয়তো ঢাকায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ দিকে গত বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩ তলায় হঠাৎ করে আগুন লাগে। রাত ৯টার দিকে বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মাসুদ বিশ্বাসের কক্ষ থেকে এ আগুনের সূত্রপাত। পড়ে এ আগুন ১৪ তলায় ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট আধা ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ১০টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ লেখা পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ জানা যায়নি। ঘটনা তদন্তে পৃথক দু'টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে ব্যাংক খাতের দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপি ও রিজার্ভ চুরির মূল হোতারা জড়িত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। আমাদের সরকারি খাতের বাংকগুলোতে চলা দুর্নীতি এসব ব্যাংককে কার্যত ফোকলা করে ফেলা হয়েছে। আর এসব সরকারি ব্যাংকের দুর্নীতি আর অনিয়মের দায় মেটানো হচ্ছে জনগণের অর্থে। গত তিন বছরে সরকারি ছয় ব্যাংকে ভর্তুকি দেয়া হয়েছে সাত হাজার ৯০৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থের জোগান দেয়া হয়েছে সোনালী ব্যাংকে, যার পরিমাণ দুই হাজার ৭০৫ কোটি টাকা। আর বেসিক ব্যাংকে দেয়া হয়েছে দুই হাজার ৫৯০ কোটি টাকা। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সরকারি ব্যাংকের দুর্নীতির দায় জনগণ কেন বছরের পর বছর বহন করবে?

নানা ঘটনা-বিঘটনাদৃষ্টে এমনটি বলা যায়, বাংলাদেশের ব্যাংক খাত এখন এক দুষ্টগ্রহের শিকার। এই দুষ্টগ্রহ থেকে আমাদের ব্যাংক খাত কবে মুক্তি পাবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। তবে যেসব ঘটনা যেভাবে ঘটছে এবং এর হোতারা যেভাবে এখনো নিরাপদ বলয়েই বসবাস করছে, তাতে মনে হয় সহজে এ থেকে আমাদের মুক্তি নেই। কারণ, এদের ক্ষমতার শিকড় মনে হয় অনেক গভীরে প্রোথিত। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট আয়োজিত এক কর্মশিবিরে বক্তারা একটি মূল্যবান কথা উচ্চারণ করেছেন। তারা বলেছেন, ব্যাংক খাতের দুর্নীতি রোধে প্রধান বাধা শীর্ষ মহল। এ খাতে শীর্ষ পর্যায়ের হস্তক্ষেপে অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি বন্ধ করা যাচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ অনিয়ম রোধে যত পরিদর্শন হয়, শেষ পর্যন্ত এই পরিদর্শকদের টুঁটি চেপে ধরা হয়। ভালো পরিদর্শকদের পদোন্নতি হয় না। এ ধরনের লক্ষণ ব্যাংখ খাতের

জন্য অশনিসঙ্কেত– এই যদি হয় অবস্থা, তবে আমাদের যাওয়ার জায়গা থাকে কোথায়?

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ২৬ মার্চ

এম হুমায়ুন কবির

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পরবর্তী আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আমাদের সে সময়ের ইতিহাসকে অনুসন্ধান করতে হবে। সে সময়ের দিকে তাকালে একটা বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নজরে আসে। পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকবর্গ একটা রাজনৈতিক সমস্যা সামরিকভাবে সমাধান করতে তৎপর হয়েছিল। এই সামরিক আক্রমণটা এমনভাবে এসেছিল যে ক্ষণিক সময়ের জন্য আমরা স্তম্ভিত, হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। আমরা পাকিস্তানের কাছে কখনোই এমনটা প্রত্যাশা করিনি, অথবা বলা যেতে পারে যেটুকু আমাদের প্রত্যাশা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সামরিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল পাকিস্তান।

আমার যতটুকু মনে পড়ে, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নানা ধরনের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আমরা বুঝতে পারছিলাম পাকিস্তানের একটা প্রতিক্রিয়া হবে। সাধারণ যে পরিস্থিতি ছিল সেটা ২৫ মার্চের পরে ভয়াবহভাবে পাল্টে যায়।

২৬ মার্চ (একাত্তরে) সকালে সামরিক বাহিনীর যেসব বাঙালি সদস্য ছিলেন তাঁরা একত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জড়ো হচ্ছিলেন। এটা আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিলাম বলে দেখেছি। ২৬ তারিখে মোটামুটি একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছিল যে বড় কিছু হয়েছে। আর দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে যেতে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মহলের কাছে এ খবর পৌঁছতেও কিছুটা সময় লেগেছিল। যতটা মনে পড়ে, ২৬ তারিখ রাতে আমরা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রথম খবরটা পেলাম। অস্ট্রেলিয়ার রেডিও 'রেডিও অস্ট্রেলিয়া' প্রথম ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী যে আক্রমণ চালিয়েছিল সে খবরটি প্রচার করে। তারা জানায় যে পাকিস্তানি বাহিনী কী নির্মম আক্রমণ চালিয়েছে নিরীহ মানুষের ওপর। বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট চালিয়েছে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী। সামরিক বাহিনীর নিরীহ মানুষের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া যে কত ভয়াবহ ছিল সেটাই প্রথম আমরা 'রেডিও অস্ট্রেলিয়ার' মাধ্যমে জানতে পারি। কেবল তাদের মাধ্যমেই প্রথমে আমরা জেনেছি, পরে যতটা মনে পড়ে বিবিসিও তখন এমন একটি রিপোর্ট করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মিডিয়া তখনো এমন কোনো রিপোর্ট করেনি।

আন্তর্জাতিক সংস্থা গণমাধ্যম, তারা ২৫ মার্চের ঘটনা বাইরে প্রচার করার জন্য উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। আর যেটা আমরা ঠিক একাত্তরে বুঝতে পারিনি, পরে বুঝতে পেরেছি, তা হলো কূটনৈতিক যে চ্যানেল বা কূটনৈতিক যে যোগাযোগ আমরা বলি, তারা বড় একটা ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে অরচার্ড রোড, তিনি ঢাকায় ছিলেন। ঢাকায় থেকে তিনি ওয়াশিংটন গণমাধ্যমে পাকিস্তানের এই আক্রমণের ঘটনা তুলে ধরেছিলেন। আমি বলতে চাই, তিনি শুধু তাঁর কাজই করেননি সে সময় কূটনৈতিক যে ব্যক্তিরা ঢাকায় ছিলেন তাঁরাও নিজ নিজ সরকারের কাছে পাকিস্তানের এই আক্রমণের রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। তখন তো তেমনভাবে বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন এই তথ্যগুলো বাইরে আসার সুযোগ হলো, তখন আমরা জেনেছি যে কূটনীতিকরা কী কাজ করেছিলেন। যেমন–আর্চার কে ব্লার্ড–তিনি যে বক্তব্য, দাবি প্রচার করেছিলেন তা বাঙালিদের জন্য ছিল খুবই সহানুভূতিপ্রবণ। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের যে দাবি তা খুবই যুক্তিসংগত দাবি। পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের দাবিকে সেভাবে দেখেননি। যুক্তরাষ্ট্র তখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে, বিশেষ করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছিল, যেখানে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছিল পাকিস্তান। সেদিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের মানুষের চেয়ে তখন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজেদের স্বার্থ উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগী হয়তো হয়েছিল। কিন্তু এটা বলব যে এসব নানা কূটনৈতিক উদ্যোগ মিডিয়ার প্রচারের ফলেই কিন্তু আন্তর্জাতিক মহল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ২৫ মার্চের রাত থেকে শুরু করে পরের ৯ মাস এখানে যে বিভীষিকা চলেছে, গণহত্যা হয়েছে, মানবতাবিরোধী যে কাজ হয়েছে, সেগুলোর খবরাখবর নিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সহানুভূতিশীল মনোভাব তৈরি করা, এতে তা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সমর্থনের পেছনে গণমাধ্যম একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সহানুভূতি, সমর্থন, তাদের দেশের জনগণের সমর্থন পেয়েছি। বন্ধু রাষ্ট্রগুলো অন্য রাষ্ট্রগুলোকে আমাদের পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা তৈরিতেও সাহায্য করেছে।

তাৎক্ষণিকভাবে আমরা পাকিস্তানের সামরিক অভিযোগের মুখে খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেলেও খুব দ্রুতই কূটনৈতিক বন্ধু ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের ফলেই আমরা উঠে দাঁড়াই। আমাদের দাবির সপক্ষে এবং বাংলাদেশের মানুষের সত্যিকার আন্দোলনের মুখে বিভিন্ন রাষ্ট্র আমাদের সহযোগিতা করে, আমরা খুব দ্রুত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি।

লেখক : সাবেক রাষ্ট্রদূত

আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন

তোফায়েল আহমেদ

১ ৯৭১-এর ছাব্বিশে মার্চ ছিল শুক্রবার। পঁচিশে মার্চ বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর মনি ভাই রওয়ানা দেই সেগুন বাগিচার দিকে। রোকেয়া হলের সামনে দিয়ে যখন যাই তখন সংগ্রামী জনতা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছে। সেগুন বাগিচায় একটা প্রেসে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত লিফলেট ছিল। সেই লিফলেট নিয়ে যাব ফকিরাপুলে মনি ভাইয়ের বাসায়। প্রেস পর্যন্ত গেলাম, লিফলেট নিলাম। রাত ১২টায় মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্বপরিকল্পিত 'অপারেশন সার্চলাইট' অনুযায়ী শুরু করেছে ইতিহাসের পৈশাচিকতম হত্যাকাণ্ড–বাঙালি নিধনে গণহত্যা। চারদিকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ছাপিয়ে তখন আমার কানে কেবলই বাজছে বিদায় বেলায় বঙ্গবন্ধুর সেই নির্দেশ, 'তোমাদেরকে যে দায়িত্ব আমি দিয়েছি, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করো। আমার জন্য ভেব না। আমি যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, আমার স্বপ্নের সেই বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই হবে। ওরা অত্যাচার করবে, নির্যাতন করবে। কিন্তু আমার বাংলাদেশের মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবে না।' বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী বাংলার মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। মাত্র নয় মাসের মধ্যে ৩০ লক্ষ প্রাণ আর ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা।

মার্চের ২৬ তারিখ প্রথম প্রহরেই সারাদেশসহ ঢাকায় অনির্দিষ্টকালে জন্য কারফিউ জারি করা হয়। এ অবস্থার মধ্যে রাতেই খবর পেলাম বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২৭ মার্চ যখন ২ ঘণ্টার জন্য কারফিউ প্রত্যাহার করা হলো তখন আমি আর মনি ভাই জহিরুল ইসলাম সাহেবের বাসায় যাই। সেখান থেকে আমাদের ব্যাগ নিয়ে গুলিস্তান দিয়ে নবাবপুর রোড ধরে সদরঘাট গিয়ে কেরানিগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করি। যাওয়ার সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে দফায় দফায় প্রচারিত এম এ হান্নান সাহেবের ভাষণ শুনলাম, 'কে বলে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে? তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন।' এরপর কেরানিগঞ্জে বোরহানউদ্দীন গগনের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলাম। ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান, মনি ভাই, সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই, আমি, আসম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ আমরা অনেকেই তখন সেই বাড়িতে। সকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান সাহেব এবং আমাদের অন্যান্য নেতারা বিরামহীনভাবে ঘোষণা দিতে থাকলেন যে, 'বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।' এরপর সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হয়।

টানা ২৪ দিন ধরে চলা সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন আর বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়ে অবশেষে গণহত্যার দিকে এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া এবং চক্রান্তকারী পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো। ফলে ২৫ মার্চ জিরো আওয়ারে গণহত্যা শুরুর অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বলেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন!' ১৯৭১-এর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে অর্থাৎ ১২-৩০ মিনিটে স্বাধীনতার এই অমোঘ মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ থেকে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করে অখণ্ড পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়। স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল নিয়াজীর জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিও'র সরকারি তরঙ্গের কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে ক্ষীণস্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হলো পূর্বেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।'

স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরিস্থিতির শুরুটা হয়েছিল মূলত ৬ দফা দেওয়ার মধ্যদিয়েই। বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগে আমাদের কখনোই অভিযুক্ত করা যায়নি, আমরা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ন্যায্যতা প্রমাণ করে মুক্তিসংগ্রামী হিসেবেই এগিয়ে গেছি। নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু '৭০-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। যথাসময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার মানুষ তাদের রায় জানিয়ে দিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এলএফও-তে সন্নিবেশিত চাতুর্যপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো মুখ থুবড়ে পড়ল।

১৯৭১-এর জানুয়ারির ৩ তারিখে ঐতিহাসিক রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নব-নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ গ্রহণ করাবেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। সেদিন বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, '৬ দফা ও ১১ দফা আজ আমার নয়, আমার দলেরও নয়। এ-আজ বাংলার জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। কেহ যদি এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে বাংলার মানুষ তাঁকে জ্যান্ত সমাধিস্থ করবে। এমনকি আমি যদি করি আমাকেও।' এরপর জেনারেল ইয়াহিয়া '৭১-এর ১১ জানুয়ারি ঢাকা আগমন করেন। ১২ ও ১৩ জানুয়ারি এই দুই দিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দু'দফা আলোচনায় মিলিত হন। ঢাকা থেকে ফিরে ইয়াহিয়া খান লারকানায় ভুট্টোর বাসভবনে যান এবং সেখানে জেনারেলদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। মূলত লারকানা বৈঠকেই নির্বাচনী ফলাফল বানচালের নীল নকশা প্রণীত হয়।

এরপর ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখে এক সরকারি ঘোষণায় জানানো হয় যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ৩ মার্চ বুধবার ৯টায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু চক্রান্তকারীদের এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেন যে, 'ফ্যাসিস্টপন্থা পরিহার করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরুর শাসন মেনে নিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখুন। জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা বানচাল করার যেকোন উদ্দেশ্যে তৎপর গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকারীগণ আগুন নিয়ে খেলবেন না।' ১৭ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো তার পার্টি অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, '৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন শুরু হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পিপলস পার্টির জন্য তাতে যোগদান করা একেবারেই অর্থহীন।' এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারিতে ভুট্টো তার সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনাবাহিনী–দেশে এই তিনটি শক্তিই আছে, আমরা কোনো চতুর্থ শক্তির কথা স্বীকার করি না।' জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার জ্ঞাপন করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানান। ১৯ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে ৫ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত জানুয়ারির ১৭ তারিখের লারকানা বৈঠক এবং ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখের রাওয়ালপিন্ডি বৈঠকেই গণহত্যার নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। পিন্ডি থেকে করাচি ফিরে গিয়ে ভুট্টো স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই।'

ভুট্টো যখন বারংবার জাতীয় পরিষদে যোগদানে তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধু অধিবেশনে যোগদানের জন্য আওয়ামী লীগকে প্রস্তুত করছিলেন। এরই অংশ হিসেবে ১৯৭১-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে যথাক্রমে বঙ্গবন্ধু ও মনসুর আলী নেতা নির্বাচিত হন। জাতীয় পরিষদের উপনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং এএইচএম কামারুজ্জামান সচিব নির্বাচিত হন। এছাড়াও সর্বজনাব ইউসুফ আলী, আব্দুল মান্নান ও আমীর-উল ইসলাম যথাক্রমে চীফ হুইপ ও অপর দুইজন হুইপ নির্বাচিত হন। ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেন এবং পিন্ডিতে গভর্নর ও সামরিক প্রশাসকদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। সামরিক শাসক চক্রের সাথে মিলে ভুট্টো যে ভূমিকায় লিপ্ত তাতে এটা স্পষ্ট যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কোনোভাবেই বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। ষড়যন্ত্রকারীদের নীলনকশা অনুযায়ী বাংলার মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য অবশেষে '৭১-এর মার্চের ১ তারিখে দুপুর ১টা ৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে ৩ মার্চ তারিখে ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এহেন বক্তব্যে তাৎক্ষণিক ক্ষোভ-বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকা নগরী। এদিন হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের কাজ চলছিল। বঙ্গবন্ধু হোটেলের সামনে এসে বলেন, 'অধিবেশন বন্ধ করার ঘোষণায় সারা দেশের জনগণ ক্ষুব্ধ। আমি মর্মাহত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আমি সংগ্রাম করে এ পর্যন্ত এসেছি। সংগ্রাম করেই মুক্তি আনব।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ডেকে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয় এবং তাঁর নির্দেশে কলাভবনে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলিত হয়। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ও উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পলটনে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। ৪ মার্চ সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ৩ ও ৪ মার্চ এই ২ দিনে চট্টগ্রামে ১২০ জন নিহত ও ৩৩৫ জন আহত হয়। খুলনায় সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়। ৫ মার্চ টঙ্গীতে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৪ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। খুলনা ও রাজশাহীতেও যথাক্রমে ২ জন ও ১ জন নিহত হয়। ৬ মার্চ ঢাকা সহ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে ৩৪১ জন কারাবন্দী পলায়ন কালে পুলিশের গুলিতে ৭ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

এরপর আসে বাঙালির ইতিহাসের পরমাকাঙ্ক্ষিত দিন সাতই মার্চ। সেদিন ছিল রবিবার। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিকামী মানুষের ঢল নেমেছিল সার্বিক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে পথ-নির্দেশ লাভের জন্য। বঙ্গবন্ধু যখন বক্তৃতা শুরু করলেন জনসমুদ্র যেন প্রশান্ত এক গাম্ভীর্য নিয়ে পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে গেল। এতো কোলাহল, এতো মুহুর্মুহু গর্জন নিমেষেই উধাও। সাতই মার্চের রেসকোর্স বাংলার মানুষকে শুনিয়েছে স্বাধীনতার অমোঘমন্ত্র। সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামের অগ্নিশপথে ভাস্বর, যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত সভাস্থলের প্রতিটি নিরস্ত্র মানুষ যেন সেদিন সশস্ত্র হয়ে ওঠে। নেতার বক্তৃতার শেষাংশ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বস্তুত এটাই ছিল বীর বাঙালির জন্য স্বাধীনতার ঘোষণা।

লেখক : আওয়ামী লীগ নেতা, সংসদ সদস্য, বাণিজ্য মন্ত্রী, বাংলাদেশ।

মোদি গরুর মাংসের রাজনীতির ফাঁদে

গৌতম দাস

গরুর মাংসের রাজনীতি। হ্যাঁ, গরুর মাংসের রাজনীতি শুরু হয়েছে ভারতের উত্তর প্রদেশে। যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন। ফলে এমনটি সবার আগেই হওয়ার কথা ছিল। এবারের রাজ্য নির্বাচনের আগে প্রচারণা মিছিল-মিটিংয়ে গরুর মাংস প্রসঙ্গ এসেছিল, এনেছিলেন তারা। এনেছিলেন খোদ বিজেপি সভাপতি, মোদির খারাপ-ভালো সব কাজের ডান হাত অমিত শাহ। বক্তৃতায় তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, তাদের দল উত্তর প্রদেশে জিতলে মুখ্যমন্ত্রীর শপথের দিনের রাত ১২টার মধ্যে রাজ্যসরকারের এক অর্ডিন্যান্স ঘোষণার মাধ্যমে সব কসাইখানাসহ গরু জবাই বন্ধ করে দেয়া হবে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি দেয়া তার এই বক্তৃতার ভিডিও কিপ ইউটিউবে এখনো সহজেই পাওয়া যায়। দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা বলছে, উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে বিজেপির নির্বাচনী মেনিফ্যাস্টোতেও লেখা ছিল যে দল জিতে মতায় এলে অবৈধ কসাইখানা উঠিয়ে দেয়া হবে। যদিও সেখানে একটা কিন্তু ছিল, যেমন সাধারণত থাকে। খুব বিতর্কিত কোনো বিষয় বিজেপির মেনিফ্যাস্টোতে থাকলে তার সাথে এমন একটা 'কিন্তু' জুড়ে দেয়া থাকে। যেমন উত্তর প্রদেশের ওই মেনিফ্যাস্টোর বাক্যে একটা বাড়তি বিশেষণ লাগানো আছে 'অবৈধ'। অর্থাৎ সব কসাইখানা না, কেবল যেগুলো ঠিকঠাকমতো লাইসেন্স নেয়নি অথবা রিনিউ করা নেই, ফলে সেগুলো অবৈধ। আর ওই অবৈধগুলোই কেবল রাজ্যসরকার তৎপরতায় বাধা দেবে। ঠিক এভাবেই আসামের নির্বাচনে গরম ইস্যু ছিল কথিত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী প্রসঙ্গে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। আর কিন্তু হিসেবে ওখানে কম গুরুত্বপূর্ণভাবে লেখা ছিল 'যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে এসেছে' কেবল তাদেরকে। আসলেই যারা বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধের পর আসামে গিয়েছে কিন্তু ফেরত আসেনি, এরা মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুসারে অনুপ্রবেশকারী হলেও আসামের রাজনীতিতে বিজেপির মতো অনেক দলের আকার-ইঙ্গিতে দাবি হলো, আসামে কোনো মুসলমান মাত্রই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। এ ছাড়া আসাম সংসদের সিদ্ধান্ত হলো, কাউকে অনুপ্রবেশকারী বলে ফেরতের আগে একটা কমিশনের মাধ্যমে তার কাগজপত্র পরীা করা হবে সে '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে এসেছে'। পরীায় যদি সে তথ্য পাওয়া যায়, কেবল তখনই বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রশ্ন, এর আগে নয়। কিন্তু নির্বাচনের সময় বিজেপি প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়েছিল সব 'অনুপ্রবেশকারীদের' ফেরত পাঠানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিজেপির মেনিফ্যাস্টো। একটা সরাসরি প্রশ্ন করা যাক। বিজেপি আসলেই কি গরু জবাই দেয়ার ও মাংস বিক্রির বিরোধী? কেন বিরোধী, সে প্রশ্ন না হয় না-ই তুললাম! জবাব হলো– না, বিজেপি বিরোধী নয়। এমনকি আমাদের সীমান্তে বাংলাদেশে গরু পাচারকারীদের ব্যাপারে বিজেপি খড়্গহস্ত এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজে ভারত সীমান্তে বিএসএফ ক্যাম্প সফর করে গরু বাংলাদেশে পাচার না হওয়ার পে বিএসএফ সদস্যদের উদ্বুদ্ধ-প্রপাগান্ডা করে গেলেও। তাহলে বিজেপি গরু জবাই দেয়ার ও মাংস বিক্রির বিরোধী নয়, এই বক্তব্যের প্রমাণ কী? প্রমাণ খুবই সহজ। ভারতের রফতানির পরিসংখ্যান তালিকা বলছে, ভারত দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় মাংস রফতানিকারক দেশ। ২০১৫ সালের (থিতু হওয়া ফাইনাল ফিগার) মাংস রফতানি বাজার থেকে আয় করা অর্থ হচ্ছে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার। আনন্দবাজারসহ নিউ ইয়র্ক টাইমস ও অন্যান্য ভারতীয় ইংরেজি পত্রিকার খবর এটা। আর মাংসসহ চামড়া ও অন্যান্য রফতানিপণ্য ধরলে এটা প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার শিল্প-বাজার। আর অনেক সময় আইনি আড়াল দেয়ার জন্য এগুলো গরুর মাংস না বলে মহিষের মাংস বলে রফতানি হয়। এগুলো সব ভারতের রফতানির ফিগার। আর গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই সংখ্যা-ফিগারের অর্ধেকের বেশি অবদান একা উত্তর প্রদেশ রাজ্যের। যেমন সারা ভারতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অটোমেটিক আধুনিক স্লটার হাউজ (যেখানে কাটা ধোয়া বাছাই ও প্যাকেজিং সবই হয়) আছে। এমন কসাইখানার সংখ্যা ৭৫টি। এমন কসাইখানার মধ্যে ৪১টিই হলো উত্তর প্রদেশে। তা-ও আবার এটা শুধু লাইসেন্সপ্রাপ্তগুলোর হিসাব। লাইসেন্সহীনেরা এই হিসাবের বাইরে। সাময়িক লাইসেন্স দেয়া হয় দুই বছরের জন্য। আর লাইসেন্স দেয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। কিন্তু ফিলড ভিজিট করে তথ্য পাঠিয়ে দেয় রাজ্যসরকার। যেসব তথ্য যাচাই করে তা হচ্ছে, অনলাইন সিস্টেম, পলিউশন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, ফায়ার সেফটি, লেবার ল ইত্যাদি ব্যবস্থা স্ট্যান্ডার্ড মতো আছে কি না। মজার কথা হলো, মোদির বিজেপি সরকার মতায় আসার পর ভারতের মাংস রফতানি আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এর অন্যতম কারণ মোদি সরকার মাংস রফতানিকে 'শিল্প বলে ঘোষণা' দিয়েছে আর রফতানি করলে ৫০ শতাংশ সরকারি প্রণোদনা সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এক কথায় বললে খোদ মোদি সরকার মাংস রফতানিকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রফতানিপণ্য হিসেবে দেখা তার সরকারের নীতি বানিয়েছে। আর এটা বলার অপো রাখে না গরু বা মহিষ জবাই করার পরই তা রফতানি করা হয়। অর্থাৎ মোদি নিজেই পশু জবাই দেয়ার উৎসাহদাতা।

অর্থাৎ মাংস রফতানিতে উত্তর প্রদেশের একাই অর্ধেকের বেশি ভূমিকা সত্ত্বেও শপথ নেয়ার পরদিন থেকেই ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেকগুলো লাইসেন্সহীন কসাইখানা সিলগালা করে দেয়া হয়েছে। পাড়ার কসাইখানা আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এর ভয়ে প্রথম তিন দিন সব কসাইখানাই বন্ধ ছিল। অর্থাৎ এ পর্যন্ত চলছে আইওয়াশ। আইওয়াশ বলছি এ কারণে যে, গরু জবাই কিংবা মাংস রফতানি প্রসঙ্গে বিজেপির ভূমিকা দু'মুখী। এক দিকে সে এগুলো বন্ধ করতে হবে মুখের এই বোলচাল-চাপাবাজি থেকে সরে আসবে না। আবার দুনিয়ার সর্বোচ্চ বড় রফতানিকারক রাষ্ট্র হবে, রফতানিতে প্রণোদনা উৎসাহ সহায়তা দেবে ইত্যাদি। উত্তর প্রদেশের এখন চলছে আইওয়াশ পর্ব। ঠিক একই রকম ঘটেছিল গুজরাটে। এরপর মাংস রফতানি পর্ব জোরদারভাবে চলবে। ঠিক যেমন আনন্দবাজার বলছে গুজরাটে এখনো রফতানি বন্ধ হয়নি। আগের মতো চলছে।

এবার উত্তর প্রদেশ সবচেয়ে বড় রফতানিকারক রাজ্য বলে এর সাথে শুরু হয়েছে নতুন উদ্বিগ্নতা। রফতানি কমে গেলে রাজ্যের রাজস্ব আয় কমে যাবে। রাজস্ব কমে গেলে রাজ্যসরকারের খরচ নির্বাহের উৎস কী হবে। ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, এমন রাজস্ব আয়ের ঘাটতির জন্য কোনো অনুদান তিনি বরাদ্দ করতে পারছেন না।

এ দিকে নিউ ইয়র্ক টাইমস গত বছর এক দীর্ঘ গবেষণা প্রতিবেদন ছেপেছিল উত্তর প্রদেশে অটোমেটিক কসাইখানা বসানোর ফলে এর সামাজিক ইমপ্যাক্ট বা অভিঘাত তৎপরতা কী পড়েছিল তা নিয়ে। রিপোর্টটি ছিল গ্রামের নারীদের ওই কারখানায় কাজ নিতে সমাজ নেতাদের বাধাদান, একঘরে করে দেয়ার ভয় দেখানো। আর সেগুলো উপো করে ওই কসাইখানায় কাজ নেয়ার লড়াই সংগ্রাম নিয়ে। তারা এবার বলছে, এই অটোমেটিক কসাইখানা বসানোতে তারা কাজ পেয়েছিল, সংসারের খরচ জুগিয়ে একটু সচ্ছলতার মুখ দেখছিল। এক্সপোর্ট আইটেম বলে নিয়মিত কাজও পেত। ওই মহিলারা এখন উদ্বিগ্ন যে, তাদেরকে আবার সেই সীমাহীন দারিদ্র্য জোনে বোধহয় ফেরত যেতে হবে। আনন্দবাজার বলছে, এমনিতেই উত্তর প্রদেশে বেকারের হার অন্য প্রদেশের তুলনায় বেশি। পশু জবাই আর মাংস রফতানির ওপর বাধা এলে বেকারের সংখ্যা ভারসাম্য হারাবে।

এ দিকে গত ২১ মার্চ স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট দুই ব্যক্তিকে গরু জবাই দেয়ার জন্য হঠাৎ করে পাঁচ বছর করে সাজা দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন– এখন মোদি ও যোগী আদিত্যনাথ তাদের দ্বিমুখী সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবেন কি না।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

সুশাসন কি নির্বাসনে?

সালাহউদ্দিন বাবর

দেশে অনিয়ম, অনাচার, অরাজকতা, ক্ষমতার অবৈধ চর্চা, লুণ্ঠন, খুন, জখম, শিশু ও নারী ধর্ষণ, নকল, ভেজালসহ নানা দুরাচার ও দুর্নীতি চলছে অপ্রতিহতভাবে। এসব নিরোধের ক্ষেত্রে আইনকানুন রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই। দোষীদের বিচারে সোপর্দ করার ঘটনা সচরাচর লক্ষ করা যায় না। এতে সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছে। নাগরিকদের জীবনে শান্তি ও স্বস্তি হারিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা সর্বব্যাপী। এর সমাধানও খুব সহজ নয়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার তো বটেই, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমিকা রাখতে হবে আরো বেশি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের এ জন্য কাজ করতে হবে। তা ছাড়া শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় নেতা, পেশাজীবী, প্রভাবশালী মহলকে এগিয়ে আসতে হবে। সংবাদমাধ্যমগুলোকেও এ জন্য জনমত গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে এবং সুশাসনের অভাবে যে জনদুর্ভোগ তা তুলে ধরতে হবে। লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের লেখা ও চিন্তার দ্বারা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সঙ্কট রয়েছে, সে সম্পর্কে জাতীয় সংসদের স্পিকার ও সিপিএ নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের সংবিধানে সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। আইনে সবার সমান আশ্রয় লাভের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক আইন প্রণয়ন করা হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সবার জন্য সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করাই বড় চ্যালেঞ্জ। কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস কর্মসূচি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্পিকার এ কথা বলেন।

তার বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণ হয়, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত নয়। তাহলে হতাশা থেকে এ কথা বলার অবকাশ রয়েছে যে, সুশাসন কি অন্তরীণ না নির্বাসনে?

'সুশাসন' বলতে আসলে কী বোঝায়? 'সু' শব্দের অর্থ ভালো উত্তম উৎকৃষ্ট সুন্দর শুভ ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলে ন্যায়নীতি অনুসারে উত্তমরূপে, সুষ্ঠুভাবে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেশ, রাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে। একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলনই হলো সুশাসন। সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনকে সুশাসন বলা যায়। শাসিতের কাম্য শুধু শাসন নয়, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসন– যাকে সুশাসন বলা যেতে পারে। কোনো দেশে সুশাসন রয়েছে কি না তা বোঝার জন্য প্রথমে দেখতে হবে, সে দেশে শাসক বা সরকারের জবাবদিহিতা আছে কি না এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আছে কি না। সুশাসন একটি রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। সুশাসনকে একপ্রকার মানদণ্ডও বলা যায়, যে মানদণ্ডের সাহায্যে একটি রাষ্ট্র বা সমাজের সামগ্রিক অবস্থা যাচাই করা যায়। যে রাষ্ট্র বা সমাজ যত বেশি সুশাসন দ্বারা পরিচালিত, সেই রাষ্ট্র বা সমাজ তত বেশি অগ্রগতির দিকে ধাবিত হয়। বিশ্বব্যাংকের ধারণা সূত্রে, সুশাসন এখানে বর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে। যেমন, সরকারি কাজের দক্ষতা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, বৈধ চুক্তির প্রয়োগ, জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, স্বাধীন সরকারি নিরীক্ষা, প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধতা, আইন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ, বহুমুখী সাংগঠনিক কাঠামো এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। সুশাসন তখনই নিশ্চিত হবে যখন সরকারের সিদ্ধান্ত ও কাজগুলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়ক হয়। সরকার জনগণের কাছে তার কর্মের জন্য দায়ী থাকে। সুশাসন আইনের শাসন নিশ্চিত করে। এ ছাড়া এটি রাষ্ট্র বা সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগণ্যতাকে প্রাধান্য দেয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গুরুত্ব পায়। রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে সরকারি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুশাসন শুধু রাষ্ট্র বা সরকার নয়– বেসরকারি খাত ও সুশীলসমাজকে গুরুত্ব দেয়। অপর দিকে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সুশীলসমাজের ভূমিকা বিরাট।

এখন দেখা যেতে পারে, সুশাসনের ক্ষেত্রে এ দেশের বাস্তব চিত্রটা কী? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, জাতীয় জীবনে সুশাসনের বিষয়টি নিয়ে তেমন কারো কোনো ভাবনা নেই। অথচ দেশের নাগরিকের ভালো-মন্দ নির্ভর করে যথার্থ সুশাসন বর্তমান থাকার ওপর। দেশের প্রতিটি সরকার এবং ক্ষমতার ভরকেন্দ্রগুলো ধারাবাহিকভাবে এ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। সুশাসনের ধারাবাহিকতা এবং উৎকর্ষ যেন নির্বিঘ্ন হয়। তখনই সে দেশ কল্যাণকামী একটি দেশে পরিণত হবে। ফলে জনগণের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি বেশি আসবে। যদি এই মানদণ্ডে বাংলাদেশকে বিচার করা হয়, তবে দেখা যাবে এ ক্ষেত্রে দেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সুশাসনের ধারণাই এখানে পরিষ্কার নয়। ষোল কোটি মানুষের এই দেশ কল্যাণকামী রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজটি কঠিন বটে, কিন্তু শুরুই যে হয়নি এর উদ্যোগ।

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও দক্ষতা এবং যোগ্যতা জরুরি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও এই বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে খোদ বিচার বিভাগের অসন্তুষ্টি রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সম্প্রতি অভিযোগ করেছেন, তাদের সংবিধান অনুসারে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। এর সাধারণ অর্থ হলো, সংবিধান বিচার বিভাগকে যে স্বাধীনতা এবং কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে, এর চর্চায় তারা বাধা পাচ্ছেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে পারলে দেশে দুর্নীতি, অপরাধপ্রবণতা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থাকবে না। যখন কোনো রাজনৈতিক সরকার শাসনযন্ত্র ঠিকমতো পরিচালনা করবে না, তখন বিচার বিভাগ এগিয়ে আসবে। না হলে দেশের সভ্যতা থাকবে না।' এর আগে প্রধান বিচারপতি অধস্তন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধি সংক্রান্ত মামলার শুনানিকালে বলেছেন, "বিচার বিভাগকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিধিমালার গেজেট জারি না করায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে সরকারপক্ষ আরো সময় চাইলে আদালত বলেন, দেশে কি কোনো সরকার রয়েছে? বিধিমালার গেজেট জারি করতে আর কত দিন সময় প্রয়োজন? রাষ্ট্রের তো একটা 'ফেয়ার প্লে'র বিষয় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটা যৌক্তিক কারণ থাকবে তো।"

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে সুশাসন থাকতে হবে। গণতন্ত্র নিয়ে নানা অভিযোগ ও সঙ্কট বহু দিনের। দেশে এখন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক তুঙ্গে, তা হলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। রাজনৈতিক দলগুলো অতীতে বহুবার এ নিয়ে আন্দোলন করেছে। কিন্তু গণতন্ত্র অর্জন করা যায়নি। গণতন্ত্র হলো রাষ্ট্রশাসন বা পরিচালনায় কারা সরকারে যাবে, তাদের বাছাইয়ের একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়া এবং জনমত বিচার করার পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি কিভাবে অবাধ সুষ্ঠু হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। সে ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য ও উত্তম হতে হবে। এই উত্তম ব্যবস্থাটাই সুশাসন। সুশাসনের সাথে জড়িত আছে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিচালনা, কার্যকর করা এবং নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্র পরিচালনা, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সংসদে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচিত সরকারের। সে কারণে সুশাসন এবং দায়িত্বশীল সরকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর অর্থ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার কর্তৃক জবাবদিহিতামূলক শাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাজনৈতিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ এবং রাষ্ট্রের হৃদকেন্দ্রে রয়েছে সুশাসন। যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো, সুশাসনের অবর্তমানে তা সেগুলো এখন কার্যকর নেই।

এখন সব মহলেই উন্নয়ন নিয়ে কথা হচ্ছে। যদিও এটা স্পষ্ট নয়, এ কথা বলে ঠিক কী বোঝানো হয়। এক পক্ষে রাজনীতিক রয়েছেন, পত্রিকার কলামিস্ট রয়েছেন। তারা বলেন, উন্নয়ন মানে প্রবৃদ্ধি। কিন্তু প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, প্রবৃদ্ধির সুষম বণ্টনও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ কথাও বলা হচ্ছে। এই দুই পক্ষের তর্কবিতর্ক থেকেই হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক, একটি ব্যাপারে সবার মোটামুটি ঐকমত্য রয়েছে যে, সুশাসন ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় সে উন্নয়নের সুফল মোটামুটি সবার কাছে অর্থপূর্ণভাবে পৌঁছে দেয়া। জাতিসঙ্ঘে কর্মরত একজন অর্থনীতিবিদ উন্নয়নের জন্য সুশাসন নামে একটি বই লিখেছেন। এই অর্থনীতিবিদের মোদ্দাকথা, উন্নয়নের অধিকাংশ সূচকে বাংলাদেশ বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন অর্জন করেছে। কিন্তু এই উন্নয়নকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নেয়া সম্ভব হতো, যদি তার সুফল সবার কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হতো। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলে দেশ আরো এগিয়ে যেতে পারত। আর সে জন্য দরকার গোটাকয়েক কাঠামোগত পরিবর্তন। সুশাসনের দুটো দিক, তার এক দিকে দেশের জনগণ, যারা দেশের প্রকৃত মালিক; অন্য দিকে সরকার ও আমলাতন্ত্র। যারা দেশের মানুষের নামে দেশ শাসন করে। সরকার ও আমলাতন্ত্র যদি দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে, তাহলে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় যখন এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান জন্মে এবং তাদের মাঝে দেখা দেয় বিরোধ। আর এই বিরোধের কারণটি স্পষ্ট। সরকার নির্বাচিত হোক অথবা ওপর থেকে জুড়ে বসা হোক, যখন দেশের মানুষের স্বার্থ বিবেচনা না করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকে, তখন জনরোষ তৈরি হয় এবং প্রতিবাদ ওঠে জনগণ থেকে। ফলে দেখা যায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এর ঢেউ লাগে অর্থনীতিতে। বিঘ্ন ঘটে জনগণের দৈনন্দিন জীবনে।

উন্নয়ন আর দুর্নীতি যেন পাশাপাশি চলে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এ সময় সুশাসনের অভাবে দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি। অথচ এ দেশে দুর্নীতি দমনে সফলতা খুব বেশি নয়। তবে সম্প্রতি দেশের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা দুর্নীতি দমন কমিশন তৎপর হয়ে উঠেছে। ফলে দুর্নীতিবাজরা কিছুটা শঙ্কিত। আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের দুর্নীতির পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। বাংলাদেশে দুর্নীতি কোন পর্যায়ে রয়েছে তার একটা উদাহরণ পেশ করছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনাকাটায় দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের জন্য উচ্চ আদালতের রুল জারি করা হয়েছে। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়েছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪ বছরের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে ১৩তম স্থানে ছিল।

সম্প্রতি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি হয়েছে ৮১০ কোটি টাকা। এত বড় দুর্ঘটনার পরও কর্তৃপক্ষের হাবভাবে মনে হয় যেন কিছু হয়নি। এ ব্যাপারে যে তদন্ত হয়েছে তার প্রতিবেদনও আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। সুশাসনের অভাবে এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে এই ঘটনার মূল হোতা। সরকারি নীতিনির্ধারকদের কারো মুখে এখন আর রিজার্ভ চুরি প্রসঙ্গ আসছে না। রহস্যজনকভাবে নীরব রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়। বারবার টালবাহানা করে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করছে না অর্থ মন্ত্রণালয়। অথচ বহু আগে তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা এই প্রথম। এই অর্থের একটা অংশ ফেরত পাওয়া গেলেও বাকি বৃহৎ অংশ ফেরত পাওয়ার উদ্যোগ আর লক্ষ করা যাচ্ছে না। দেশে অন্যান্য সরকারি ব্যাংকের অনিয়ম-দুর্নীতিও সামাল দিতে পারছে না সরকার। সরকারি ব্যাংকগুলোর প্রদত্ত ঋণের একটি বিরাট অংশই এখন কুঋণে পরিণত হয়েছে। এসব ব্যাংক জনগণের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কিন্তু কোনো প্রতিবিধান আছে বলে মনে হয় না। দেশের নদ-নদীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। সর্বত্র পানির অভাব। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এ ইস্যুতে মানববন্ধনের আয়োজন করে। সেখানে বিভিন্ন বক্তা বলেন, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি বাংলাদেশের পানি খাতে সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। তারা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পানি ও বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি দেশে 'ভোক্তা অধিকার দিবস' পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন ছাড়াও সংবাদমাধ্যমে এ উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশিত হয়েছে। এসব নিবন্ধ ও প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, নকল আর ভেজালে ছেয়ে গেছে দেশ। সব খাদ্যেই ভেজাল, সব কিছুতেই নকল। শিশুখাদ্য বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এগুলো নকল ও ভেজালে ভরা। দেশে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সঙ্কট প্রকট। এমনকি, কোনো খাদ্যে ভেজালের এই হার শত ভাগ; কোনোটার তুলনামূলক কম হলেও তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। অর্থাৎ, পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে ভোক্তা অধিকার, অপর দিকে কমছে পণ্যের মান। ছোট হচ্ছে আকার, আবার দাম নেয়া হচ্ছে বেশি। এভাবে ঠকছেন ক্রেতা ও ভোক্তা। মুনাফা লুটছে অসাধু ব্যবসায়ী, উৎপাদক ও মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী। পরিমাণে কম দিয়ে দাম বেশি নিয়েও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের গ্যারান্টি মিলছে না কোথাও। বিপন্ন হচ্ছে মানবজীবন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর বাস্তবতা ধরা পড়েছে খোদ সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে। ৪৩টি খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় দেখা গেছে, এসব পণ্যের পাঁচ হাজার ৩৯৬টি নমুনার মধ্যে ৪০ শতাংশ নমুনাতেই মাত্রাতিরিক্ত ও ভয়াবহ ভেজালের উপস্থিতি। আইনত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নির্বিঘ্নে বাজারে ছাড়া হচ্ছে নানা ধরনের নিম্নমানের ওষুধ। পাশাপাশি ক্যালসিয়াম, আয়রনসহ বিভিন্ন ওষুধের নামে দেশের বাজারে গোপনে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ওষুধ সদৃশপণ্য। নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুতকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু ওষুধ উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হলেও এ ক্ষেত্রে সুশাসন তেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। বেড়েছে যৌন হয়রানি ও ধর্ষণসহ অপহরণের ঘটনা। এগুলোর মধ্যে কিছু ঘটনা প্রকাশ হলেও বেশির ভাগ ঘটনাই ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রভাবশালী মহল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চাপ এবং লোকলজ্জার কারণে বেশির ভাগ ঘটনা প্রকাশ পায় না। নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানির পর তাদের হত্যা করার ঘটনা ঘটছে। যৌতুকের কারণে নানাভাবে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা, অপহরণ, মানবপাচার এবং পর্নোগ্রাফি দ্বারা নির্যাতন করা হচ্ছে। নারী নির্যাতনের ধরন পালটানোর পাশাপাশি এর হিংস্রতাও দিন দিন বাড়ছে। বিশেষত মেয়েশিশুর ক্ষেত্রে এর ভয়াবহতা আরো বেশি। ২০১৬ সালে মোট নারী নির্যাতনের মধ্যে মেয়েশিশুদের ওপর নির্যাতনের হার ২০ শতাংশ। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন গড়ে দু'টি শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, পৃথিবীর মধ্যে সমস্যাজর্জরিত একটি শহর। এই শহরের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা সিটি করপোরেশন দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দু'জন মেয়র রয়েছেন এই করপোরেশনের। পৃথিবীর বৃহৎ শহরগুলোর কোনোটিতেই দু'জন মেয়র নেই। কিন্তু এখানে দু'জন মেয়র দেয়া হয়েছে সুষ্ঠুভাবে সংস্থাটি পরিচালনার জন্য। অথচ জীবন যাপনের মানের দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শহরের তালিকায় ফের স্থান পেয়েছে ঢাকা। বিশ্বের ২৩০টি শহরের মধ্যে বসবাসের দিক দিয়ে ঢাকা ২১৪ নম্বরে রয়েছে। এবার গত বছরের তুলনায় আরো দশ ধাপ পিছিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কভিত্তিক পরামর্শ সেবাদানকারী সংস্থা মার্সারের করা 'এইটিনথ কোয়ালিটি অব লাইফ র‍্যাংকিং' শীর্ষক তালিকায় এটা উঠে এসেছে। জনমতের ভিত্তিতে সুখী দেশ হিসেবেও অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্কের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট-২০১৭-এর প্রতিবেদনে ১৫০টির বেশি দেশের মানুষের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশের অবস্থান ১১০। বিশ্বে সবচেয়ে সুখী দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে নরওয়ে।

আইন নিজ হাতে তুলে নেয়া সুশাসনের জন্য বড় ধরনের বাধা। কিন্তু এটা এখন হরদম হচ্ছে। বিশেষ করে শাসকদলের মূল সংগঠন এবং তাদের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন বিশেষ করে ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ প্রতিদিন আসছে। এখানে অতি সাম্প্রতিককালের একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুসারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল 'বিজয় একাত্তর হল'। এখানে আবাসিক শিক্ষার্থীদের হলে তোলা, সিট বণ্টন এবং শাস্তি দেয়ার মতো কাজগুলো পরিচালিত হয় প্রশাসনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রশাসনের কাছ থেকে এই কাজগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সম্প্রতি হলে তুলকালাম কাণ্ড বাধায়।

প্রশাসনকে পাশ কাটিয়ে ছাত্রলীগ নেতারা নিজেরাই হলের বিভিন্ন কক্ষে ছাত্রদের তুলে দেন। আবাসিক শিক্ষকেরা এতে বাধা দিলে তাদের ধাওয়া করা হয়। হলের প্রভোস্টের সম্মুখেই তার কক্ষ ভাঙচুর করা হলো। সাংবাদিকেরা দায়িত্ব পালনকালে কর্মীদের হাতে নাজেহাল হন।

Weekly Desh

● Britain's largest circulation Bengali newspaper
● Out every Friday ● Free ● 50p where sold

Theresa May set to trigger Brexit Article 50

Millions are on the brink of starvation in east Africa. We must act fast

Father jailed for at least 18 years for murdering baby

A father has been jailed for at least 18 years for murdering his deformed baby after a jury rejected the parents' attempt to blame a young autistic child.

Over 13 weeks of his life, little Rifat was subjected to "systematic" abuse while in the care of his parents, culminating in fatal brain injuries in July last year.

The prosecution argued that Rebeka Nazmin and grossly overweight and bedridden Mohammed Miah had tried to deflect suspicion on to another child in the house, who had behavioural problems in the past.

A jury at the Old Bailey deliberated for 10 hours to find Miah, 37, of Poplar, east London, guilty of murder and causing suffering to Rifat by a majority of 11 to one.

Nazmin, 32, was cleared of murder but found guilty by majority of allowing the death of her baby and causing him suffering.

Father of five Miah was cleared of cruelty to two other children, who told how they were whipped with a mobile phone charger cable.

Mr Justice Spencer sentenced Miah to life imprisonment with a minimum of 18 years with seven years to run concurrently.

The judge said only 24-stone Miah could know why he abused his son - whether it was an "angry response" to being laid up all day with a bad back or "deliberate cruelty".

Nazmin, who was said to be in the "thrall" of her husband, waiting on him "hand and foot", was jailed for six years.

The judge told her: "But for your failure to protect Rifat from his father he might well still be alive."

The jury had heard how Nazmin called 999 for an ambulance to come to the family home in St Leonard's Road on the morning of July 4 last year.

Rifat was found apparently lifeless on the floor near where his "significantly overweight" father was lying on the bed.

He was taken to Great Ormond Street Hospital, where he died from brain injuries the following day.

The infant, who wore a babygro with the words "I love my mummy", had been either severely shaken or hit against a hard surface.

An examination of his body revealed 38 rib fractures, eight fractures to his legs and a broken spine from being squeezed and pulled.

The baby was also hit with the cord of a mobile phone charger and burned on a radiator, the trial heard.

The court was told another child in the house, who is on the autistic spectrum, had behavioural problems in the past.

But since receiving specialist help in class, he had turned into a "charming" and "delightful" child before Rifat's death.

Miah claimed the same child had held Rifat "at arm's length and had brought him back and forth", the court heard.

And the child told how Nazmin had instructed him to shake Rifat and flick water on his face in an apparent attempt to throw suspicion away from her husband.

Following Rifat's death, Nazmin also said her husband had a problem with their baby's deformed hand and ear, saying he might have abused him because of it.

She was heard to say: "He killed my baby. Tell his dad he has died, that's what he wants."

In mitigation, Louise Sweet QC said Miah had suffered a double bereavement as shortly after his father died of bowel cancer, his brother had also succumbed to the disease.

Anti-apartheid icon Ahmed Kathrada dies

Ahmed Kathrada pictured with Nelson Mandela (top) and his coffin being carried to his funeral (below)

Anti-apartheid activist Ahmed Kathrada, who spent 26 years in jail – many of them alongside Nelson Mandela – for acts of sabotage against South Africa's white minority government, died in Johannesburg on Tuesday morning at the age of 87.

He had been admitted to hospital with blood clotting in his brain earlier this month.

Kathrada was born on August 21, 1929, to Indian immigrant parents in a small town in northwestern South Africa .

He was among those tried and jailed alongside Mandela in the Rivonia trial in 1964, which drew worldwide attention and highlighted the brutal legal system under the apartheid regime.

Kathrada was sentenced to life imprisonment in 1964 and spent 26 years and three months in prison, 18 of which were on Robben Island.

After the end of apartheid, he served from 1994 and 1999 as parliamentary counsellor to President Mandela in the first African National Congress (ANC) government.

Al Jazeera's Tania Page, reporting from Johannesburg, said that it was a sad day in South Africa – where Kathrada was affectionately known as "Uncle Kathy" – as tributes poured in about his widely perceived kindness, humility, and honesty.

He had been a major part of many South African's memories over decades of anti-apartheid struggle, Page said.

"I think his passing is sort of signalling to South Africans, yet again, the ending of an era, of these great giants of apartheid [resistance] as they pass on," she added.

Kathrada gave an emotional speech at Mandela's funeral, in which he said he had lost a brother.

Kathrada was, until recently, still active in public life. He formed his own foundation and advocated strongly for human rights causes such as youth development, anti-racism, and freedom of speech.

Last year, he joined a movement of veteran figures who were critical of the governing ANC and its current crop of leaders - particularly President Jacob Zuma , who has been mired in mounting allegations of corruption . Kathrada penned an open letter to the president and called on him to step down.

"Right to the very end he kept himself relevant, he was a newsmaker, he was honest and true to his values and his beliefs," Page said. "And that's why so many millions of South Africans will be very sad at his passing today."

"This is a great loss to the ANC, the broader liberation movement and South Africa as a whole," Neeshan Balton, head of the Ahmed Kathrada Foundation, said in a statement.

"'Kathy' was an inspiration to millions in different parts of the world."

Kathrada's activism against the white-minority apartheid regime started at the age of 17, when he was one of 2,000 "passive resisters" arrested in 1946 for defying a law that discriminated against Indian South Africans.

In July 1963, the police swooped on Liliesleaf Farm in Rivonia, a Johannesburg suburb where Kathrada and other senior activists had been meeting in secret.

At the famous Rivonia trial, eight of the accused were sentenced to life imprisonment with hard labour on Robben Island.

Pink taxi: Women-only service to be launched in Pakistan

A new cab service marketed to curb sexual harrassment faced by solo women travellers is set to launch in Pakistan's commercial hub, Karachi.

From Thursday, female customers will be able to call the "pink taxis" - which are driven by women - by phone, a mobile app, SMS or by hailing one on the street.

"Our pilots (drivers) wear a pink scarf and black coat as their uniform. They include housewives, young women and students," Ambreen Sheikh, chief executive of the Paxi cab service, told the Reuters Thompson Foundation.

According to a report released by Karachi's Urban Resource Center late last year, 55 percent of the women who commute by public buses said that they felt insecure and faced sexual harassment in Karachi, with some districts in the east rated as the most unsafe for female commuters.

Noor Jehan, a newly recruited Paxi driver, first worked as a maid and then as a driver for her female employer. She said there was a need for such a service as most women "think thrice" before getting in a vehicle driven by a man.

But Zebunnisa Burki, a Karachi-based journalist, said many women in the city cannot afford to take taxis.

"Women-focused transport initiatives are important in that they serve a growing demographic of mobile women," she said by email.

"I do feel, though, that such ventures will still not cater to a large number of working women who go out to work daily ... since such women will not be able to afford relatively pricey fares in these private cabs."

The "pink taxi" service will be extended to the cities of Lahore and Islamabad in the next three to four months, Ambreen said.

In December 2016, Careem, a cab-hailing company, had also added about seven women drivers to their ride-sharing service in the city of Karachi and Lahore.

News

Theresa May set to trigger Brexit Article 50

UK Prime Minister Theresa May will on Wednesday trigger the formal, two-year process of negotiations that will lead to Britain leaving the European Union (EU).

Late on Tuesday, a photograph was released of her signing a letter invoking Article 50 of the Lisbon Treaty and officially notifying the EU of Britain's decision to withdraw from the bloc after more than 40 years in a process popularly known as Brexit.

The letter is to be hand-delivered to European Council President Donald Tusk in Brussels by British Ambassador to the EU Tim Barrow at 1130 GMT and copies are to be sent to the other 27 EU member states.

In a speech to parliament designed to coincide with the letter's delivery, May will urge the country to come together as it embarks on a "momentous journey."

"We are one great union of people and nations with a proud history and a bright future. And, now that the decision has been made to leave the EU, it is time to come together," she is to say.

May will tell MPs that she wants to represent "every person in the UK," including EU nationals, in negotiations.

Britain voted to leave the EU last June, after a campaign that divided the country. In a close result, 52 percent voted for Brexit, while 48 percent wanted to stay in the EU.

Scotland and Northern Ireland voted overwhelmingly to remain in the EU, while England and Wales, with a much larger combined population, voted to leave.

May spoke to key EU figures late on Tuesday including Tusk, German Chancellor Angela Merkel and European Commission President Jean-Claude Juncker.

British Prime Minister, Theresa May signing article 50.

Juncker said his conversation had been "good and instructive" and that Britain would remain a "close and committed ally."

May has promised to take Britain out of the EU single market but negotiate a deal that keeps close trade relations with Europe, as she builds "a strong, self-governing global Britain" with control over its own borders and laws.

Brexit Secretary David Davis said Britain was "on the threshold of the most important negotiation" for Britain "for a generation."

Challenges ahead

The British parliament backed May's Article 50 plan earlier this month, after six weeks of debate.

The EU is expected to issue a first response to Britain on Friday, followed by a summit of EU leaders on April 29 to adopt their own guidelines - meaning it could be weeks before formal talks start.

Their priority is settling Britain's outstanding obligations, estimated between 55 and 60 billion euros [$59bn and $65bn] - an early battle that could set the tone for the rest of the negotiations.

Both sides have also said they are keen to resolve the status of more than three million European nationals living in Britain after Brexit, and one million British expats living in the EU.

The two sides also want to ensure Brexit does not exacerbate tensions in Northern Ireland , the once troubled province which will become Britain's only hard border with the rest of the EU.

Britain also wants to reach a new free trade agreement within the two-year timeframe, although it has conceded that a transitional deal might be necessary to allow Britain to adapt to its new reality.

Many business leaders are deeply uneasy about May's decision to leave Europe's single market, a free trade area of 500 million people, fearing its impact on jobs and economic growth.

The Brexit vote sent the pound plunging, although economic growth has been largely stable since then.

On Tuesday, Scotland's semi-autonomous parliament backed a call by its nationalist government for a new referendum on independence before Brexit.

Scotland's devolved administration is particularly concerned about leaving Europe's single market - the price May says must be paid to end mass immigration, a key voter concern.

The prime minister rebuffed the referendum request and has vowed to fight for a new relationship with Brussels that will leave Britain stronger and more united than before.

The EU, too, is determined to preserve its own unity and has said that any Brexit deal must not encourage other countries to follow Britain out the door.

With the challenges ahead, there is a chance that negotiations will break down and Britain will be forced out of the EU without any deal in place.

This could be damaging for both sides, by erecting trade barriers where none now exist as well as creating huge legal uncertainty.

May has said that "no deal is better than a bad deal", and she has the support of pro-Brexit hardliners in her Conservative party, who have been campaigning for decades to leave the EU.

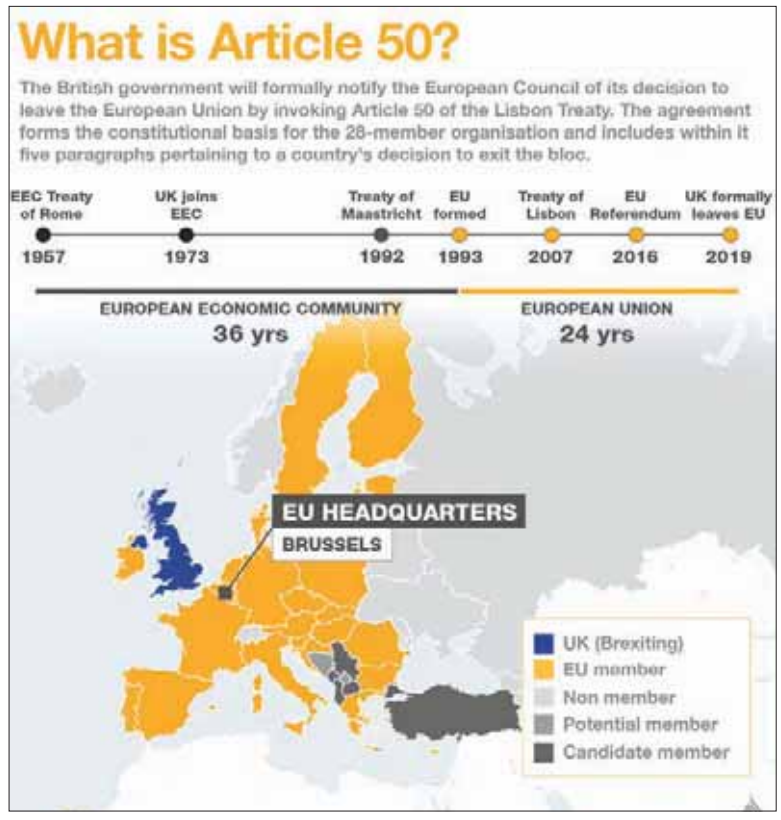

British Bangladeshi Student wins place at top American university MIT

A student from a deprived London area has won a place at one of the best universities in the world.

Tafsia Shikdar, who lives in Newham, has won a scholarship to the Massachusetts Institute of Technology. Alumni include Buzz Aldrin, the second man to walk on the moon.

She will swap her home in West Ham for the college, which has been ranked by Times Higher Education as among the top 10 in the world for the past seven years, to take a degree in engineering.

She said: "I guess you could say I am over the moon. Knowing that I am going to the same place as the second man on the moon is really amazing.

"I really admire the people who went there. They are responsible for the biggest technology advances we have seen in recent years. It will be a privilege to be among them."

She currently studies at the Newham

Tafsia Shikdar from Newham has won a scholarship to study at MIT university in USA

Collegiate Sixth Form Centre, which arranged her interview and application preparations with a Harvard graduate.

After her application, she was interviewed by an MIT admissions scout at a coffee shop in central London. She said: "They want the brightest people there so it doesn't matter what background you come from. I don't want people to think they can't apply for places like MIT because their families aren't rich. It is mental barriers that stop people having dreams."

Tafsia left secondary school with 11 A* GCSEs and at A-level is predicted A* grades in maths, further maths, physics, biology and chemistry.

She lives with her father, an IT support worker, and mother, a school lunchtime supervisor, and three brothers at their three-bedroom house in West Ham.

Leading university: The Massachusetts Institute of Technology (Alamy)

The family moved to the capital from Bangladesh in the early Nineties. Because the household earns less than £30,000 a year, she is entitled to financial aid of up to £200,000 to pay for tuition, accommodation and books.

She said: "People around here don't think they can achieve these amazing things. I'm here to tell people, 'Yes you can'. Why shouldn't someone from the East End of London go to MIT, why shouldn't we dream big?"

Nine pupils at her sixth form have been offered places at Oxbridge next year. Head Mouhssin Ismail said: "If people around here see Tafsia has got into a place like MIT and nine of our pupils going to Oxbridge, then suddenly they believe it is possible for them and their children."

News

Millions are on the brink of starvation in east Africa. We must act fast

Emma Thompson

When I saw the East Africa Crisis Appeal launched recently across our screens by the Disaster Emergency Committee (DEC), my thoughts returned to a man I met when I visited Ethiopia with ActionAid in 2005.

Sitting in a small settlement about four hours south of the capital, Addis Ababa, he spoke without emotion about the 1984 famine. "In 1984 one third of this community died … We ate soil mixed with dirty water. All the cattle died. We couldn't feed our children. People just walked, they knew not where. Many died on the road and were left unburied."

Today the images and stories coming out of Ethiopia and its neighbours in east Africa are similarly heartbreaking. In 2017, 16 million people are on the brink of starvation and desperately in need of food, water and medical treatment.Drought and conflict mean that people are already dying in South Sudan and Somalia. In Kenya, the government has declared a national emergencyand Ethiopia is battling a new wave of drought following the strongest El Niño on record.

This is even more distressing considering the incredible resilience of families in this region who have battled recurring droughts and made amazing strides. While visiting one community in Dalocha where people had had access to clean water for seven years, I met a woman who doled out 40 litres per person at the water kiosk. She told me how this had transformed their lives. "Before the kiosk, we depended on rainwater, river water and digging ponds. We'd walk three or four hours to collect water," she said.

One of the women told me that girls could now go to school; women could use the time they saved to cook, to wash clothes, to grow vegetables. She said they had begun to discuss business matters with their husbands, aware that when men and women work together, they are stronger.

I'm deeply concerned that all this progress could be lost, now that families are once again forced into a daily struggle to find food. I'm also frustrated with the continual resistance by governments and corporations to tackling climate change which is increasing the frequency of droughts.

But what troubles me most right now is that women, older people and children in this region are suffering once again. The UN has said that 800,000 severely malnourished children are at risk today of dying of starvation unless they get treatment fast.

One member of ActionAid's team has just returned from Somaliland, and told me about a great-grandmother she met; 90-year-old Fatima was holding her three-year-old great-grandson Umer as if she would never let go. Fatima had been taking care of Umer for three months because his parents left with their surviving livestock in search of water and pasture. Fatima has no water or milk and is making do with rice and flour. Every day she prays for rain so that her family will return home.

We can save lives if we move fast. The DEC is made up of 13 member charities who are already working on the ground with communities across east Africa and have the expertise to provide life-saving aid to some of the worst-affected people. Right now, they are delivering food, water and medical treatment to millions across the region.

We must not abandon Fatima, her family and the many other families to the ravages of climate change, war and conflict. We can do something to reduce the scale and severity of this emergency and avoid the famine of 1984 happening all over again. But time is running out. Our support has never been more urgent.

• To donate to the East Africa Crisis Appeal, please visit: www.dec.org.uk

The Westminster Bridge attacker

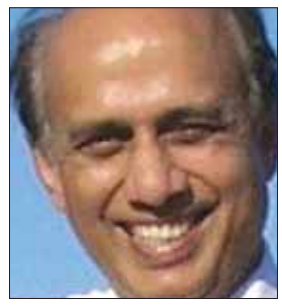

Dr. Hasanat Mohammad Husain MBE

His name is "Adrian Elms", the name he was known by before his later conversion to Islam. He was British born and went to Huntley School for Boys in Tunbridge Wells in Kent.

'The Westminster attacker was born on Christmas day and converted to Islam after years of criminality' said the Independent.

British TV, Newspapers and electronic media will do much better if they mention clearly that the Murderer who killed and mowed people at the Westminster Bridge last Wednesday is actually a British born criminal called Adrian Elm and that Khalid Masood is his adopted name amongst many other names.

Nearly all these atrocities committed in the U.K. By so called" home grown terrorists" were committed by so called " converts" and nearly all of them have a very violent past. Most of them were converted in prison.

These criminals take on names, as in the case of Rigby murderers Adebolajo and Adebowale, to undermine Islam. Everyone should know and understand that religion has nothing to do with these murderous thugs or the heinous murderers in Daesh or in the Isis.

Looks to me, the British TV, Newspapers and print media aren't interested in an Adrian, they want a Mohamed !

Dr. Hasanat Mohammad Husain MBE, London

Bowel cancer tool to boost diagnosis in under-50s

GPs have been given access to a new risk assessment tool to help diagnose young people at risk of bowel cancer.

Experts say people under 50 do not act on bowel cancer symptoms quickly enough and 20% have to visit a GP five times before being referred to a specialist.

The new tool will help calculate the risk of the disease based on blood tests, symptoms and a GP's examination.

Bowel Cancer UK told the Victoria Derbyshire programme all GPs should be given access to the "lifesaving" tool.

While 95% of bowel cancer cases occur in people over 50, more than 2,500 people under the age of 50 in the UK are diagnosed with the disease every year - a 45% rise since 2004.

The NHS provides testing for people between 60 and 74 every two years. But experts say when it comes to those under 50, people do not act on their symptoms quickly enough.

Urgent colonoscopy

The new risk assessment tool - which is based on research by University of Exeter and was funded by the Department of Health - calculates the risk of a serious disease as a percentage.

Those found to be at 3% risk or more of bowel cancer should be referred for an urgent colonoscopy, while those between 1% and 3% will be recommended for a faecal calprotectin test, to help diagnose conditions like irritable bowel syndrome (IBS).

Anyone found to be 1% risk or less will require no further tests.

The assessment tool was made available to GPs on the British Journal of General Practice website on Tuesday. Bowel Cancer UK says it now hopes to integrate it into GP practices.

Experts say the new tool is the first of its kind for younger people.

Deborah James, 35, has stage three bowel cancer

Deborah was feeling "under the weather" for about a year, but blood tests picked up nothing irregular.

However, her symptoms got worse, to the point she was going to the toilet 10 times a day and passing blood "every other day".

After further tests came back as normal she asked for a colonoscopy, which she had shortly before Christmas last year.

She says it was then that "everything fell silent in the room". A 6cm tumour was discovered in her rectum.

"The first thing I said, was 'I don't want to die'. I screamed at the consultant and I said: 'I don't want to die'," she told the Victoria Derbyshire programme.

"I have two beautiful children, and it is mortifying the idea that I might not see them grow up. I was absolutely petrified."

The cancer had spread to eight of her lymph nodes.

"I think I am learning to accept the fact that I have limited control over my cancer," she says.

"I can eat healthily, I can stand on my head backwards or eat three teaspoons of turmeric a day, I can do what every somebody is suggesting is the latest cancer 'think', but cancer is a very unknown scary thing"

She adds: "I have done a lot of crying, I have done a lot of shouting, I have planned my own funeral, I have said thank you, I have said I love you, I have hugged my children and I have laughed with them."

She says she is determined not to spend the next five years "wondering which statistic I am going to be, the 60% that is going to be OK, or the 40% that is not."

'Second biggest cancer killer'

Experts say one problem with diagnosing the under-50s with bowel cancer is that one in four people wait an average of three months before going to see their GP.

It means up to 60% of people under 50 will be diagnosed with Stage 3 or 4 bowel cancer, while fewer than 20% will be diagnosed at the earliest stage of the disease - when survival rates are much higher.

Bowel cancer facts:

• It is the UK's second biggest cancer killer

About 16,000 people die of it and a further 41,000 people are diagnosed every year

• It is the fourth most common cancer in the UK

• If diagnosed early enough, more than 90% of cases can be treated successfully

• Five-year survival rates have doubled over the last 40 years

• The lifetime risk of men being diagnosed is one in 14, while for women it is one in 19

Deborah Alsina, chief executive of Bowel Cancer UK, said it was vital to diagnose people early "when treatment is likely to be more successful".

She said the new assessment tool "has the potential to help GPs to decide which of their young patients need a referral for further tests and which have less serious bowel conditions.

"However, this is just the start, the next step is to ensure that all GPs across the UK have access to this potentially lifesaving tool as part of their day to day practice."

Willie Hamilton, from the University of Exeter Medical School which led the research, added: "The tool does not replace clinical judgement but provides more information to base a referral decision."

News

A white supremacist slew a man in Manhattan
Why is the president Trump silent?

By Moustafa Bayoumi

Last week, a 28-year-old white man by the name of James Jackson traveled from Baltimore to New York City, reportedly to kill as many black men as he could, according to prosecutors. In his possession were two knives and a sword with an 18-inch blade. Upon arriving in New York, Jackson quietly checked in to a hotel near Times Square. Then he began his hunt.

James Jackson murdered black man Timothy Caughman, in New York.

According to the authorities, Jackson stalked several potential victims before narrowing his sights on Timothy Caughman, a 66-year-old man who happened to be on Ninth Avenue searching for cans and bottles to recycle, a favorite activity of Caughman's.

Around 11.15 pm on 20 March, Jackson spotted the unsuspecting Caughman. Silently withdrawing his sword, he plunged his large knife into the innocent man, the blade slicing right through Caughman's body. A witness to the murder stated that Caughman asked Jackson "What are you doing?" Jackson then stood up and walked off, his chest covered in Caughman's blood. Caughman dragged his own dying body to a nearby police precinct and was later pronounced dead at Bellevue hospital.

Jackson, who turned himself in to the police after surveillance photos of him were released, reportedly told detectives that he was "angered by black men mixing with white women" and that he killed Caughman as "practice" for a killing spree that he was set to unleash in Times Square on other black men.

He had specifically chosen New York for his murderous plans as a way to maximize media attention, according to the Manhattan district attorney. Jackson had also composed a manifesto about his beliefs that he was set to deliver to the New York Times, news reports indicate.

Attention to this monstrous crime has been slow coming and sadly predictable. The race-baiting New York Post described the white Jackson as a "sharp-dressed suspect" while raising Caughman's arrest record, as if either had anything at all to do with Caughman's murder.

Caughman was also initially and incorrectly identified by the New York Times as homeless. And Jackson's crime will no doubt be framed through the lens of psychological problems, because white people's violent crimes are almost always seen as enigmas born of a tortured soul rather than expressions of noxious political beliefs.

But Jackson's gruesome crime bears all the hallmarks of the violence of our age. His was a politically motivated act performed to advertise an ideology, through both the media and a manifesto, and to send a message of terror, this time through the black community.

Imagine how different the reaction would be if James Jackson had been a Muslim killing other Americans. All we need to do is compare the coverage and reaction of last week's Westminster attack to Jackson's to see the difference.

Few people have heard of James Jackson, but the global news media have endlessly replayed every second of Khalid Masood's movements. World leaders were quick to condemn Masood's act, and Donald Trump tweeted his condolences to the family of Kurt Cochran, an American who was tragically killed in the Westminster attack.

Why he wouldn't also send condolences to the families of Keith Palmer, Aysha Frade, and Leslie Rhodes, the non-American victims of the attack, speaks volumes about Trump. Don't hold your breath for Trump's condolence tweet to the friends and family of African American Timothy Caughman.

We need to make this comparison not to deflect attention away from the crimes of Khalid Masood but to draw attention to how we talk about violence. At a time when hate-filled and politically inspired violence is rising, we should expect leadership from our president as a way to quell future conflict. Instead, the Trump administration traffics freely in a narrow, dubious and dangerous idea of how to secure the nation from threats.

In Trump's vision, violence is something that outsiders do. Why else establish the ridiculously named Victims of Immigration Crime Enforcement (VOICE) office, when studies repeatedly show that immigrants commit far fewer crimes than native-born Americans?

Just this week, two new studies from opposite sides of the political spectrum – from the Sentencing Project and the Cato Institute – reached that same conclusion. But our president's words and actions disregard honest inquiry and mobilize even more hostility against immigrants.

The Trump administration has also recently rolled out a further limitation on entry to the country, while again claiming a dire national security need. Now, if you don't come from a country on the visa-waiver list (mostly European countries), you can expect that coming to the US will become nearly impossible. There is nothing inherently wrong with screening people before they arrive in the country, but this program is set up to fail applicants.

Consular officials will now be expected to interview up to 120 people a day, which amounts to about five minutes a person. As the American Immigration Lawyers Association's Greg Chen told the New York Times: "It's highly unlikely [officials] could obtain information that demonstrates whether someone is a national security threat in such a brief interview process."

Officials will now ask applicants about their travel histories, addresses and work histories over the past 15 years, and applicants must provide all phone numbers, email accounts and social media handles when applying.

Screening will affect all non-visa waiver countries but is also specifically mandated for applicants from Iran, Syria, Yemen, Somalia, Sudan and Libya. Again, Muslims are presumed to be terrorists first. This time, the burden falls on them to prove otherwise in a system that gives them no meaningful opportunity to do so.

What we have here is Muslim ban 3.0, this time a Muslim ban not by law but by bureaucracy.

And most recently, we've now learned that the US may have killed as many as 200 civilians during airstrikes on Mosul in the past few days. This carnage follows other recent bombing runs that also probably killed scores of civilians in Syria. Iraqi officers are complaining that US rules of engagement have been significantly relaxed since Trump took office, leading inevitably to more civilian deaths.

Imagine your son or daughter is killed by an American bomb dropping from the sky. Would you consider the US liberators? With every reckless civilian death caused by the US grows the possibility of more retributive violence.

It's very clear what this all adds up to. Donald Trump wants you to believe that he is working hard to fortify our national security and keep the country safe. But by ignoring some forms of politically motivated violence, namely by white supremacists, and casting blanket suspicion on entire groups of others, namely Muslims and immigrants, Trump is neither eliminating nor reducing political violence in our society. He is exploiting it. And he is encouraging it.

What do many lone attackers have in common? Domestic violence

By Hadley Freeman

The reactions to Khalid Masood's attack last week played out with script-like predictability: rightwing commentators tried desperately to blame the actions of this Kent native on immigration, while the media pored over whatever anecdotes they could find from neighbours and schoolmates. AllThe Day Today cliches were ticked off: he was "always polite", he came from "a normal family", he once "got drunk" as a teenager.

This kind of desperate profiling plays to people's desire to believe we should be able to spot terrorists. But while rent-a-gobs flail around naming and shaming Kent and drunk teenagers, it is telling how rarely one feature common to many "lone wolf" attackers is called out: a history of domestic abuse.

A relative of Masood's former wife Farzana Isaqtold the Daily Mirror that Isaq had fled her ex-husband in terror after just three months of marriage: "He was very violent towards her, controlling in every aspect of her life – what she wore, where she went, everything."

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, who killed more than 80 people after driving a truck into a crowd on Bastille Day in Nice last year, had a long history of domestic violence, as did Omar Mateen, who last summer killed 49 people in a Florida nightclub. "He would just come home and start beating me up because the laundry wasn't finished, or something like that," Mateen's former wife Sitora Yusufiy told the Washington Post. Tamerlan Tsarnaev, one of the Boston Marathon bomber brothers, had previously been arrested for domestic assaultand battery of a woman.

Before Katie Hopkins gets excited, this isn't evidence of a misogyny unique to the Muslim culture, or Muslim killers. The stepmother of Dylann Roof, the white supremacist who killed nine people in Charleston in 2014, accused his father of abusing her, suggesting Roof was raised in a home where gendered control was normalised. Evangelical Christian Robert Lewis Dear was so pro-life that he not only killed three people in a Planned Parenthood clinic in Colorado in 2015, he also had an extensive history of violence against women and domestic abuse, and an arrest for rape. Seung-Hui Cho, a South Korean expatriate who shot and killed 32 people at the Virginia Polytechnic Institute in 2007, had previously been charged with stalking and harassing female students.

The simplistic explanation here is that these men were all just bad 'uns and, given they had no trouble with killing countless strangers, it is not surprising they terrorised the women in their lives. But this is to look at the correlation the wrong way around. Domestic violence is frequently a way for male abusers to try to impose so-called traditional gender roles on their female partner – beating them when the laundry isn't done, telling them what to wear – using violence to validate their own feelings of insecurity. So it is almost inevitable that these men would then be attracted to belief systems – whether it's Isis, evangelical Christianity or the fundamentalist version of pretty much any major religion – that advocate wildly restrictive attitudes towards gender and endorse patriarchal systems which encourage men to punish women for their own failings. (Isis has infamously noted this, including promises of young female sexual slavery in its recruiting tools.) Paul Gill, a UCL lecturer who studies so-called lone wolf terrorists, told the New York Times last year: "Having a history of violence might help neutralise the natural barriers to committing violence." In other words, wives and girlfriends make good target practice.

The problem isn't Islam, or a perverted interpretation of Islam, but rather a perversion of frustrated masculinity. After all, 98% of mass killings are perpetrated by men, and many of the attackers discuss women in proprietorial terms. Roof, for instance, told his victims before killing them in the church: "You rape our women. You have to go."

And yet this is almost never discussed, because there is no political capital to be gained by suggesting warped masculinity might be more to blame than Muslims. After all, domestic violence is a problem that spans cultures, and if President Trump were to try to ban men accused of domestic violence from entering America instead of Muslims, he would lose some major figures in his own White House. Steve Bannon was charged in 1996 with domestic violence, battery and trying to dissuade the victim – his wife, in other words – from testifying.

The case was dropped when she didn't turn up to court, and she later testified that Bannon had ordered her to leave town. Bannon denied the accusations. Trump chose Andrew Puzder to be his labor secretary, but Puzder withdrew his nomination last month, in part because of long-standing allegations from his ex-wife that he had physically abused her. Puzder denies the charges. Then there is Trump himself, who, according to 1990 sworn divorce deposition by his first wife, Ivana, tore out a handful of her hair and raped her because he was so furious that his "scalp reduction" operation had been more painful than she'd promised. Trump has always denied these allegations – both the abuse and that he had a scalp reduction operation – and Ivana later said she didn't mean rape "in a literal or criminal sense". But no one could explain away the tape in which Trump bragged about grabbing women "by the pussy".

News

Ria Money Transfer opens new branch in Whitechapel

International money transfer company 'Ria Money Transfer' opened their new branch at Whitechapel in east London. Managing Director of the company Marcela Gonzalez inaugurated the new branch on March 17 at 69 Whitechapel. Operations Director Isabel Cortes, Managing Director (retail) Patricio Rojas Hubner, Marketing and New Project Director Victor Salamanca, Retail Manager Ian Hayman, Deputy MLRO Kalimuddin Alvi, Business Development Manager (retail) Isela Caicedo, Business Development Manager (Bangladesh) Tanvir Alam, Business Development Manager (India) Mata Gupta, Business Development Manager (Ghana) Emmanuel Bonsu and Marketing Executive Yeshee Tengur attended the inauguration event to celebrate the expansion of the service of Ria Money Transfer.

Managing Director of Ria Money Transfer Marcela Gonzalez said: " Ria opened the new branch at Whitechapel to come closer to the Bengali community. The local community will get a great service in sending money home securely and speedily using our service."

Business Development Manager (Bangladesh) Mr. Tanvir Alam said: " The new branch of Ria Money Transfer will remain open for business seven days a week. Ria sends money to 146 countries from the UK. We are also offering money exchange services in the new branch. Ria has opened a office in Dhaka, Bangladesh last year to offer better customer services to the beneficiaries.

Ria Money Transfer company have branch offices in more than 16 countries and there are 9 branch offices in the UK with around two thousand affiliated agents.

Kent landlord bans 'coloured' people from renting properties 'because of the curry smell'

One of the UK's biggest buy-to-let landlords has instructed agents acting on his behalf, not to let his properties to “coloured people”, because the smell of curry “sticks to the carpet”.

Fergus Wilson's Kent property empire is thought to number around 1,000 homes in the Ashford and Maidstone areas.

The 70-year-old has form for "offensive directives" regarding who can and cannot rent his properties.

At the start of the year, he told agents not to rent to battered wives, single parents, low income and zero hours workers, or plumbers.

In a second email to agents at Evolution Properties, the landlord — who evicted 200 tenants in 2014 for being on housing benefit — added: “No coloured people because of the curry smell at the end of the tenancy.”

His request was subsequently leaked to the media.

Defending the directive, Mr Wilson told The Sun: “To be honest, we’re getting overloaded with coloured people. It is a problem with certain types of coloured people — those who consume curry — it sticks to the carpet.

“You have to get some chemical thing that takes the smell out. In extreme cases you have to replace the carpet.”

Kent property tycoons Fergus Wilson, 69, and his wife Judith

Dozens of people responded on social media, condemning "vile" and "disgusting" Mr Wilson for racism, and speculating that he would be sued.

Anti-racism charity HOPE not hate told The Independent that the email was an "unacceptable throwback" to the 1960s.

“You simply cannot treat people like this and deny them a place to live due to their skin colour," a spokesman said. “This is the unacceptable face of the housing crisis. There is something broken in the system when such a powerful figure can get away with such an appalling policy. Fergus Wilson’s comments would seem laughably offensive, a throwback to the Alf Garnett era, if they weren’t so serious in their implication."

He added: “Mr Wilson should face the full legal implications of his actions. We’d encourage the Equality and Human Rights Commission to investigate further as a matter of urgency.”

It is currently not a criminal offence to ban any group of people from renting a property you own in the UK, but racial discrimination by landlords is against civil law, so a tenant or a tenants' rights group could take Mr Wilson to court, according to campaign group Generation Rent.

“Fergus Wilson’s words are a disgraceful throwback to a time when racial discrimination in housing was common in this country, and [although] his actions do not break criminal law, he could be challenged with a civil case under the Equality Act," the group's interim director, Dan Wilson Craw, told The Independent.

"The law needs to change," he added. “It shouldn’t be up to individual renters to have to proactively fight the worst landlords operating in the market," he said. "Robust landlord licencing that applied to all private lets would mean that the worst landlords could simply be denied a licence if found to discriminate – whether that be on grounds of race, gender, or other life circumstances.”

When asked by the Sun if he had told Evolution not to take “coloured” people, Mr Wilson confirmed he had issued the instructions.

“Certainly at one point we have,” he told the newspaper.

Approached for comment by The Independent an agent at Evolution Properties initially hung up the phone.

Roy Fever, the firm's manager, later said the company did not support the move.

“We don’t condone this at all," he said. “We would never implement a policy like that. We put through anyone to the landlord and it is up to the landlord who they take on.”

Mr Wilson, who is estimated to own properties worth £250 million has in the past, has been included in The Sunday Timesrich list.

He previously defended his criteria for tenants by insisting he is not racist or homophobic.

“We have said nothing against lesbians and homosexuals or coloureds,“ he told local media earlier this year. "As long as they can pay the rent. We are in business to make money so we make a selection based on a sensible business plan."

He added: “If ever a person came in wearing pink socks and defaulted on rent, and it became a regular problem, then we would stop renting to people who wear pink socks.”

Mr Wilson and his wife Judith are currently in the process of selling off their empire, because they say buy-to-let is becoming less profitable, but they are still believed to own hundreds of properties in the south of England.

আতিয়া মহলকে কেন্দ্র করে সিলেটবাসীর রুদ্ধশ্বাস ১১০ ঘণ্টা

টানার সংবাদ সম্মেলনে সেনা সদরের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফখরুল আহসান এই অভিযানকে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাইলফলক বলে উল্লেখ করেন।

এদিকে সেনা কমান্ডোদের অভিযান সমাপ্তি ঘোষণার পর আতিয়া মহল পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখানে থাকা বিস্ফোরক উদ্ধার ও অন্যান্য প্রক্রিয়া এখন পুলিশ সম্পন্ন করবে। সেনাবাহিনীর ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীনের কমান্ডো বাহিনীর চূড়ান্ত অভিযানে আতিয়া মহলে থাকা ৪ জঙ্গি মারা গেছে। এর আগে সেখানে থাকা ৭৮ জন বাসিন্দাকে নিরাপদে উদ্ধার করে অভিযানিক দল। সফল এই অভিযানের মধ্যেই আতিয়া মহলের বাইরে বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ গেছে দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৬ জনের। আহত হয়েছিলেন অন্তত ৪৩ জন। রক্তাক্ত এই বোমা হামলায় আহত র‍্যাবের গোয়েন্দা প্রধান আবুল কালাম আজাদ সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন। তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

নিহত চার জঙ্গির পরিচয় না মিললেও তাদের এক জন নব্য জেএমবি'র শীর্ষ নেতা মুসা বলে ধারণা করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অভিযানে অংশ নেয়ার কথা জানিয়ে ব্রিগেডিয়ার ফখরুল বলেন- দ্বিতীয় দিন ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ দিন কমান্ডোরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৭৮ জিম্মিকে উদ্ধার করেন। এরপর কৌশল অবলম্বন করে নিচে জিম্মি থাকা বাসিন্দাদের উদ্ধার করা হয়। দেশবাসীর দোয়া সঙ্গে নিয়ে সেনা সদস্যরা এই অপারেশন করেছেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন- জঙ্গিদের হাতে কী পরিমাণ বিস্ফোরক ছিল সেটি বলা মুশকিল। তবে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক ছিল সেটি হয়তো আপনারা বাইরে থেকে আন্দাজ করেছেন। তিনি বলেন, বিস্ফোরণে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। সেখানে এখনও বিস্ফোরক থাকতে পারে। গত মঙ্গলবারও পুরো ভবন থেকে ১০টি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন আইইডি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। তারা অভিযানের প্রথম দিনই পুরো ভবনের বিভিন্ন স্থানে আইইডি রেখে দিয়েছিল। তিনি বলেন ঠিক কতদিন লাগবে এ ভবনটি বিস্ফোরক মুক্ত করতে তা বলা যাবে না।

লিখিত বক্তব্যে ফখরুল আহসান বলেন, গত ১৫ মার্চ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে পুলিশ একটি সফল জঙ্গিবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। ওই অভিযানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তারা নিশ্চিত করে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের শিববাড়ি পাঠানপাড়া সড়কের পাশে অবস্থিত একটি বাড়িতে জঙ্গিরা অবস্থান করছে। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা এলাকাটি ঘিরে ফেলেন। রাত আনুমানিক সাড়ে ৪টার দিকে তারা নিশ্চিত হন যে, 'আতিয়া মহল' এর নিচতলার একটি ফ্লাটে জঙ্গিরা অবস্থান করছে। অভিযান পরিচালনাকারী পুলিশ সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গে আতিয়া মহলের নিচ তলার ৬টি ফ্ল্যাট বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়। ভবনের মূল প্রবেশ পথের কলাপসিবল গেটটি বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে ভবনটি সবদিক থেকে ঘিরে ফেলে। ৫ তলা বাড়িটিতে ৩০টি ফ্ল্যাট আছে। ঘটনার সময় ২৮টি ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছিলেন। জঙ্গিরা পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে তাদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়ে মারে। সিলেট পুলিশ বাহিনী জঙ্গিদের সক্ষমতা ও ২৮টি পরিবারের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তারা তাদের বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন সোয়াটের সহায়তা কামনা করে এবং বাড়িটিকে নিশ্চিদ্রভাবে ঘিরে রাখে। এ সময় ভবনের বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে নিজ নিজ ফ্ল্যাটের দরজা-জানালা বন্ধ করে যতটুকু সম্ভব নিরাপদে অবস্থান করার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে জঙ্গিরা তাদের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং ভবনের মূল ফটকে বিশালাকৃতির বিস্ফোরক স্থাপন করে। এমনকি একটি ফ্রিজ এবং মোটরসাইকেলেও বিস্ফোরক লাগিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এ ছাড়া পুরো ভবনের সিঁড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরক স্থাপন করে পুরো ভবনটিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলে।

ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে সোয়াটের সদস্যরা ২৪ তারিখ আনুমানিক বিকাল ৪টায় সময় অপারেশন এলাকায় উপস্থিত হন। সোয়াটের সদস্যগণ তাদের পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পনা ও বিচার বিশ্লেষণ শেষে বাসিন্দাদের নিরাপত্তা এবং বিস্ফোরক ঝুঁকি বিবেচনা করে সেনাবাহিনীর সহায়তা কামনা করেন।

পুলিশ প্রশাসনের অনুরোধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সেনাবাহিনী অপারেশনের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে। পরদিন শনিবার ১৭ পদাতিক ডিভিশন ও বিশেষায়িত কমান্ডো দল অভিযান শুরু করে। উপস্থিত পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে সেনাবাহিনী জানতে পারে, ভবনের নিচ তলায় তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা জঙ্গি বিস্ফোরকসহ অবস্থান করছে। একই সময়ে ঢাকা হতে বিশেষায়িত একটি দল হেলিকপ্টার যোগে সিলেটে আনা হয়।

তিনি বলেন, অপারেশনে মূলত দুটি বিষয়ে প্রায়োরিটি নির্ধারণ করা হয়। প্রথমত, বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া, দ্বিতীয়ত, জঙ্গিদের নির্মূল করা। অপারেশনের প্রথম পর্বটি সবেচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কমান্ডোরা তাদের জীবনবাজি রেখে সাহসিকতা ও অভিনব কৌশলে ২৫ মার্চ দুপুর ১টার মধ্যে ভবন থেকে ৩০ জন পুরুষ-মহিলা, ২১জন শিশুসহ মোট ৭৮ জনকে উদ্ধার করে। দ্বিতীয় পর্বের অভিযান সম্পর্কে তিনি বলেন, এই পর্বে সেনা কমান্ডোদের পাশাপাশি স্নাইপার দল এপিসিসহ বিশেষায়িত অনেক সদস্য নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। একটানা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ২৭ মার্চ বিকালের মধ্যে চার জঙ্গিকে নির্মূল করা হয়। মূলত ২৭ মার্চ সোমবার অভিযান শেষ হয়। তবে বিষদ তল্লাশি ও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আজকের দিনটি (মঙ্গলবার) ব্যবহার করা হয়।

জঙ্গিদের লাশ হস্তান্তর সম্পর্কে তিনি বলেন, গত সোমবার মৃতদেহ দু'টি বের করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বাকি যে দু'টি মৃতদেহ ছিল তা সুইসাইডাল ভেস্ট পরিহিত থাকায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল। নিরাপত্তা বিবেচনায় পুলিশ প্রশাসনের পরামর্শে ঘটনাস্থলেই এগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণের আগে প্রয়োজনীয় ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করা হয়। সকল কার্যক্রম শেষে মঙ্গলবার বিকালে ভবনটি ক্রাইমসিন হিসেবে পুলিশ প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। সেইসঙ্গে 'অপারেশন টোয়াইলাইট' সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফখরুল আহসানের পাশে ছিলেন, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার গোলাম কিবরিয়া, র‍্যাব-৯ সিইও লে. কর্নেল আলি হায়দার আজাদ আহমদ।

আতিয়া মহলের মালিক কে এই উস্তার আলী?

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ি এলাকার 'আতিয়া মহলের' নাম এখন আর কারোই অজানা নয়। গত ৫ দিন যেখানে জঙ্গি বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে সেনাবাহিনী। অভিযানে ৪ জঙ্গির লাশ মিলেছে এই বাড়িটি থেকে।

আতিয়া মহল নামের এই পাঁচতলা ভবনটির মালিকের নাম উস্তার আলী। প্রায় চার বছর আগে এ মহল নির্মাণ করেন তিনি। তাঁর বয়স ৬৫ বছর। তিনি একজন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা। সিলেট আমদানি-রফতানি অফিসে ক্লার্ক হিসেবে চাকুরি শুরু করলেও প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে গেছেন অবসরে। সিলেটের গোলাপগঞ্জে বিয়ে করা উস্তার আলীর স্ত্রীর নাম আতিয়া বেগম। আর তার নামানুসারেই এই ভবনটির নাম আতিয়া মহল নামকরণ করা হয়।

উস্তার আলীর রয়েছে পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। তার বড় ছেলে ইকবাল আলী পেশায় চিকিৎসক। আরেকজন কয়লা ব্যবসায়ী, একজন সিলেট নগরীর পূর্ব জিন্দাবাজারে আতিয়া ট্রাভেলসে বসেন, বাকি দুই ছেলে পড়ালেখা করছে। মেয়ে দু'জন বিবাহিতা।

আতিয়া মহলের পাশেই আরেকটি এক তলা বাড়িতে পরিবারসহ থাকেন উস্তার আলী। এর পাশে তিন তলা আরেকটি ভবন আছে তার। এছাড়া সিলেট নগরীর উপশহরে তার তিন তলা একটি ভবন রয়েছে, আছে কয়েকটি দোকান কোঠাও। বাসা-বাড়ি ছাড়াও বেশ কয়েক কোটি টাকার ভূসম্পত্তি রয়েছে উস্তার আলীর। রাজনৈতিকভাবে বিএনপির মতাদর্শে বিশ্বাসী উস্তার আলী এলাকায় শিক্ষানুরাগী ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত বলে স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায়। গত জানুয়ারিতে কাওসার ও মর্জিনা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এ বাসা ভাড়া নেয়। আর এরপর থেকেই পলাতক জঙ্গিদের গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার হতে থাকে এটি। জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের জন্য এখানে অস্ত্র ও বিস্ফোরকের মজুদ গড়ে তোলা হয়। এমনকি সুসাইড স্টেসহ আইএডিও তারা মজুদ করে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পার্লামেন্টে যুক্তরাজ্য আ'লীগের বিশেষ আয়োজন

ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটিভ পার্টি, বিরোধী দল লেবার পার্টি, লিবারেল ডেমোক্র্যাটস ও স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির এমপিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিশ্চিত করেছেন ৫৩জন ব্রিটিশ এমপি অনুষ্ঠানের নিবন্ধন খাতায় স্বাক্ষর করেছেন।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার কথা তুলে ধরেন বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি ২২ মার্চ লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বাইরে হামলার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনার সরকার সবধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথেই রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শাহরিয়ার আলম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে যুক্তরাজ্য সরকার ও বেসরকারি খাতের সহায়তা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাজ্যকে বিশেষ একটি দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।'

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ও ব্রিটিশ এমপিরা যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে সংঘটিত জঙ্গি হামলায় নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক, রুপা হক ও রুশনারা আলিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এমপিরা সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার নাজমুল কাওনাইন ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ।

বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সিদ্দিক এমপি বলেন, জঙ্গিরা ইসলাম বা মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা সহিংসতার মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করছে। তিনি যোগ করেন, আমি কোনো ইভেন্টে এক সঙ্গে এত ব্রিটিশ এমপি দেখিনি।

লন্ডনের বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনের এমপি রুশনারা আলী বলেন, 'একজন ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে আমি গর্বিত। একজন বাংলাদেশি হতে পেরে আমি গর্বিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। অনেক সংগ্রামের পর স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ। এসব মানুষের আত্মত্যাগের কথা মনে রাখার জন্য এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি রুপা হক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে নিজের অনুভূতির কথা জানান। এ সময় তিনি যে 'গণহত্যা ও লড়াই'-এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে, সেটা কখনও ভুলে না যাওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, 'একটি নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অভাবনীয় উন্নতি করছে। শিগগিরই ব্রিকসে আমরা দুটো 'বি' পাবো। ব্রিকসভুক্ত ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বাংলাদেশের নামও যুক্ত হবে। 'ব্রেক্সিট ইস্যুতে লিভ ক্যাম্পেইন চলাকালে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন কারি শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রবণতা তৈরি হওয়া লজ্জাজনক হিসেবে অভিহিত করেন রূপা হক। এ সময় তিনি এ শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় লড়াইয়ের অঙ্গীকার করেন।

আওয়ামী লীগ আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে 'ব্রিটিশ সংসদের বাংলাদেশ বিষয়ক সর্বদলীয় কমিটির চেয়ার অ্যান মেইন এমপি বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। অ্যান মেইন বলেন, 'আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদের কাছে গণতন্ত্র কখনো হার মানবে না।'

লেবার পার্টির ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমিলি থর্নব্যারি বলেন, ব্রিটেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। সেই সঙ্গে ব্রিটেন গত ৪৬ বছর ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের ভালো বন্ধু। বিষয়টি ভেবে তাঁর বেশ ভালো লাগছে। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্রিটেন সব সময় পাশে থাকবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা নিয়ে দুটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। আয়োজনে ছিল দেশাত্মবোধক গানে সৌমি দাশের একক নৃত্য পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ এমপিদের হাতে উপহারের ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা নিয়ে একটি স্মরণিকা বের করে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য ব্রিটিশ এমপিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিম ফিজপেট্রিক, স্যার এল্যান মেইল, জনাথন অ্যাশওয়ার্থ, টম ব্লেইক, পল স্কালি, স্টিফেন টিমস, লিজ কেন্ডাল, কারেন বাক, এঞ্জেলা রায়নার, লূইসি এলমান, স্টিফেন টুইগ, জিম দাউদ, মার্ক হেনরিক, গিবেন বারওয়েল, জেস পিলিপস, জেসিকা মর্ডান, জনাথন ডিজেজানলি, নিক ডাকিন, ক্রিস ম্যাথসন, ফিলিপ ডেভিস, ডেইভ এন্ডারসন, জিম কানিংহাম, নাজ শাহ, চি ওনওয়ারা, টমি শেফার্ড, ওয়েস স্ট্রেটিং, কেলভিন হপকিন্স, মাইক গেইভস, কেভিন জন্স, এমা লুয়েল বাক প্রমুখ। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতারা এতে অংশ নেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসে মেয়রস কাপ শুরু হচ্ছে ১ এপ্রিল থেকে

হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস।

এদিকে গত ২৭ মার্চ টাউন হলে টূর্নামেন্টের ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে নির্বাহী মেয়র জন বিগস ছাড়াও আরো অংশ নেন ইয়ং মেয়র ফাহিমুল ইসলাম এবং ডেপুটি ইয়ং মেয়র শায়াম ইসলাম।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, আইএলএফএল এর প্রতিনিধি কামরুজ্জামান, কয়েস মিয়া ও আজমল আলী এবং বিএফএ এর প্রতিনিধি আরজ মিয়া, সানা মিয়া এবং জামাল হোসাইন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আনোয়ার চৌধুরীর উপর গ্রেনেড হামলা মামলা

প্রাণভিক্ষার আবেদন জঙ্গি রিপনের

সিলেট, ২৮ মার্চ : বৃটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর গ্রেনেড হামলার মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি দেলোয়ার হোসেন রিপন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সে প্রাণভিক্ষা চায়। আজ মঙ্গলবার ছিল তার প্রাণভিক্ষা চাওয়ার শেষ সময়। সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার সগির মিয়া জানিয়েছেন, প্রাণভিক্ষার আবেদন করবে এ কথা জানানোর পর সকালে রিপনকে কাগজ-কলম সরবরাহ করে কারা কর্তৃপক্ষ। দুপুর ১২টার দিকে রিপন প্রাণভিক্ষার আবেদন কারা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। সগির মিয়া জানান, আবেদনটি তারা ই-মেইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেবেন।

২০০৪ সালের ২১শে মে সিলেটের হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাজারে তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলা হয়। হামলায় আনোয়ার চৌধুরী, সিলেটের জেলা প্রশাসকসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত এবং পুলিশের দুই কর্মকর্তাসহ তিনজন নিহত হন। মামলার বিচার শেষে ২০০৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বিচারিক আদালত ৫ আসামির মধ্যে মুফতি হান্নান, বিপুল ও রিপনকে মৃত্যুদণ্ড এবং মহিবুল্লাহ ও আবু জান্দালকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। নিয়ম অনুসারে মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করতে প্রয়োজনীয় নথি হাইকোর্টে পাঠানো হয়। পাশাপাশি ২০০৯ সালে আসামিরা জেল আপিলও করেন। প্রায় ৭ বছর পর গত বছরের ৬ই জানুয়ারি এ মামলায় হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়। বিচারিক আদালতের দণ্ড বহাল রেখে ১১ই ফেব্রুয়ারি রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। গত বছরের ২৮শে এপ্রিল হাইকোর্টের রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশিত হয়। ১৪ই জুন রায় হাতে পাওয়ার পর ১৪ই জুলাই আপিল করেন দুই আসামি মুফতি হান্নান ও বিপুল।

অপর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রিপন আপিল না করলেও আপিল বিভাগ তার জন্য রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ করেন।

আপিলের শুনানি শেষে গত বছরের ৭ই ডিসেম্বর আসামিদের আপিল খারিজ হয়ে যায়। গত ১৭ই জানুয়ারি এ রায় প্রকাশের পর আসামিরা রিভিউ করেন। রোববার দেওয়া রিভিউ খারিজের রায় গত মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়। এদিকে গতকাল রায়ের কপি ফ্যাক্সযোগে সিলেটে এসে পৌঁছার পর রিপনকে পড়ে শোনানো হয়।

ফরিদা ইয়াসমীনের সাথে প্রেস ক্লাবের মতবিনিময়

মাইল এন্ড রোডস্থ ককনি গাফ রেস্টুরেন্টে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মাহবুব রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জুবায়েরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিলেতের বাংলা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সেক্রেটারি আব্দুস সাত্তার ও লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের কমিউনিকেশন সেক্রেটারি এম এ কাইয়ুম।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার নাদিম কাদির, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সদ্যবিদায়ী সভাপতি ও জনমত সম্পাদক নবাব উদ্দিন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম বাসন, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক আহমদ ময়েজ, সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট সম্পাদক তারেক চৌধুরী, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাপ্তাহিক বাংলা মিরর সম্পাদক আব্দুল করিম গনিসহ বাংলা মিডিয়ার প্রতিনিধিরা।

মতবিনিময় সভায় প্রেস মিনিষ্টার নাদিম কাদের বলেন, বিলেতে না এলে আমি বুঝতে পারতাম না যে বাংলা সংবাদপত্রের খুবই শক্ত একটা অবস্থান রয়েছে এখানে। তাই নিজে এসে না দেখলে এটা বুঝা যাবে না। আশা করি ফরিদা ইয়াসমিন আজকে সাংবাদিকদের উপস্থিতি দেখে এটা উপলব্ধি করতে পারছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে ফুলের তোড়া উপহার দেয়া হয়। এছাড়া সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক ইসহাক কাজল ও লেখক গবেষক ফারুক আহমদ তাদের লেখা বই ফরিদা ইয়াসমীনের হাতে তুলে দেন। এছাড়া লন্ডন থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা তার হাতে তুলে দেন সম্পাদক ও প্রতিনিধিরা। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্রেন্ট কাউন্সিলের অ্যাওয়ার্ড লাভ করলেন সাংবাদিক মিছবাহ জামাল

বছর ধরে রেডিও সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িত রেখে জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সকলের কাছে দোয়া কামনা করছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল থেকে সম্পূর্ণভাবে কমিশনার প্রত্যাহার

সাজিদ জাভিদ এক বিশেষ চিঠিতে মেয়র জন বিগসকে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

২০১৪ সালে প্রাইসওয়াটারহাউস কুপার্স এর তদন্তের প্রেক্ষিতে সরকার তার বিশেষ ক্ষমতাবলে কাউন্সিলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন বিভাগ পরিচালনায় তৎকালীন মেয়র লুফুর রহমানের নির্বাহী ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলো। সরকার নিযুক্ত ৪ কমিশনার এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতেন। তাদেরকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। কমিশনাররা যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলো নির্বাচন তদারকী, গ্র্যান্টস, প্রকিউরম্যান্ট এবং প্রপার্টি বিক্রি।

পরবর্তীতে নির্বাচনে দূর্নীতির কারনে হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রনাধীন নির্বাচনী আদালত দ্বারা লুফুর রহমান মেয়র পদ হারানোর পর ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত উপ নির্বাচনে জন বিগস মেয়র নির্বাচিত হন। জন বিগস মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরও কমিশনাররা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান।

এদিকে সম্পূর্ণভাবে কমিশনার প্রত্যাহারে সরকারের ঘোষনাকে স্বাগত জানিয়েছেন বারার নির্বাহী মেয়র জন বিগস।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, সাবেক মেয়রের আমলে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ছিলো দূর্নীতি, বিতর্ক এবং সমস্যায় ভারাক্রান্ত। গত ২১ মাসে কাউন্সিল পরিচালনায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনটি এসেছে নতুন নেতৃত্ব, স্বচ্ছতা এবং খারাপ কাজকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে। কমিশনাররা চলে গেলেও সুশাসন প্রতিষ্টায় আমাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

মেয়র আরো বলেন, কয়েকজন কাউন্সিলার এখনো সাবেক মেয়রের আমলে ঘটে যাওয়া খারাপ কাজগুলো শিকার করতে রাজী নন। আমাদের বারার ভবিষ্যতের জন্য আগামী বছরের নির্বাচনটি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ন। কারন অতীতের বিতর্ক এবং বিশৃঙ্খলায় ফিরে যাওয়াটা নিশ্চয়ই কারো কাম্য হতে পারেনা।

প্রধান কমিশনার স্যার কেন নাইট তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমরা যখন প্রথম কাজে যোগ দেই তখন স্বচ্ছতা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা তথা সার্বিক কাউন্সিল পরিচালনায় ব্যাপক গলদ দেখতে পাই। পাশাপাশি সবকিছুকে অস্বীকার করার সংস্কৃতিও বিদ্যমান ছিলো। আমি আনন্দিত যে, নতুন নেতৃত্বের অধীনে এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতী হয়েছে। তারপরও কিছু কাজ এখনো বাকী। টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সুশাসন এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্টার চেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

কমিউনিটি সেক্রেটারী সাজিদ জাভিদ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আজ থেকে দুই বছর আগে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার বাসিন্দাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিলো। দূর্নীতি এবং আর্থিক অব্যবস্থাপনার এই চক্র থেকে একে উদ্ধারের জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া তখন আর কোন উপায় ছিলো না।

সাজিদ জাভিদ আরো বলেন, নতুন মেয়রের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে যে উন্নতী হয়েছে এজন্য স্যার কেন নাইট এবং তার টিমের প্রতি আমার বিশেষ ধন্যবাদ রইলো। আমার বিশ্বাস টাওয়ার হ্যামলেটস তার বাসিন্দাদের কাংখিত সেবা প্রদানের জন্য সঠিকভাবে এগুচ্ছে। কমিশনাররা চলে গেলেও এখন থেকে প্রতি ৩ মাস পর পর বিভিন্ন অগ্রগতি সম্পর্কে আমার কাছে রিপোর্ট করতে হবে। আমি মনে করি জনগণের অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা প্রতিষ্টায় তা সাহায্য করবে।

বৃটিশ সরকারের সতর্কতা

হয়েছে। আরও বলা হয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসরণ করতে। এতে গত ২৪ মার্চ ঢাকায় শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে আত্মঘাতী বোমা হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, এখনও বাংলাদেশে আরো সন্ত্রাসী হামলার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। এ হামলার টার্গেট হতে পারেন বিদেশীরা। বিশেষ করে পশ্চিমারা সরাসরি এমন টার্গেটে পড়তে পারেন। তাই পশ্চিমারা যেসব স্থানে সমবেত হন সেসব স্থান বা জনবহুল এলাকাও রয়েছে উচ্চ ঝুঁকিতে। তাই বৃটিশ নাগরিকদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে এসব এলাকায় যতটা সম্ভব নিজেদের উপস্থিতি কমিয়ে আনতে। বলা হয়েছে সতর্কতার সঙ্গে চলাচল করতে এবং আগেভাগে নিরাপত্তামুলক পদক্ষেপ নিতে। বৃটিশ সরকারের ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস থেকে এসব পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিমানবন্দরে আত্মঘাতী হামলার পর কর্তৃপক্ষ বলেছে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে বিমানবন্দরের কার্যক্রম চলছে। এতে তুলে ধরা হয় গত বছর ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার কথা। বলা হয়, ওই হামলায় জিম্মি করে ২০ জনকে ও ২ পুলিশ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বৃটিশ নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, স্থানীয় মিডিয়া ও সামাজিক মিডিয়া অনুসরণ করতে। বৃটিশ সরকারের ওই সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অনেক হামলা ও গত বছর ১ জুলাইয়ের হামলার দায় স্বীকার করেছিল দায়েশ (যার আরেক নাম আইএস)। তারা ১৭ মার্চ আশকোনায় র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। সতর্কবার্তায় আরো বলা হয়েছে, আল কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট (একিউআইএস) গ্রুপ সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলো সক্রিয় রয়েছে। ইসলামী জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যায় এমন অনেক ব্যক্তিকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে তারা। বলা হয়েছে, আগের হামলাগুলোর প্রেক্ষিতে উচ্চ এলার্টে রয়েছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা। ওদিকে একই সতর্কবার্তায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় ঘাটতি আছে বলে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইউকে ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্ট (ডিএফটি) এই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা মূল্যায়ন করেছে। তাতে দেখা গেছে এই বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার শর্তগুলো পূরণ করা হয়নি। তা পূরণ করতে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বৃটিশ সরকার। উল্লেখ্য, প্রতি বছর বাংলাদেশ সফর করেন প্রায় এক লাখ ৫০ হাজার বৃটিশ।

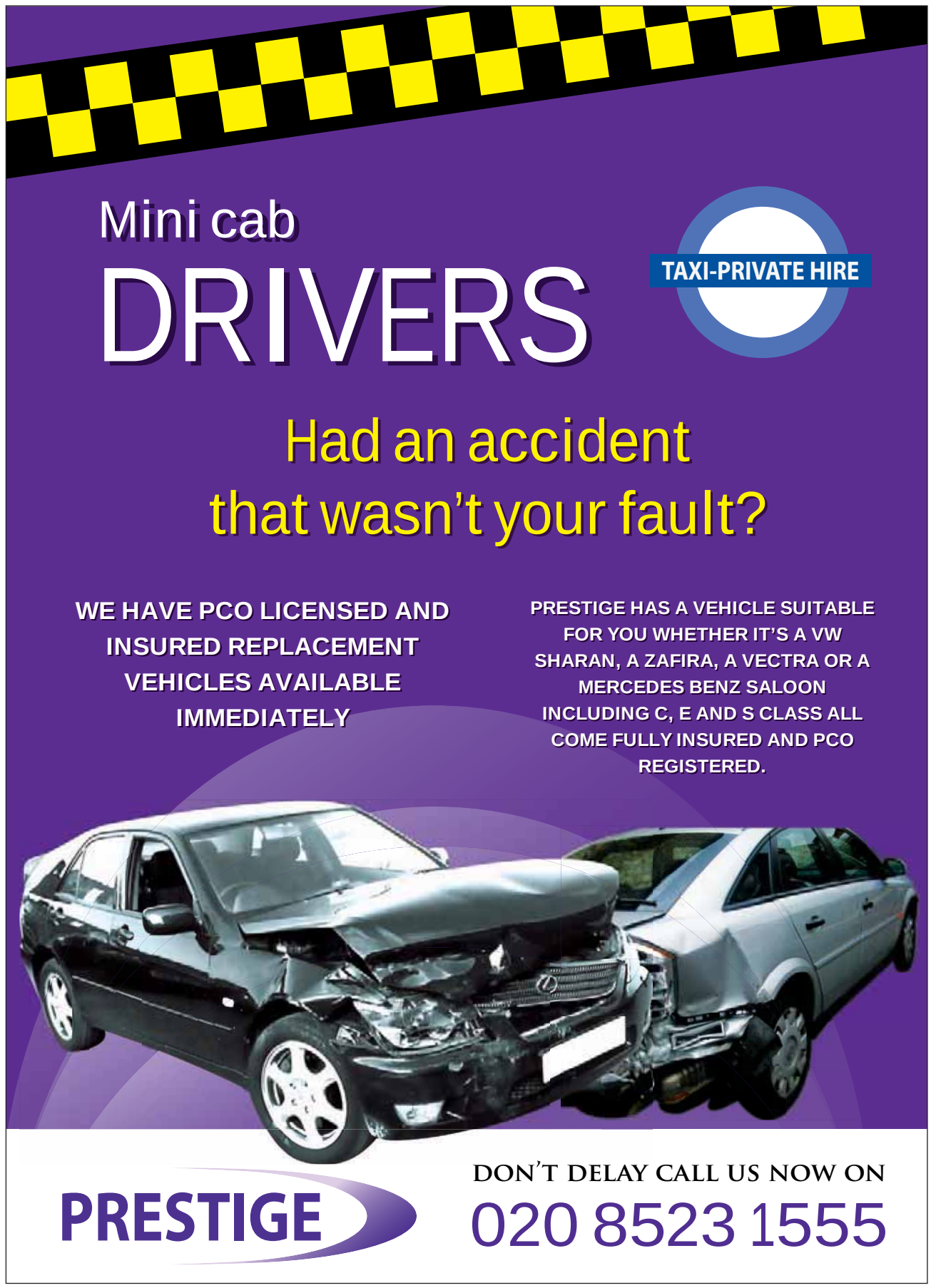

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

Britain's first nationwide **FREE** Bengali newsweekly

TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

জঙ্গি আস্তানা উপড়ে দিলো সেনাবাহিনী

আতিয়া মহলকে কেন্দ্র করে সিলেটবাসীর রুদ্ধশ্বাস ১১০ ঘণ্টা

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেটের দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ি এলাকার 'আতিয়া মহল'। গত ২৩ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু আর ২৮ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩টায় শেষ। কেটে গেলো রুদ্ধশ্বাস ১১০ ঘণ্টা।

রাত ৮টায় সিলেটের জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে 'অপারেশন টোয়ালাইট'র আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন সেনা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফখরুল আহসান।

কে এই উস্তার আলী?

শক্তিশালী বিস্ফোরক আর কৌশলে জঙ্গিরা সময় ক্ষেপণ করলেও কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে জঙ্গিবিরোধী অপারেশন টোয়াইলাইট। অভিযান সমাপ্তির মধ্য দিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান হয়েছে সিলেটবাসীর।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল সর্বত্র। সব উৎকণ্ঠা কাটিয়ে সফল অভিযানের জন্য সেনাবাহিনী ও অভিযান সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছে দেশবাসী। অভিযানের সমাপ্তি

পৃষ্ঠা ৩৮

ফরিদা ইয়াসমীনের সাথে প্রেস ক্লাবের মতবিনিময়

জাতীয় প্রেসক্লাবের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমীন বলেছেন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ও জাতীয় প্রেসক্লাবের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করা যেতে পারে। তিনি বৃটেনের বাংলা মিডিয়ার একশ বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাসের কথা জেনে অভিভূত হন। তিনি বলেন, প্রবাসী সংবাদকর্মীরা বাংলাদেশের একজন দূত হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন।

ফরিদা ইয়াসমিন আরো বলেন, বিলেতে সাংবাদিকদের শক্ত অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরতে এরা জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। এজন্য বাংলাদেশ মিশনসহ সকলের সহযোগিতা দরকার। সাংবাদিক ফরিদা ইয়াসমিন লন্ডনের বাংলা মিডিয়ার প্রশংসা করে বলেন, বিলেতে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে, ইতিহাস ঐতিহ্যকে এবং প্রবাসী মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তিনি গত ২৪ মার্চ শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের

পৃষ্ঠা ৩৯

ব্রেন্ট কাউন্সিলের অ্যাওয়ার্ড লাভ করলেন সাংবাদিক মিছবাহ জামাল

লন্ডন, ৩১ মার্চ ঃ বর্তমানে স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র (সাবেক সানরাইজ রেডিও) মাধ্যমে জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখার জন্যে লন্ডন বারা অব ব্রেন্ট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক মিছবাহ্ জামালকে 'কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছে।

গত ২২ মার্চ বুধবার দুপুরে লন্ডন বারা অব ব্রেন্ট কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত সভায় মিছবাহ্ জামালের হাতে সম্মাননাপত্র তুলে দেন ব্রেন্ট কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমদ।

উল্লেখ্য, মিছবাহ্ জামাল গত ৩০

পৃষ্ঠা ৩৯

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পার্লামেন্টে যুক্তরাজ্য আ'লীগের বিশেষ আয়োজন

অর্ধশতাধিক বৃটিশ এমপির অংশগ্রহণ

লন্ডন, ৩১ মার্চ: অর্ধশতাধিক বৃটিশ এমপির অংশগ্রহণে বৃটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করলো যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ। ২৭ মার্চ সোমবার ওয়েস্টমিনস্টার প্যালেসের দ্য টেরেস প্যাভিলিয়নে এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথমবার বাংলাদেশীদের কোনো আয়োজনে এত সংখ্যক ব্রিটিশ এমপি যোগ দিলেন।

পৃষ্ঠা ৩৮

টাওয়ার হ্যামলেটসে মেয়রস কাপ শুরু হচ্ছে ১ এপ্রিল থেকে

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগে মেয়রস কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ১ এপ্রিল থেকে। টাওয়ার হ্যামলেটসের বর্ণাঢ্য এবং বৈচিত্র্যময় ফুটবলের ঐতিহ্যকে উদযাপন করার জন্য এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এবারের টুর্নামেন্টে ১০ ক্যাটাগরিতে মোট ৬০টি দল অংশ নিচ্ছে। আগামী ১ এপ্রিল ভিক্টোরিয়া পার্কের উইন্টার লীগ পিচে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন টাওয়ার

পৃষ্ঠা ৩৮

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল থেকে সম্পূর্ণভাবে কমিশনার প্রত্যাহার

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল থেকে সরকার নিযুক্ত ৪ কমিশনার সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের ঘোষনা দিয়েছেন কমিউনিটি সেক্রেটারী সাজিদ জাভিদ। ঘোষনা অনুযায়ী আগামী ৩১ মার্চ তারা বিদায় নিবেন।

গত ১৬ মার্চ সেক্রেটারী অব স্টেইট ফর কমিউনিটিস এন্ড লোকাল গভর্নমেন্ট

পৃষ্ঠা ৩৯

সিলেটে জঙ্গি আস্তানা

বৃটিশ সরকারের সতর্কতা

সিলেটের শিববাড়িতে জঙ্গি আস্তানার সন্ধান ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ভ্রমণের ওপর নতুন করে সতর্কতা দিয়েছে বৃটিশ সরকার। গত ২৬ মার্চ রোববার আপডেট করা ওই সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেটের শিববাড়ি এলাকায় এখনও চলছে নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের অভিযান। এরই মধ্যে সেখানে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন। তাই বৃটিশ নাগরিকদের শিববাড়ি এলাকা পরিহার করে চলাচল করতে বলা

পৃষ্ঠা ৩৯

Editor Taysir Mahmud | Published By Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN | Telephone 0203 540 0942 • 0203 540 0940 • Advert: 07940 782 876 | Email info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk